

সীমিত

এই পুস্তিকার বিষয়বস্তু
কোন প্রেস বা অননুমোদিত
ব্যক্তির কাছে পঠনযোগ্য নয়

সংকেত সংখ্যা
এটিপি-২৬৩৩ (বি)



পদাতিক সেকশন কমান্ডারের হ্যান্ড বুক

সেনাবাহিনী প্রধানের আদেশব্রুমে

মেজর জেনারেল
জেনারেল অফিসার কমান্ডিং
আর্মি ট্রেনিং এন্ড ডকট্রিন কমান্ড
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
অক্টোবর ২০১৬

নথি নং ২৩.০১.৯২০.০৯২.০৯.১০১.০১.১৩.১০.১৬

সীমিত

মুখবন্ধ

সেকশন কমান্ডার হ্যান্ড বুক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পদাতিক ইউনিট সর্বনিম্ন সংগঠন সেকশন এর অধিনায়ক-
কর অভিযানিক ও প্রশাসনিক বিভিন্ন বিষয়সমূহের প্রয়োজনীয় তথ্যভান্ডার হিসাব প্রসংগত করা হয়েছে।

পুসিৎকাটির প্রথম অধ্যায়ে মানচিত্র পঠন এবং ভূমির ব্যবহারের কৌশলর বিভিন্ন বিষয়সমূহ খুব সহজ
ভাষায় এবং সুন্দরভাবে পরিবশন করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রণ কৌশল সম্পর্কিত বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ
করা হয়েছে, যেখান সকল বড় অভিযান হতে শুরু কর ক্ষুদ্র অভিযানসমূহ এবং বিশেষ অভিযানে একজন
সেকশন কমান্ডারের করণীয় বিষয়সমূহ ও দায়িত্ব কর্তব্য সুচারুভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়
ক্ষুদ্র অসংখ্য বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত এবং ভারী অসংখ্য সপ্তাঙ্গনর নীতিমালাসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা
একজন সেকশন কমান্ডারক নিজ সেকশন পরিচালনায় সাহায্য করবে।

চতুর্থ ও শেষ অধ্যায় বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয়সমূহ এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির
বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। আশা করা যায় পুসিৎকাটি পাঠ করে একজন সেকশন কমান্ডার তার দায়িত্ব ও
কর্তব্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারবে।
পুসিৎকাটিতে ছোট খাটো ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক, যা পরবর্তীতে সংশোধনর ব্যবস্থা নেওয়া
হবে।

সংশোধিত রেকর্ড সীট

[illegible]

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

শিরোনাম	i
মুখবন্ধ	iii
সংশোধিত রেকর্ড সীট	v
সূচীপত্র	vii

অধ্যায়-১

মানচিত্র পঠন ও ভূমির ব্যবহারের কৌশল

পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা নং
১। হাতের সাহায্যে ডিগ্রী নির্ণয়	১-১
২। দিক নির্ণয়	২-১
৩। জিপিএস এর বিভিন্ন অংশ ও ব্যবহার	৩-১
৪। লক্ষ্যবস্তু দেখানো ও বর্ণনা	৪-১
৫। সঠিক দূরত্ব নির্ণয়	৫-১
৬। ছদ্মবেশ ও গোপনীয়তা	৬-১
৭। রাত্রিকালীন প্রহরীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	৭-১
৮। ফিল্ড সংকেত	৮-১
৯। পাল্লা নির্দেশিকা প্রস্তুতকরণ	৯-১
১০। ফায়ার নিয়মএণ অাদেশ	১০-১

পরিচ্ছেদ

পৃষ্ঠা নং

অধ্যায়-২
রণকৌশল

১।	টহল	১১-১
২।	গুপ্তাশ্রয় নির্বাচন	১২-১
৩।	হানা	১৩-১
৪।	ফাঁদ	১৪-১
৫।	অনুপ্রবেশ	১৫-১
৬।	ট্যাংক শিকার	১৬-১
৭।	প্রতিরক্ষা	১৭-১
৮।	অাত্রুমণ	১৮-১
৯।	অগ্রাভিযান	১৯-১
১০।	রণকৌশলগত পুনঃ মোতায়েন	২০-১
১১।	বসতি এলাকায় যুদ্ধ	২১-১
১২।	কাউন্টার ইম্পারজেন্সী যুদ্ধ	২২-১
১৩।	সেন্দ্রি চ্যালেঞ্জিং পদ্ধতি	২৩-১

পরিচ্ছেদপৃষ্ঠা নংঅধ্যায়-৩
অসএ প্রশিক্ষণ

১।	৭.৬২ মিঃমিঃ রাইফেল টাইপ-৫৬	২৪-১
২।	৭.৬২ মিঃমিঃ অ্যাসল্ট রাইফেল বিডি-০৮ (টি-৮১-১)	২৫-১
৩।	৭.৬২ মিঃমিঃ এসএমজি টাইপ-৫৬	২৬-১
৪।	৭.৬২ মিঃমিঃ এলএমজি টাইপ-৫৬	২৭-১
৫।	৭.৬২ মিঃমিঃ এলএমজি টাইপ-৮১	২৮-১*
৬।	৭.৬২ মিঃমিঃ রাইফেল গ্রেনেড লঞ্চার এম-৫৯/৬৬এ১	২৯-১*
৭।	রাইফেল জি-৩	৩০-১
৮।	৭.৬২ মিঃমিঃ এলএমজি এইচ কে ১১এ১	৩১-১
৯।	৪০মিঃমিঃ রকেট লঞ্চার টাইপ-৬৯	৩২-১
১০।	এন্টি ট্যাংক গাইডেড উইপন (এসআর) মেটিস এম-১ এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	৩৩-১
১১।	এন্টি ট্যাংক উইপন (এটি-ডব্লিউ) পিএফ-৯৮ বিএন এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	৩৪-১
১২।	৩০ মিঃমিঃ অটোমেটিক গ্রেনেড লঞ্চার এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	৩৫-১
১৩।	অারজেস হ্যান্ড গ্রেনেড-৭২ অস্ট্রিয়া/বিডি-৮৪	৩৬-১*
১৪।	স্বয়ংক্রিয় অসএ সহাপনের নীতিমালা	৩৭-১
১৫।	বিমান আক্রমণ হতে রক্ষণ	৩৮-১

পরিচ্ছেদ

পৃষ্ঠা নং

অধ্যায়-৪
প্রশাসন ও বিবিধ বিষয়সমূহ

১।	সৈনিকের যতণ এবং প্রাথমিক চিকিৎসা	৩৯-১
২।	যুদ্ধে গোলাবারতদ সরবরাহ	৪০-১
৩।	সৈনিকের ব্যক্তিগত প্রশাসন	৪১-১
৪।	পদাতিক সেকশন কমান্ডারের শামিতকালীন ও যুদ্ধকালীন দায়িত্ব ও কর্তব্য	৪২-১
৫।	অাদেশ ও নেতৃত্ব	৪৩-১
৬।	সিগন্যাল	৪৪-১
৭।	পদাতিক কোম্পানীর সংগঠন	৪৫-১

পরিচ্ছেদ

পৃষ্ঠা নং

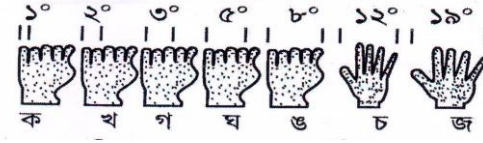
অধ্যায়-৫
ম্যাকানাইজড পদাতিক বাহিনী

১।	ম্যাকানাইজড পদাতিক বাহিনীর মিশন, সক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য	৪৬-১
২।	ম্যাক কোম্পানীর সংগঠন	৪৭-১
৩।	ম্যাক সেকশনের ত্রুু ও স্টিকদের দায়িত্ব	৪৮-১
৪।	এপিসির রণ কৌশলগত অবসহান ও চলাচল	৪৯-১
৫।	ফায়ার ও চলাচল	৫০-১

অধ্যায় - ১
মানচিত্র পঠন ও ভূমির ব্যবহারের কৌশল
পরিচ্ছেদ - ১
হাতের সাহায্যে ডিগ্রী নির্ণয়

০১০১। প্রতিটি সেনাসদস্য তাদের হাতকে ব্যবহার করে ডিগ্রী নির্ণয় করতে পারে। নিম্নে হাতের সাহায্যে ডিগ্রী নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

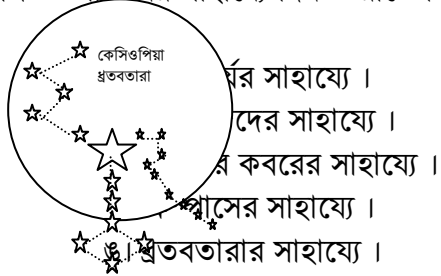
ক। কনিষ্ঠ আঙ্গুল খোলা অবস্থায়	- ১°
খ। মুষ্টিবদ্ধ হাতের শুধুমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুলি খোলা অবস্থায়	- ২°
গ। তর্জনী থেকে মধ্যমা আঙ্গুল পর্যন্ত	- ৩°
ঘ। মধ্যমা আঙ্গুল থেকে কনিষ্ঠ আঙ্গুল পর্যন্ত	- ৫°
ঙ। পাঁচ আঙ্গুল বদ্ধ অবস্থায়, তর্জনী থেকে কনিষ্ঠ আঙ্গুল পর্যন্ত	- ৮°
চ। আঙ্গুল খোলা অবস্থায়, তর্জনী থেকে কনিষ্ঠ আঙ্গুল পর্যন্ত	- ১২°
ছ। হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি খোলা অবস্থায় ও বাকি আঙ্গুল বদ্ধ অবস্থায়	- ১৪°
জ। আঙ্গুল স্বাভাবিক খোলা অবস্থায়, কনিষ্ঠ আঙ্গুল হতে বৃদ্ধাঙ্গুলি পর্যন্ত	- ১৯°



চিত্রঃ হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে ডিগ্রী মাপা

দিক নির্ণয়

০২০১। নিম্নলিখিত উপাদানের সাহায্যে দিন ও রাতে দিক নির্ণয় করা যায় ঃ



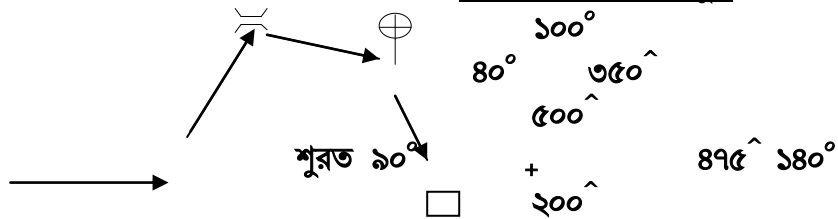
রাত্রিকালীন মার্চ (নাইট মার্চ)

০২০২। প্রসওতিমূলক কাজ ।

ক। রতট (রাসতা) নির্বাচন ।

খ। চাট প্রস্তুতকরণ ।

(১) একটি রতট চার্টের নমুনা।



(২) কনভার্সন চার্ট।

ধাপ	সহানাঙ্ক	দিক কোণ	দূরত্ব	লক্ষ্য বসও	চিহ্ন
১	৪২৫০৯১	৯০°	২০০	ঝর্ণা	+
২	৪০৯০৯৫	৪০°	৫০০	পুল	⌞
৩	৪৩২০৯৪	১০০°	৩৫০	গাছ	⊕
৪	৪৩৭০৮৮	১৪০°	৪৭৫	পুকুর	☪

(৩) মার্চিং চার্ট/ধাপ চার্ট।

৪৭৫		☪
	১৪০°	
৩৫০		⊕
	১০০°	
৫০০		⌞
	৪০°	
২০০		+
	৯০°	

০২০৩। নাইট মার্চ পরিচালনা।

ক। কম্পাস সহাপন।

খ। সদস্যদের ব্রিফিং দেয়া ও উদ্দেশ্য জানানো।

গ। নিরাপত্তা ও উপদেশাবলী।

ঘ। রতট চার্ট অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করা।

০২০৪। রাত্রিকালীন মার্চের সংগঠন।

ক। পথ প্রদর্শক।

খ। সহ পথ প্রদর্শক।

গ। হিসাব রক্ষক।

পরিচ্ছেদ - ৩

জিপিএস এর বিভিন্ন অংশের নাম ও ব্যবহার

০৩০১। **GPS এর সংজ্ঞা**। GPS হলো GLOBAL POSITION SYSTEM এটা গ্রহপুঞ্জের ন্যায় বিন্যাসত নেভিগেশন স্যাটেলাইট, যা পৃথিবীর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে। এ সমসত স্যাটেলাইট হতে প্রদানকৃত সূক্ষ্ম সময় এবং অবস্থানের তথ্য ব্যবহার করে GPS রিসিভার কোন অবস্থানের সহানাঙ্ক হিসাব করে থাকে। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করাকে GPS বলে। এটা অনবরত ২৪ ঘন্টাব্যাপী পৃথিবীর যেকোন সহানের যেকোন বসতুর ত্রিমাত্রিক তথ্য প্রদান করতে সক্ষম।


০৩০২। **GPS পরিচিতি**। GPS মেগিলান-৩১৫ তাইওয়ানের তৈরি। এতে বিভিন্ন অপারেশনাল বোতাম রয়েছে। বোতামগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক। কোয়াড্রিফিলার এ্যান্টেনা (Quadrifilar Antena)।

এটি পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান স্যাটেলাইট হতে তথ্য সংগ্রহ করতে সাহায্য করে।

খ। কুইট কি (Quit Key)। সর্বশেষ কি (Quit Key) চাপ দেয়ার ফলে যে কার্যক্রম হয়েছিল তা বাতিল।

গ। ন্যাভ কি NAV Key। নেভিগেশন স্ক্রীনে প্রবেশে সাহায্য করে।


ঘ। মার্ক কি (Mark Key)। ভূমিচিহ্ন  তরীতে এবং বর্তমান সহানকে জিপিএস এবং মেমোরিতে সেভ করতে সাহায্য করে।

ঙ। লাইট কি (Light Key)। আলো জ্বালাতে এবং নিভাতে সাহায্য করে।

চ। এ্যারো (Arrow)। তথ্য সংরক্ষণে সহায়তা করে এবং মেনু এর বিভিন্ন এলাকায় যেতে সাহায্য করে।

ছ। পাওয়ার কি (Power Key)। জিপিএস রিসিভারকে অন এবং অফ করতে সাহায্য করে।

জ। এন্টার কি (Enter Key)। মেনু নির্বাচন কিংবা বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণকে নিশ্চিত করে।

ঝ। গো টু কি (Go To Key)। জিপিএস এর মেমোরিতে রক্ষিত কোন ভূমিচিহ্নের সাথে একটি সরাসরি রাসতা তরী করতে সাহায্য করে।

ঞ। মেনু (Menu)। ভূমিচিহ্ন সেটআপ ফাংশন কিংবা রতটে যেতে সাহায্য করে।

০৩০৩। জিপিএস এর ব্যবহার।

ক। যে কোন অবসহানের সহানাঙ্ক নির্ণয় করা।

খ। যে কোন সহান রেকী করার সময় ঐ সহান মার্ক করা ও পুনরায় শুধুমাত্র জিপিএস এর সাহায্যে ঐ সহানে গমন।

গ। যে কোন অবসহানের সহানাঙ্ক জানা থাকলে, ম্যাপের সাহায্য ছাড়াই ঐ সহানে গমন।

ঘ। কয়েকটি Land Mark (LM) দিয়ে একটি রতচমার্চ চার্ট তৈরি করা।

ঙ। গমন পথের Track Log তৈরি করা।

০৩০৪। **GPS সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাবলী**

ক। নিম্নলিখিত তিনটি কারণে GPS Initialize করতে হয়।

(১) প্রাথমিকভাবে GPS সেট কেনার পর।

(২) GPS থেকে পূর্বের সব ডাটা মুছে গেলে।

(৩) ৩০০ মাইলের বেশি রাসতা বন্ধ অবস্থায় রেখে অতিক্রম করলে।

খ। GPS এর মাধ্যমে পিন পয়েন্ট অবস্থান নির্ণয় করা যায়। তবে সিকিউরিটির জন্য ১৫০ মিটার Vertical ও ১০০ মিটার Horizontal এর মধ্যে অবজেক্ট থাকে।

গ। GPS এর সাহায্যে ভূমি থেকে ০১ (এক) মিটার উপরের তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

ঘ। গাড়ির সাথে পাওয়ার Cable এর সাহায্যে GPS ব্যবহার করা যায়।

ঙ। GPS রিসিভারের সাহায্যে জল ও সহলের যেকোন সহানের ১০ রাশির সহানাঙ্ক পাওয়া যায়।

০৩০৫। **GPS ON/OFF করার নিয়ম।**

GPS এর POWER বোতাম টিপে ENTER টিপলে ৫ সেকেন্ডের মধ্যে ON হবে এবং স্যাটেলাইট এর মাধ্যমে POSN স্ক্রীন আসবে।

০৩০৬। **GPS এর ব্যবহার প্রণালী।**

ক। **প্রাথমিক INITIALIZATION**

POWER (3SEC)→ENTER→ INITIALIZE →MENU →SETUP →ENTER
→SELECT→ REGION →ENTER →SELECT COUNTRY →ENTER.
ELEVATION SELECT →ENTER →SELECT TIME →SELECT DATE
→SELECT LAND →ENTER. এখানে Status screen আসবে।

খ। **NAV SCREEN-এ ডাটা পরিবর্তন করার নিয়ম।**

FROM NAV-2 SCREEN →MENU →SELECT CUSTOMIZE →ENTER
→CHOICE FD →ENTER →CUSTOMIZE SCREEN →CHOICE FD
→ENTER →QUIT

গ। **LMK লেখার নিয়ম।**

POSITION SCREEN →MENU →SELECT LMK →ENTER →USER
→ENTER → SELECT ANY LMK →ENTER →MENU →SELECT
EDIT LMK →ENTER →ENTER →এখানে জায়গার নাম লিখতে হবে যেমন
(TS001) →ENTER →SELECT ICON →ENTER →এখানে জিঅার লিখতে
হবে→ENTER →ENTER →ENTER →ENTER →QUIT

ঘ। ভূমির চিহ্নে যাওয়ার নিয়ম ।

FROM POSN SCREEN →GO TO →USER →ENTER →SELECT LMK
→ENTER →POSN SCREEN → (এখানে NAV প্রেস করলে LMK দেখা যায়)

ঙ। ALARM/MSG বসানোর নিয়ম ।

POSN SCREEN →MENU →ALARM/MSG →ENTER →ARRIVAL
ENTER →30M →ENTER →QUIT

চ। LMK মুছার নিয়ম ।

POSN SCREEN →MENU →SELECT LMK →ENTER →USER
→ENTER □ SELECT ANY LMK →ENTER →MENU →SELECT
DELETE LMK →ENTER □ SELECT YES →ENTER →QUIT

ছ। MULTI LEG ROUTE/ বিভিন্ন বাউন্ড সম্বলিত রাস্তা দিয়ে গমতব্য নির্ধারণ করার নিয়ম

I

FROM ROUTE SCREEN →MENU →SELECT ROUTES →ENTER
→SELECT ROUTE MENU →SELECT LMK SCREEN →ENTER
→SELECT BOUND LMKS →ENTER →SAVE ROUTE →ENTER
→QUIT

০৩০৭। **GR SAVE করা LMK হিসেবে (MAGELLAN GPS 315)**

ক। **POSITION SCREEN- এ থাকা অবস্থায়।**

১/ MENU প্রেস করতে হবে।

২/ LMK SELECT করতে হবে।

৩/ ENTER ক্লিক করতে হবে।

৪/ USER- এ কালো দাগ থাকা অবস্থায় ENTER প্রেস করতে হবে।

৫/ যেকোন LMK SELECT করতে হবে।

৬/ MENU-তে প্রেস করতে হবে।

(৭/ EDIT LMK SELECT করে ENTER প্রেস করতে হবে।

৮/ ENTER প্রেস করতে হবে LMK এর নাম দিতে। যেমন (TS-001)।

৯/ প্রেস করে চিহ্ন নির্বাচন করে আবার ENTER প্রেস করতে হবে।

১০/ ENTER দিয়ে ইস্টিং GR নির্বাচন (029-99-600E) আবার ENTER চাপ দিতে হবে।

/১১/NORTH (008-16-200N) অবার ENTER প্রেস করতে হবে।

/১২/ENTER প্রেস।

/১৩/ENTER প্রেস।

/১৪/ENTER প্রেস।

/১৫/ENTER প্রেস।

/১৬/ENTER প্রেস (GR-টি -TS-001 নামে LMK হিসেবে SELECT হল।)

খ। **MARK** বোতাম এর সাহায্যে। কোন সহানের GR Save করতে হলে ঐ সহানে উপস্থিত হয়ে একবার Mark বোতাম চাপ দিয়ে LMK মনে রেখে পুনরায় Mark বোতামে চাপ দিলেই ঐ সহানের GR (LMK) হিসাবে GPS এ Save হবে।

০৩০৮। রতট তৈরি প্রণালী।

ক। **POSITION SCREEN-এ থাকা অবস্থায়।**

(১) MENU-তে প্রেস।

(২) ROUTE SELECT করে ENTER প্রেস।

(৩) EMPTY SELECT করে ENTER প্রেস।

(৪) MENU-তে প্রেস।

- (৫) INSERT SELECT করে ENTER প্রেস।
- (৬) USER প্রেস।
- (৭) ENTER প্রেস।
- (৮) LMK SELECT।
- (৯) TS-001 নির্বাচন করে।
- (১০) ENTER প্রেস।
- (১১) MENU প্রেস।
- (১২) INSERT-এ যেয়ে ENTER প্রেস।
- (১৩) TS-002 SELECT করা এবং ENTER প্রেস করা।
- (১৪) একই নিয়মে TS-003 এবং TS-004 SELECT করতে হবে।
- ৯৫/ SAVE ROUTE নির্বাচন করে ENTER প্রেস।
- (১৬) MENU থেকে PLOT VIEW নির্বাচন করে ENTER প্রেস।

০৩০৯। বর্তমান অবস্থান থেকে TS-002-তে যাওয়ার জন্য রাসতা তৈরি

ক। POSITION SCREEN- এ থাকা অবস্থায়।

- (১) GO TO-তে ক্লিক করে।
- (২) USER নির্বাচন করে ENTER প্রেস।
- (৩) TS-002 নির্বাচন করে ENTER প্রেস।
- (৪) NAV প্রেস করে /এভাবে ০৫ বার/। প্রতিবার একটি করে SCREEN আসবে।

০৩১০। অদূর ভবিষ্যতে যে কোন যুদ্ধক্ষেত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হবে দ্রুত চলাচল ও সহান পরিবর্তন ক্ষমতা, অপ্রচলিত যুদ্ধ, ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ যুদ্ধক্ষেত্রের এইসব চাহিদার সাথে তাল মিলানোর জন্য প্রয়োজন নিখুঁত দিক নির্ণয়, দ্রুত লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ। এই সকল প্রয়োজনের কথা চিন্তা করেই উন্নত দেশগুলো তাদের পদাতিক, সাঁজোয়া, বিমান বহর, এমন কি মিজাইল ব্যবহারের সাথেও জিপিএস এর সমন্বয় সাধন করছে। এর ফলশ্রুতিতে তারা তাদের প্রতিটি অপারেশন নিখুঁতভাবে, স্বল্প সময়ে এবং নিজস্ব বাহিনীর স্বল্প ক্ষতির বদে^২লতে সম্পন্ন করতে পারছে।

পরিচ্ছেদ - ৪

লক্ষ্যবসও দেখানো ও বর্ণনা

০৪০১। দায়িত্বপূর্ণ এলাকা নির্দিষ্ট করা। সেকশন সামনে দেখ ৪০০--গ্রামের মাঝে জোড়া সুপারী গাছ--নিজ অবসহান শেষ সুপারী গাছ লাইন--দূর পর্যন্ত--সেকশনের সাধারণ দিক। সাধারণ দিক--সম্পূর্ণ বামে ৭৫, এক খেজুর গাছ--সেকশনের বামের ~~সনিক--খেজুর গাছ লাইন----দূর পর্যন্ত সেকশনের বাম হাত। সাধারণ দিক সম্পূর্ণ ডানে--১২৫ জোড়া তাল গাছ--সেকশনের ডানের ~~সনিক, জোড়া তাল গাছ লাইন দূর পর্যন্ত--সেকশনের ডান হাত। সম্পূর্ণ বামে খেজুর গাছ লাইন, দূর পর্যন্ত থেকে--সম্পূর্ণ ডানে তাল গাছ লাইন দূর পর্যন্ত সম্মুখ এলাকা--সেকশনের দায়িত্বপূর্ণ এলাকা।

ক। খন্ড ভূমি বন্টন।

সাধারণ দিক থেকে বামে ০৪

(১) সাধারণ দিক--চার এর এক (১/৪) বামে--২০০ তাল গাছের সারি--বামের তাল গাছ--দূর পর্যন্ত।

(২) সাধারণ দিক--আধা (১/২) বামে ৪০০ পাইলন-- দূর পর্যন্ত।

(৩) সাধারণ দিক চার এর তিন (৩/৪) বামে ২০০--কড়ই গাছ দূর পর্যন্ত।

(৪) সাধারণ দিক সম্পূর্ণ বামে--খেজুর গাছ।

সাধারণ দিক থেকে ডানে ০৪

- (৫) সাধারণ দিক চার এর এক (১/৪) ডানে--৩৫০ রাসতার উপর কালভার্ট, দূর পর্যমত ।
- (৬) সাধারণ দিক আধা (১/২) ডানে--২০০ মাঠের মাঝে একলা খেজুর গাছ, দূর পর্যমত ।
- (৭) সাধারণ দিক চার এর তিন (৩/৪) ডানে --৮০০ বাঁশ বাগানের মাঝে ছাতা আকৃতির গাছ, দূর পর্যমত ।
- (৮) সাধারণ দিক সম্পূর্ণ ডানে জোড়া তালগাছ ।

খ। সাহায্যকারী চিহ্ন ।

- (১) সাধারণ দিক, চার এর এক (১/৪) বামে ৩০০, রাসতার পশ্চিম পার্শ্বে একচালা টিনের ঘর। ঘরের বাম কিনারা সেকশনের ১ নং সাহায্যকারী চিহ্ন, নাম--ঘর, দূরত্ব ৩০০ ।
- (২) সাধারণ দিক চার এর এক (১/৪) ডানে ২০০, বাঁশ বাগানের বাম কিনারায় একলা তাল গাছ--সেকশনের ২ নং সাহায্যকারী চিহ্ন, নাম তাল, দূরত্ব ২০০ ।
- (৩) সাধারণ দিক চার এর তিন (৩/৪) ডানে ২০০ মাঠের মাঝে একলা খেজুর গাছ--সেকশনের ৩ নং সাহায্যকারী চিহ্ন, নাম খেজুর, দূরত্ব ২০০।

০৪০২। লক্ষ্যবসও দেখানোর পদ্ধতি।

ক। সহজ পদ্ধতি। যে পদ্ধতিতে লক্ষ্যবসওকে সাহায্যকারী চিহ্ন অথবা কোন বসও বা পদ্ধতির সাহায্য ব্যতীত সহজেই দেখানো ও বর্ণনা করা যায় তাকে লক্ষ্যবসও দেখানোর সহজ পদ্ধতি বলে। যেমন ঃ ১নং সেকশন ৩০০...আধা বামে, জোড়া তাল গাছ ...তাল গাছের নীচে শত্রুতর এল এম জি পোস্ট।

(১) সেকশন অধিনায়ক এই পদ্ধতি ব্যবহার করে দূরত্ব ও দিক বর্ণনার সময় সাধারণতঃ নিম্নলিখিত শব্দাবলী ব্যবহার করে ঃ

- (ক) "দায়িত্বপূর্ণ এলাকা"। এখানে লক্ষ্যবসও কি আছে ?
 (খ) "বামে অথবা ডানে"। অর্থাৎ লক্ষ্যবসও কাল্পনিক রেখার ৯০ ডিগ্রী বামে না ডানে।
 (গ) "কিছুটা"। চার ভাগের এক ভাগ, আধা, চার ভাগের তিনভাগ, এবং বাম অথবা ডান, যদি লক্ষ্যবসও কাল্পনিক রেখার বামে অথবা ডানে থাকে।

(২) উদাহরণ ঃ ৩০০ - আধা ডানে--একলা ঘর--ঘরের বাম কোণায় শত্রুতর এক সগাইপার।

খ। জটিল পদ্ধতি। যে পদ্ধতিতে লক্ষ্যবসওকে সহজে দেখানো যায় না এবং দেখানোর জন্য কয়েকটি পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয় তাকে জটিল পদ্ধতি বলে। পদ্ধতিগুলো হল ঃ

- (১) সাহায্যকারী চিহ্ন।
 (২) ঘড়ির সাহায্যে।
 (৩) ডিগ্রী (হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে)।
 (৪) ট্রেসার ফায়ারের সাহায্যে।
 (৫) পয়েন্টার ষ্টাফের সাহায্যে।

পরিচ্ছেদ - ৫

সঠিক দূরত্ব নির্ণয়

০৫০১। সঠিক দূরত্ব নির্ণয়ের সুবিধার জন্য দায়িত্বপূর্ণ এলাকাকে মোট তিন অংশে ভাগ করা হয়।

ক। নিকটের ভূমি (ক্লোজ গ্রাউন্ড) - আনুমানিক ৩০০ গজ পর্যন্ত।

খ। মধ্যস্থানের ভূমি (মিডল গ্রাউন্ড)- ৩০০ হতে ৫০০ গজ পর্যন্ত।

গ। দূরের ভূমি (ফার গ্রাউন্ড) - ৫০০ হতে ১০০০ গজ পর্যন্ত।

০৫০২। সঠিক দূরত্ব নির্ণয় করার চারটি পদ্ধতি আছে।

ক। একক মাত্রা পদ্ধতি।

খ। আকৃতি পদ্ধতি।

গ। ফ্রন্ট সাইট টিপ পদ্ধতি।

ঘ। দৃষ্টি পরিবর্তনের মাধ্যমে (বৃদ্ধাঙ্গুলি পদ্ধতি)।

ঙ। সাউন্ড (শব্দ) মেথড।

০৫০৩। দূরত্ব নির্ণয় করার সাহায্যকারী (এইড) সমূহ ০ঃ

ক। হাভিং (দুই ভাগ করা)।

খ। সীমাবদ্ধ করা (ব্রাকেটিং)।

গ। কী রেঞ্জ।

ঘ। ইউনিট এভারেজ।

০৫০৪। দূরত্ব নির্ণয়ের সময় নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি বাধা সৃষ্টি করে।

ক। ভূমির গঠন।

খ। আবহাওয়া পরিস্থিতি।

গ। আলো অথবা অন্ধকারের তারতম্য।

০৫০৫। সঠিক দূরত্ব নির্ণয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রভাব।

ক। নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতে আসল দূরত্ব কম মনে হয় (বসও কাছে মনে হয়)ঃ

(১) আলো যখন উজ্জ্বল অথবা আলো যখন পিছন হতে বসওর উপর পড়ে।

(২) যখন পর্যবেক্ষক ও বসওর মধ্যবর্তী সহানে ডেড গ্রাউন্ড অবস্থিত।

(৩) বসও যখন আশে পাশের বসওর তুলনায় বড়।

(৪) যখন পর্যবেক্ষক নীচে ও লক্ষ্যবসও উপরে থাকে।

খ। নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতে আসল দূরত্ব বেশী মনে হয় (বসও দূরে মনে হয়)ঃ

(১) যখন আলো কম অথবা সূর্যের আলো যখন পর্যবেক্ষক এর চোখের উপর পড়ে।

(২) বসও যখন আশে পাশের বসওর চেয়ে আকারে ছোট হয়।

(৩) যখন উপত্যকার মধ্য দিয়ে বসওকে দেখা হয়।

(৪) যখন পাহাড় অথবা কোন উঁচু এলাকা হতে নীচের দিকে দেখা হয়।

(৫) যখন পর্যবেক্ষক কোন রাসতা, গলি অথবা দুদিকের বনের মাঝখান দিয়ে দেখে।

(৬) পর্যবেক্ষক যখন শোয়া অবস্থায় (লাইং পজিশনে) থাকে।

পরিচ্ছেদ - ৬
ছদ্মবেশ ও গোপনীয়তা

০৬০১। বসও কেন দেখা যায়।

ক। আকৃতি - (Shape)।

খ। উজ্জ্বলতা - (Shine)।

গ। ছায়া - (Shadow)।

ঘ। পৃষ্ঠদেশ - (Shiloute)।

ঙ। পশ্চাদভূমি - (Background)।

চ। সাজানো দূরত্ব (একই দূরত্ব) - (Space)।

ছ। চলাচল - (Movement)।

০৬০২। ছদ্মবেশের নীতি।

ক। আকৃতিকে পরিবর্তন করা।

খ। উজ্জ্বলতা ধ্বংস করা।

০৬০৩। গোপনীয়তার নীতি।

ক। প্রাকৃতিক আড়ের ব্যবহার করা।

খ। ছায়ার প্রকৃত ব্যবহার করা।

গ। কোন প্রসিদ্ধ বসুর কাছে আড় না নেয়া।

ঘ। সোজা লাইনে অবসহান না নেয়া। যদি হয়ে পড়ে, অতি তাড়াতাড়ি ভেংগে দেয়া।

ঙ। আড়ের উপর দিয়ে না যাওয়া বরং পার্শ্ব ব্যবহার করা।

চ। পানির নিকট আড় না নেয়া।

ছ। পশ্চাদভূমির সাথে মিল রাখা।

জ। বিনা প্রয়োজনে সহান পরিবর্তন না করা।

পরিচ্ছেদ - ৭
রাত্রিকালীন প্রহরীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

০৭০১। প্রহরীর কর্তব্য পালনে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়সমূহঃ

ক। গুরুত্ব । যেহেতু একজন প্রহরীর উপর নির্ভর করে বাকি সকলের জীবন ও সম্পদ, সেহেতু একজন প্রহরী হিসাবে তার সেই সময়টুকু সকল কিছু ভুলে তার কর্তব্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া উচিত ।

খ। প্রশিক্ষণ । শামিতকালীন সময়ে একজন প্রহরী তার কর্তব্য সম্বন্ধে এমনভাবে প্রশিক্ষিত হবে যেন সে সময়মত তা কাজে লাগাতে পারে ।

গ। জোড়া । যেকোন অবসহাতেই হোক না কেন একই পোষ্টে এক সংগে রাত্রে অবশ্যই দুইজন প্রহরী নিযুক্ত হবে । আর এই দুইজন প্রহরীর মধ্যে একজন হবে নতুন এবং আর একজন হবে পুরাতন ।

ঘ। সময় । একজন প্রহরী অবশ্যই জানবে যে তার ডিউটি কখন শুরত হবে এবং তাকে কত সময় ধরে ডিউটি করতে হবে । তবে মনে রাখা উচিত, একজন যেন একাধারে দুই ঘন্টার বেশী ডিউটি না করে।

ঙ। সংগীন । একজন প্রহরী তার অসেএ সংগীন লাগিয়ে ডিউটিতে দাঁড়াবে। কারণ অনেক সময় শত্রুত হঠাৎ করে এত নিকটবর্তী হয়ে পড়তে পারে যে, তখন গুলি করার চাইতে সংগীনই বেশী কাজ দিতে পারে । তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সেই সংগীন যেন নিজের ক্ষতি না করে।

চ। অবসহান । প্রহরী এমন সহানে অবসহান করবে যেন সেখান থেকে সামনের সম্পূর্ণ দায়িত্বপূর্ণ এলাকা দেখতে পারে এবং শত্রুত যেন দূর থেকে ফায়ার করে প্রহরীর কোন ক্ষতি না করতে পারে ।

ছ। অসএ । ডিউটিতে দাঁড়ানোর পূর্বে নিজের অসএ ভালভাবে পরীক্ষা করে নেয়া উচিত যেন প্রয়োজনের সময় সেই অসএ প্রতিবন্ধকতা না দেখা দেয় । তাছাড়া প্রহরী যে অসএ নিয়ে ডিউটিতে দাঁড়াবে সেই অসএর সুষ্ঠু পরিচালনা সম্বন্ধে তার অবশ্যই জানা দরকার ।


জ। যোগাযোগ । প্রহরী এবং গার্ড কমান্ডার এর মধ্যে যোগাযোগ থাকা দরকার যেন প্রয়োজনে গার্ড কমান্ডারকে জাগাতে পারে । লাইন বেডিং এর মাধ্যমে প্রহরী এবং গার্ড কমান্ডারের মাঝে যোগাযোগ রক্ষা করা যেতে পারে ।

০৭০২। একজন প্রহরী হিসেবে যা জানা দরকার তা ইংরেজী কী ওয়ার্ড TEGOLAPPS এর মধ্যে বিদ্যমানঃ

ক। T - টাইম (সময়) । ডিউটি এর সময় সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

খ। E - এনিমি (শত্রুত) । শত্রুত কোন দিক আছে কোন দিক দিয়ে আসতে পারে, ইত্যাদি ।

গ। G - গ্রাউন্ড (ভূমি) । ভূমির সম্বন্ধে জানা দরকার যার উপর তাকে সদা দৃষ্টি রাখতে হবে ।

ঘ। O - ওউন (নিজ) । নিজেদের  সন্য সম্বন্ধে জানা দরকার যারা তার ডানে অথবা বামে আছে ।

- ঙ। L - ল্যান্ড মার্কস (ভূমিচিহ্ন) । দায়িত্বপূর্ণ এলাকার ভূমিচিহ্ন দিনের বেলায় জেনে রাখা দরকার যেন অন্ধকারে ধোঁকায় না পড়তে হয়।
- চ। A - অ্যাকশন (কাজ) । যদি কেউ আসে তবে কি কাজ করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে তা জানা দরকার ।
- ছ। P - পেট্রোল (টহল) । বাহিরে কোন টহল গিয়েছে কি না, কি ধরনের, কোন সময়, কোন পথে আসতে পারে ইত্যাদি ।
- জ। P - পাসওয়ার্ড (ছাড়শব্দ) । সেই দিনের পাসওয়ার্ড কি? এবং তার প্রয়োগ সম্বন্ধে জানা দরকার ।
- ঝ। S - সিগন্যাল (সংকেত) । প্রহরীকে আনুমন, বিমান আনুমন, গ্যাস আনুমন এবং প্রতিরক্ষামূলক ফায়ার সংকেত কি তা জানতে হবে।

পরিচ্ছেদ - ৮

ফিল্ড সংকেত

০৮০১। হস্ত সংকেত । সাধারণত ব্যবহার্য প্রচলিত সংকেতগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো ৷

ক। মোতায়েন কর । হাত দুটি মাথার উপর বাড়িয়ে দেহের পাশ দিয়ে মাথা হতে কোমর পর্যন্ত ধীরে ধীরে নামাতে উঠাতে হবে এবং তখন হাত খোলা থাকবে । যদি কোন এক পাশে মোতায়েন করার ইচ্ছা থাকে তবে সেকশন অধিনায়ক সংকেত দেবার পর সেদিকে নির্দেশ দিবে ।

খ। এগিয়ে যাও অথবা আমাকে অনুসরণ কর । কাঁধের নীচে, হাত পেছন থেকে সামনের দিকে দোলাতে হবে ।

গ। থাম । সোজা উপরে হাত খাড়া করে হাতের তালু সামনের দিকে খোলা রাখতে হবে ।

ঘ। পেছনে যাও অথবা ডল্টা ঘোর । হাত মাথার উপরে চতুর্ভুজাকারে ঘুরাতে হবে ।

ঙ। একত্রিত হও অথবা আমার কাছে এস । আঙ্গুলের অগ্রবিন্দু এক সাথে মাথার উপরে রাখতে হবে এবং হাতের কনুই ডানে অথবা বামে সমকোণ অবস্থায় থাকবে । কোন এক পাশে জমায়েত হতে হলে অধিনায়ক হাত নীচে নামাবার আগে সেদিকে ইঙ্গিত দিয়ে দেখাতে হবে।

চ। তাড়াতাড়ি পরিবর্তন । হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে কনুই বাঁকা করে মুণ্ড দেহের কাছাকাছি আনতে হবে ।


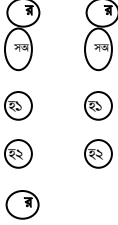
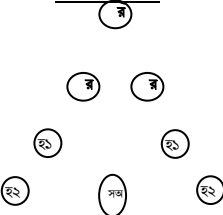
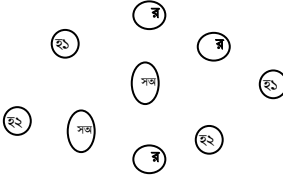
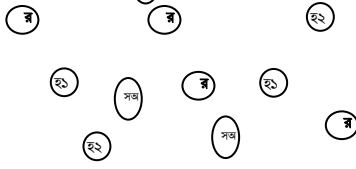
ছ। দিক পরিবর্তন । (ডানে অথবা বামে) বাহ প্রথমে কাঁধ বরাবর প্রসারিত করে ঐ অবসহায় একবার চতুর্দিকে ঘুরাতে হবে এবং পরে যদিও যেতে হবে সেদিকে দেখাতে হবে ।

জ। ডানে অথবা বায়ে বাঁক অথবা উল্টা ঘোর । যদিও বাঁক দিতে হবে সেদিকে দেহ অথবা কাঁধ ঘুরিয়ে হাত কাঁধ বরাবর তুলে ঐ নির্দিষ্ট দিকে ইঙ্গিত করতে হবে ।

ঝ। ডানে অথবা বায়ে ভূপাতিত হও । মুভট বন্ধ করে হাত কাঁধের কাছে আনতে হবে এবং ঝটকার সাথে বাহ বাড়িয়ে ঐ নির্দিষ্ট দিকে ইঙ্গিত করতে হবে এবং তা দু'তিনবার পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

ঞ। শেষ আদেশ পালিত হয়েছে । অভিবাদন করে বাহ সোজা উপরে প্রসারিত করতে হবে এবং তখন হাত খোলা এবং আজুল এক সাথে থাকবে ।

বিভিন্ন ফরমেশনের চিত্র

<p><u>এক সারি</u></p> 	<p><u>সারি</u></p> 
<p><u>তীরাকৃতি</u></p> 	<p><u>হীরক</u></p> 
<p><u>সম্প্রসারিত</u></p> 	

পরিচ্ছেদ - ৯
পাল্লা নির্দেশিকা প্রসত্তকরণ

০৯০১। **প্রসত্তকালীন বিবেচনার বিষয়সমূহ** ।

ক। পরিকল্পনর করে লিখতে হবে ।

খ। ০২ কপি ~~তরী করতে হবে ।

গ। লেখা বড় অক্ষরের হতে হবে ।

ঘ। বিকল্প অবসহানের পাল্লা নির্দেশিকা প্রসত্ত করতে হবে ।

ঙ। সাংকেতিক চিহ্নগুলি সঠিক হতে হবে।

চ। অসামঞ্জস্যপূর্ণ রং ব্যবহার করা যাবে না।

ছ। দীর্ঘসহায়ী করার জন্য নীচে বোর্ড এবং উপরে ট্যাক্স পেপার দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত ।

০৯০২। **লক্ষণীয় বিষয়** ।

ক। পাল্লা নির্দেশিকায় অংকিত ভূমিচিহ্নের উভয়পাশে লিখতে হবে।

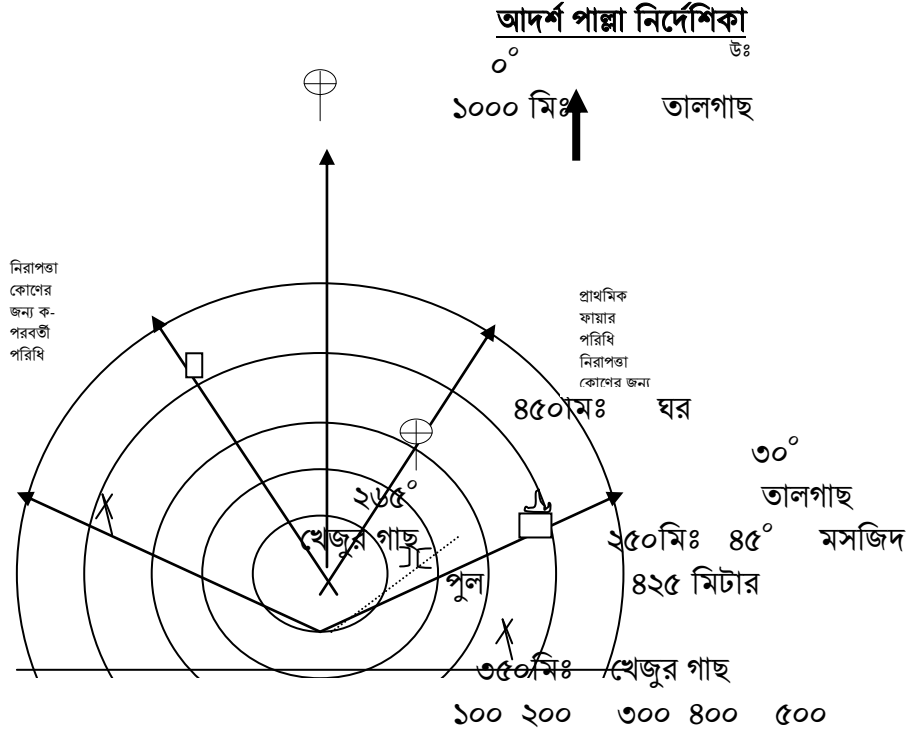
খ। কোণের পরিমাণ দুই রেখার সহিত সংযোগকারী বৃত্তাকার রেখার সাথে লিখতে হবে।

গ। সাহায্যকারী চিহ্নগুলি এমন দূরত্বে নির্দিষ্ট করতে হবে যেন তাদের সাহায্যে ঐ এলাকায় প্রদত্ত কাজ সহজে করা যায় ।

ঘ। সাহায্যকারী চিহ্নগুলি নির্দেশ রেখার কিছু ডানে এবং বামে নির্ধারণ করা উচিত ।

ঙ। যে সমসত্ত বসও বা সহান অর্ধবৃত্তের উপর অবসিহত তাদের দূরত্ব পুনরায় লেখার প্রয়োজন নেই ।

তবে অর্ধবৃত্ত যে সমসত্ত সহান নির্ধারিত হয়নি এর দূরত্ব অবশ্যই লিখতে হবে ।



পর্যবেক্ষকের অবস্থান	°	নং	°
দূরত্ব	°	পদবী	°
তারিখ ও সময়	°	নাম	°
আবহাওয়া	°	ইউনিট	°

পরিচ্ছেদ - ১০
ফায়ার নিয়মএণ আদেশ

১০০১। ফায়ার নিয়মএণ আদেশ দেয়ার পূর্বে কতগুলি বিশেষ দিক সব সময় মনে রাখতে হবে এবং একজন ফায়ার ইউনিট অধিনায়ককে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলি চিন্তা করে দেখতে হবেঃ

ক। লক্ষ্যবস্তু কি রকম দেখা যায়, এর দূরত্ব কত এবং এখনই ফায়ার দিলে উহা লক্ষ্যবস্তুতে কতটুকু কার্যকরী হবে তা বিচার করে ফায়ার আদেশ দেয়া এবং প্রয়োজন হলে লক্ষ্যবস্তুকে আরো সম্মুখে আসার জন্য অপেক্ষা করা এবং লক্ষ্যবস্তু উপর আকর্ষণকতা অর্জন করা ।

খ। কোন অসএ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যবস্তু জন্ম সবচেয়ে বেশী কার্যকরী হবে তা বিবেচনা করা । যদিও এল এম জি সেকশনের প্রধান অসএ, তবুও যদি রাইফেলম্যান সেই লক্ষ্যবস্তুকে কার্যকর ভাবে ব্যসত করতে পারে তবে রাইফেলম্যানই ব্যসত করবে ।

গ। ফায়ার কি সিংগেল সট না বাস্ট হবে অথবা সেটা কি দ্রুত না স্বাভাবিক হারে হবে তা বিবেচনা করা ।

১০০২। **পদ্ধতি** । ফায়ার নিয়মএণ আদেশ দেয়ার পদ্ধতিকে ইংরেজী **ক্ল্যাপ (CLAP)** শব্দ দ্বারা ব্য্ত্ব করা হয়েছে । নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো ঃ

ক। **C - (ক্রিয়ার)** অর্থাৎ পরিকল্পনা । আদেশ পরিকল্পনাভাবে দিতে হবে ।

খ। **L - (লোডলি)** অর্থাৎ উচ্চস্বরে । যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাগুলির মধ্যেও যেন সেকশনের সবাই আদেশ শুনতে পারে ।

গ। **A - (এ্যাজ এ্যান অর্ডার)** অর্থাৎ দৃঢ় ভাবে । আদেশ যেন আদেশের মত হয় ।

ঘ। **P-(গজ)** অর্থাৎ থেমে থেমে । ফায়ার ইউনিট অধিনায়কের আদেশ যারা গ্রহণ করবে তারা যেন কাজ করার সময় পায় । উদাহরণস্বরূপ টার্গেট এর দূরত্ব বলার পর ফায়ারার যেন সাইট এ রেঞ্জ লাগাতে পারে ।

১০০৩। **পর্যায়ব্রুম** । ফায়ার নিয়মএণ আদেশে বিভ্রামিত এড়ানোর জন্য একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি বেছে নেয়া হয়েছে । ইংরেজী গ্রিট (**GRIT**) শব্দটি হল এর চাবিকাঠি । এর প্রত্যেকটি পদ একটি করে শব্দ প্রকাশ করে যা নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

ক। **G- (গ্রতপ)** অর্থাৎ দল । একটি সেকশন এর এলএমজি গ্রতপ অথবা রাইফেল গ্রতপ অথবা কে বা কারা ফায়ার করবে সেটা আদেশের সময় নির্দেশ করে দিতে হবে ।

খ। **R- (রেঞ্জ)** অর্থাৎ ফায়ারার হতে লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব উল্লেখ করতে হবে । যার দ্বারা দূরত্বের উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে ।

গ। **I- (ইন্ডিকেশন অব টার্গেট)** অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তুকে দেখানো । লক্ষ্যবস্তু বর্ণনা, লক্ষ্যবস্তু কি ধরনের এটা কি শত্রুর এল এম জি গ্রতপ? টহল দল ? নাকি এম জি গ্রতপ ? ইত্যাদি ।

ঘ। **T-(টাইপ অব ফায়ার)** অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তু উপর কি ধরনের ফায়ার দেয়া হবে । এক গুলি, বাষ্ট, দ্রুত অথবা স্বাভাবিক ।

১০০৪। **ফায়ার নিয়মএণ আদেশের প্রকার** । ফায়ার নিয়মএণ আদেশ সাধারণত চার প্রকার যথা ঃ

ক। সম্পূর্ণ ফায়ার নিয়মএণ আদেশ ।

খ। অপেক্ষমান ফায়ার নিয়মএণ আদেশ ।

গ। ব্যক্তিগত ফায়ার নিয়মএণ আদেশ ।

ঘ। সংক্ষিপ্ত ফায়ার নিয়মএণ আদেশ ।

অধ্যায়-২
পরিচ্ছেদ - ১১
টহল

১১০১। টহলের উদ্দেশ্য ।

- ক। শত্রু সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করা ।
- খ। শত্রুতর সাথে যোগাযোগ (Contact) বজায় রাখা ।
- গ। শত্রুতরকে হয়রানি অথবা বিচ্ছিন্ন করা ।
- ঘ। ফরমেশন বা ইউনিটের ম্যাপ হালনাগাদকরণ এবং নো ম্যানস্ ল্যান্ডে আধিপত্য বিস্তার করা ।

১১০২। টহলের প্রকার ।

- ক। পর্যবেক্ষণ টহল ।
- খ। জঙ্গি টহল ।
- গ। অন্যান্য টহলগুলো নিম্নরূপঃ
 - (১) নিরাপত্তা বা স্কট টহল ।
 - (২) দন্ডায়মান টহল ।

১১০৩। টহল দলের কাজ । টহলের আকার সংগঠন, অসএ এবং সরঞ্জামাদি অবশ্যই টহলের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত হবে । নিম্নে বিভিন্ন টহলের কতগুলো কাজ এর উদাহরণ দেয়া হলোঃ

- ক। ফরমেশন অথবা ইউনিটের পরিচিতি সংগ্রহ ।
- খ। শত্রুতর সরঞ্জামাদির সংবাদ ।
- গ। শত্রুতর সম্মুখ রণ এলাকার সংবাদ ।
- ঘ। শত্রুতর ভারী এবং স্বয়ংক্রিয় অসএর অবস্থান ।
- ঙ। শত্রুতর দখলকৃত বেওয়ারিশ এলাকার সংবাদ ।
- চ। প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতার সংবাদসমূহ ।

- ছ। শত্রুতর টহল সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ ।
জ। শত্রুতকে হয়রানি করা, শত্রুতর সরঞ্জামাদি ধ্বংস করা ও যুদ্ধবন্দী করা ।
ঝ। বিশেষ কোন সহানে নিজ কার্যাদির দ্বারা শত্রুতকে ধোঁকা দেয়া ।

১১০৪। টহলের প্রসঙতি ।

- ক। ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর থেকে হুঁশিয়ারী আদেশ পাওয়া ।
খ। কোম্পানী অধিনায়ক/কমান্ডিং অফিসার/আইও কর্তৃক টহল অধিনায়ককে ব্রিফিং দেয়া । ব্রিফিং এর সময় অপেক্ষমান টহল (যদি থাকে) অধিনায়ককেও উপস্থিত থাকতে হবে ।
গ। ম্যাপ থেকে পর্যবেক্ষণ চৌকি নির্বাচন করা ।
ঘ। টহল অধিনায়ক কর্তৃক হুঁশিয়ারী আদেশ দেয়া ।
ঙ। সমর্থনকারী আর্মসের প্রতিনিধিদের সাথে পর্যবেক্ষণ চৌকি থেকে পর্যবেক্ষণ করা ।
চ। পরিস্থিতির মূল্যায়ন এবং পরিকল্পনা করা ।
ছ। প্রয়োজনে মডেল প্রসঙত করা ।
জ। মৌখিক আদেশ ~~~~~তরী করা ।
ঝ। নির্ধারিত মিলনসহানে টহল দলের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং পর্যবেক্ষণ চৌ~~~~কি থেকে ভূমি দেখানো (যদি সম্ভব হয়) ।
ঞ। পর্যবেক্ষণ চৌকি/মডেলের উপর মৌখিক আদেশ দেয়া ।
ট। মৌখিক আদেশ সমাপ্তির পর যদি সম্ভব হয় পুরো টহল দলকে অথবা গুরুত্বপূর্ণ পদবীর ব্যক্তিদের নিয়ে প্লাটুন/সেকশন অধিনায়কদের সাথে সমন্বয় করে দেয়া যাতে করে টহল দল প্লাটুন/সেকশনের প্রহরীদের সাথে সমন্বয় সাধন করতে পারে ।
ঠ। টহলে যাওয়ার প্রসঙতি, পরিদর্শন এবং অসএ ও সরঞ্জামাদির পরীক্ষা করা । যদি সম্ভব হয় অসএ ফায়ারের মাধ্যমে পরীক্ষা করে নেয়া ।

- ড। দিনে মহড়া করা ।
ঢ। বিশ্রাম ।
ণ। খাওয়া ।
ত। সময় হাতে থাকলে রাতে মহড়া করা ।
থ। চূড়ামত পরিদর্শন করা ।
দ। টহল কার্য সম্পাদন করা ।
ধ। টহল অধিনায়ক কর্তৃক টহল দলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা ।
ন। টহল অধিনায়কের ডি- ব্রিফিং এবং টহল প্রতিবেদন প্রসংগে করা। গরম চা এবং খাবারের ব্যবস্থা করা।

১১০৫। সেকশন কমান্ডারের করণীয় বিষয় সমূহ । একজন সেকশন কমান্ডারকে টহল দলের অধিনায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়ে তাকে অবশ্যই গুরুত্ব আরোপ করতে হবে ঃ

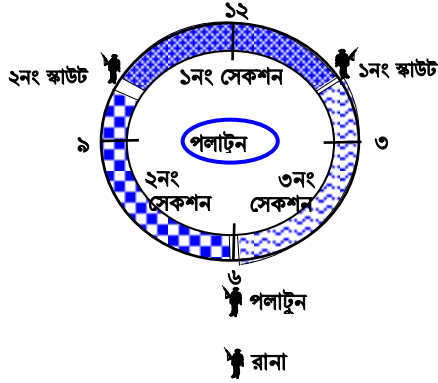
- ক। শারীরিক ভাবে যোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচন; টহলের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিকে কাশি বা ঠান্ডা জনিত অসুস্থতা হতে মুক্ত থাকতে হবে।
খ। টহলের উদ্দেশ্য, ভূমি এবং অবস্থাওয়ার উপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় অসএ, সরঞ্জামাদি এবং পোশাক নির্ধারণ করা।
গ। শত্রু সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা গ্রহণ।
ঘ। টহলের উদ্দেশ্য।
ঙ। নিজস্ব সেনাদলের অবস্থান সম্পর্কে জানা যেমন প্রতিরক্ষায় সম্মুখ এলাকায় বিস্তার, মাইন ফিল্ডের অবস্থান, বিস্তার ও গ্যাপ এবং টহল দলের যাওয়া ও আসার সময় কর্তব্যরত প্রহরী।
চ। চিহ্নিতকরণ ছাড়শব্দ এবং বিশেষ কোন সংকেত।
ছ। বিশেষ কোন বিষয়ের উপর সংবাদ সংগ্রহ (যদি থাকে) ।
জ। শত্রুতর সাথে সাক্ষাতে করণীয়।

১১০৬। চুড়ামত মিলন সহান দখলের পদ্ধতি ।

- (১) চুড়ামত মিলনসহানে পৌঁছার ৩০০ গজ পূর্বেই মূল দলকে স্বল্পকালীন বিরতির সংকেত দিবে।
- (২) অধিনায়ক তার অপারেটরসহ সামনে চুড়ামত মিলনসহানের ৭৫-১০০ গজ দূরে অবসহান করবে।
দুইজন স্কাউট চুড়ামত মিলনসহান তল্লাশির জন্য সামনে যাবে। মিলনসহানে পৌঁছে ১ নং স্কাউট সামনের দিককে ঘড়ির ১২টা বিবেচনা করে বাম দিক দিয়ে ঘুরে ডানে ২ এ দাঁড়াবে। ২ নং স্কাউট ডান দিক দিয়ে ঘুরে ১০ এ অবসহান নিবে। ১২ তে উভয় স্কাউটের সাক্ষাতের সময় একে অপরকে শত্রুতর উপসিহতি আছে কি-না এ ব্যাপারে অবহিত করবে।
- (৩) ইতিমধ্যে অধিনায়ক তার রানারসহ সামনে এগিয়ে আসবে এবং মিলনসহানের ৬ তে ১ নং স্কাউটের সংকেতের জন্য অপেক্ষা করবে। তল্লাশি শেষে ১ নং স্কাউট ৬ তে এসে প্লাটুন অধিনায়ককে নিরাপদ প্রতিবেদন দিবে।
- (৪) ১ নং স্কাউট থেকে বাউন্ড ক্রিয়ার সংকেত পাওয়ার পর অধিনায়ক বেতার যমেএর মাধ্যমে উপ-অধিনায়ককে মূলদল নিয়ে আসতে বলবেন।

(৫) মূলদল সেকশন অনুযায়ী সিংগেল ফরমেশনে আসবে। ১ নং সেকশন ডান দিক থেকে ঘুরে ১০ থেকে ২ পর্যন্ত অবসহান নিবে। ২ নং সেকশন বাম দিক থেকে ঘুরে ১০ হতে ৬ পর্যন্ত অবসহান নিবে এবং ৩ নং সেকশন ২ হতে ৬ পর্যন্ত অবসহান নিবে। স্কাউট এখন নিজ নিজ দলে মিলে যাবে।
অধিনায়কের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত সকলেই বহিমুখী হয়ে নিজস্ব অবসহানে থাকবে।

(৬) অবসহান নেয়ার সাথে সাথে অধিনায়ক দ্রুততার সাথে নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখবে এবং কোন পরিবর্তন হলে তা' করবে।



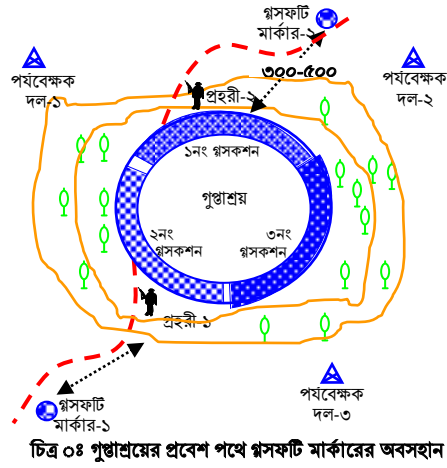
চিত্র ০৪ চূড়ান্ত মিলনসহান দখলের পদ্ধতি।

পরিচ্ছেদ - ১২
গুপ্তাশ্রয় নির্বাচন

- ১২০১। গুপ্তাশ্রয় নির্বাচনের লক্ষণীয় বিষয় । আদর্শ গুপ্তাশ্রয়ের নিম্নলিখিত ~~বশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজনঃ
- ক। দুর্গম এলাকা যা শত্রুর জন্য প্রবেশযোগ্য নয়/প্রবেশ খুবই কষ্টসাধ্য ।
 - খ। শত্রুর দৃষ্টি (ভূমি বা আকাশে) থেকে যথেষ্ট আবরণ থাকা উচিত।
 - গ। সম্ভব হলে গুপ্তাশ্রয়ের প্রবেশের পথ সরত হওয়া উচিত ।
 - ঘ। পলায়নের জন্য দুই বা ততোধিক গোপন পথ থাকা উচিত ।
 - ঙ। লোকালয় থেকে দূরে হওয়া উচিত ।
 - চ। গুপ্তাশ্রয়ের সন্নিকটে কোন রকম রাসতা বা পথ থাকা উচিত নয়।
 - ছ। লক্ষ্যবসতির অতি কাছে বা অতি দূরে হওয়া উচিত নয় । সাধারণতঃ প্রায় ৮ কি.মি. দূরে হওয়া ভাল ।
 - জ। গুপ্তাশ্রয়ের কাছে পানির বন্দোবস্ত থাকা উচিত, কিম্বা কখনো গুপ্তাশ্রয়ের ভিতরে নয় ।
 - ঝ। গুপ্তাশ্রয় সাধারণতঃ আরামদায়ক হওয়া উচিত তবে আরামের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা, বিশেষ করে নিরাপত্তার দিক উপেক্ষা করা যাবে না ।
- ১২০২। সেফটি মার্কার বা নিরাপদ চিহ্ন । গুপ্তাশ্রয়ের সদস্যদের প্রায়ই প্রশাসনিক বা অপারেশনের জন্য বাইরে যেতে হয় । এমনও হতে পারে যে,

গুপ্তাশ্রয়ের সদস্যরা যখন বাইরে তখন শত্রুত গুপ্তাশ্রয় দখল করে ফেলতে পারে। এমতাবসহায় গুপ্তাশ্রয়ের সদস্যরা যেন ধরা না পড়ে বা বিপদের সম্মুখীন না হয় সে জন্য এমন ব্যবসহা রাখতে হয় যেন গুপ্তাশ্রয়ে প্রবেশ করার পূর্বেই তারা সতর্ক হতে পারে। সেফটি মার্কার বা নিরাপদ চিহ্ন গুপ্তাশ্রয়ের ৩০০ থেকে ৫০০ গজ দূরে অবসিহত একটি গোপন পরিচিতি চিহ্ন, যাতে গুপ্তাশ্রয়ে নিজস্ব সনিকদের উপভস্থতি বা অনুপসিহতি জানা যায়। এই নিরাপদ চিহ্নে নিমণলিখিত বশিষ্টাবলী থাকা প্রয়োজনঃ

ক। অবশ্যই পারিপাভর্ষকতার সাথে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। যেমন- পাথর, গাছের ডাল, ইট, বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ না করে এই রকম চিহ্ন দিতে হবে।



- খ। গুপ্তাশ্রয়ের আগমন পথে হওয়া উচিত ।
গ। নিরাপদ চিহ্নের সংখ্যা দুইয়ের কম এবং তিনের বেশি হওয়া উচিত নয়।
ঘ। যারা গুপ্তাশ্রয়ের বাইরে যাচ্ছে তাদের অবশ্যই চিহ্ন জানতে এবং গুপ্তাশ্রয়ে প্রবেশের সময় এই চিহ্ন দেখে নিশ্চিত হতে হবে ।
ঙ। গুপ্তাশ্রয় স্বেচ্ছায় বা শত্রুর চাপে যে কারণেই হোক না কেন, তা ত্যাগের সময় নিরাপদ চিহ্ন ধ্বংস করা উচিত।

১২০৩। জলাধার বা ওয়াটার পয়েন্টের নিয়মানুবর্তিতা ।

- ক। রাতে জলাধার ব্যবহার করা উচিত ।
খ। সব সময় জলাধারে এবং আশে পাশের এলাকা নিরীক্ষণ করা উচিত।
গ। পানি সংগ্রহ করার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা দরকার।
ঘ। পানি পান করার আগে পরীক্ষা করে ঔষধ দিয়ে জীবাণু ধ্বংস করে নেয়া উচিত ।
ঙ। সব সময় দুই জন ~~সনিক পানি সংগ্রহ করতে যাবে ।
চ। জলাধারে বা জলাশয়ের কাছে কখনো ভিড় করা উচিত নয় ।
ছ। ধৌত এবং পান করার জন্য আলাদা আলাদা সহান নির্ধারণ করা উচিত ।

১২০৪।গুপ্তাশ্রয়ের নিরাপত্তা।

- ক। গুপ্তাশ্রয়ে যাওয়ার পূর্বে অধিনায়ক এবং উপ-অধিনায়ক ছাড়া অন্য কারও গুপ্তাশ্রয়ের বা বিকল্প গুপ্তাশ্রয়ের অবস্থান জানা উচিত নয়। অন্য সদস্যরা শুধু মিলনসহান পর্যন্ত জানবে।
- খ। চিহ্নিত ম্যাপ কখনো সংগে নেয়া উচিত নয়। যথাসম্ভব কম কাগজ পত্র সংগে নেয়া ভাল।
- গ। যদি আপাতদৃষ্টিতে কোন ভয় না থাকে, তবুও এক গুপ্তাশ্রয়ে বেশী সময় থাকা উচিত নয়।
- ঘ। নিরাপত্তা ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যে সংকেত প্রাপ্তির পর গুপ্তাশ্রয় পরিত্যাগের যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।
- ঙ। গুপ্তাশ্রয়ে প্রবেশের পূর্বেই পর্যবেক্ষকগণ অবস্থান গ্রহণ করবে।
- চ। রাতে কোন আলো এবং দিনে ধোঁয়া যেন না উঠে। কাজেই রাতে কোন ধূমপান এবং রান্না করা যাবে না। ধোঁয়াহীন আগুন দ্বারা দিনে রান্না করতে হবে।
- ছ। রাতে গুপ্তাশ্রয়ে থাকা যাবে না। সব ~~~সনিক একত্রিত হয়ে ৪০০-৫০০ গজ দূরে গিয়ে সুবিধাজনক সহানে রাত কাটাবে। ভোরের আগে গুপ্তাশ্রয়ে ফেরত আসতে হবে।
- জ। অপ্রয়োজনীয় শব্দ, কথাবার্তা অথবা ঘোরাফেরা দিনে অথবা রাতে কখনই করা যাবে না।
- ঝ। গুপ্তাশ্রয়ে কোন প্রকার গর্ত করা যাবে না।

পরিচ্ছেদ - ১৩

হানা

১৩০১। সংজ্ঞা। কোন সুনির্দিষ্ট সিহর লক্ষ্যবসওর উপর যথাসম্ভব স্বল্প শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আকস্মিক আঘাত করে তড়িৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্রুত প্রত্যাহার করাই হানা বা রেইড।

১৩০২। হানা পরিচালনায় প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়সমূহ। হানা কার্যকরী করার জন্য প্রশিক্ষণ, লোক বাছাই ইত্যাদির পূর্বে নিম্নের বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ

ক। মনোবল। নিম্নের বিষয়গুলো মনোবল উঁচু রাখতে সহায়ক হবে ঃ

(১) নেতৃত্ব।

(২) ভ্রাতৃত্ববোধ।

(৩) ~~~ধর্মশক্তি।

(৪) সতর্কতা।

(৫) দক্ষতা।

(৬) ভালো ব্যবসহাপনা।

খ। লক্ষ্যবসও নির্ণয়। যেখানে আঘাত করলে শত্রুত সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

গ। সংবাদ সংগ্রহ।

(১) ভূমির সাধারণ বর্ণনা।

(২) লক্ষ্যবসও সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা। এর অবস্থান, বিস্তার, পরিমাপ ইত্যাদি।

(৩) প্রতিরক্ষা/নিরাপত্তা ব্যবসহা সমূহ।

(৪) গমন পথ।

- (৫) সম্ভাব্য গুপ্তাশ্রয় ।
- (৬) শত্রুর বিস্তার ও কার্যদ্রুম ।
- (৭) বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের আচার ব্যবহার।
- ঘ। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ।
- ঙ। নিরাপত্তা ।
- চ। আকস্মিকতা ।
- ছ। ভূমির ব্যবহার ।

১৩০৩। হানার বিভিন্ন দল ।

ক। কার্যকরী দল । সাধারণতঃ নিম্নের উপদলসমূহ (গ্রুপ) নিয়ে এটা গঠিতঃ

- (১) সম্মুখ কর্তৃত্বকারী গ্রুপ ।
- (২) প্রহরী নিষিদ্ধকারী গ্রুপ ।
- (৩) কার্যকরী গ্রুপ ।
- (৪) বিশেষ কার্য সম্পাদন গ্রুপ ।
- খ। শত্রুত বাধা প্রদানকারী দল ।
- গ। আবরণী দল ।
- (১) পশ্চাৎ কর্তৃত্বকারী গ্রুপ ।
- (২) আবরণী গ্রুপ ।
- ঘ। বিচ্ছিন্নকারী দল ।
- ঙ। সংরক্ষিত দল ।

১৩০৪। হানায় সেকশন কমান্ডারের কাজ সমূহ। একজন সেকশন কমান্ডারকে হানা অভিযানে অধিনায়ক হতে শুরত করে হানার আকার ও গুরুত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন উপদল অধিনায়ক হিসাবে কাজ করতে হতে পারে।
সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়ে তার সম্যক ধারণা থাকা অতীব জরুরী ঃ

ক। সদস্য নির্বাচন। সদস্য নির্বাচনের সময় নিম্নের বিষয়গুলির উপর লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয় ঃ

(১) হানার জন্য নির্বাচিত সদস্যদের মানসিক ও শারীরিক সক্ষমতা।

(২) তাদের কর্মদক্ষতা, গুণাবলী এবং হানার উদ্দেশ্য কার্যকরী করার জন্য উপযোগিতা।

(৩) স্বেচ্ছায় প্রণোদিত সদস্য (যদি পাওয়া যায়)।

খ। অসএ/গোলাবারতদ ও অন্যান্য সরঞ্জাম। লক্ষ্যবস্তু ধরন এবং হানার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অসএ ও সরঞ্জামাদির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবসহা গ্রহণ করতে হবে।

গ। বিভিন্ন উপদলের অধিনায়ক হিসাবে করণীয়। একজন সেকশন কমান্ডারকে হানা পরিচালনার মৌলিক কার্যাবলী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ছাড়াও নিম্নলিখিত সারসংক্ষিপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ধারণা থাকা আবশ্যিক ঃ

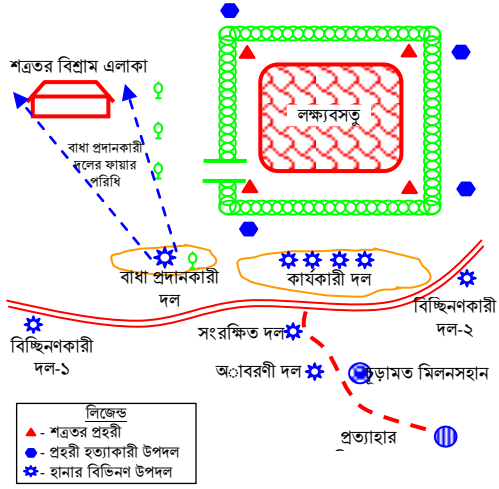
(১) কার্যকরী উপদল। এই উপদলের মূল কাজ হল হানার প্রকৃত উদ্দেশ্য সমাধা করা। অধিনায়ক হিসাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, লক্ষ্যবস্তু প্রকার অনুযায়ী বিশেষ সরঞ্জামাদি যেমন ঃ রকেট লঞ্চার, বিস্ফোরক ইত্যাদি বহন করা হয়েছে এবং তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

(২) শত্রুত বাধা প্রদানকারী দল। অধিনায়ক হিসাবে তার দায়িত্ব হবে অন্যান্য দলের কার্যক্রমে শত্রুত যাতে ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে সেই অনুযায়ী উপদলের অবসহান গ্রহণ এবং শত্রুত উপর কার্যকরী গোলাবর্ষণের মাধ্যমে ব্যতিব্যস্ত রাখা।

(৩) আবরণী দল। এই দলের কাজ হলো, অন্য সকল দলের পশ্চাদপসরণের পথকে গোলাবর্ষণের মাধ্যমে আবরণ দেখা। অধিনায়ক হিসাবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, সকল দল লক্ষ্যবসও এলাকা হতে বের হয়েছে নিশ্চিত হয়ে গোলাবর্ষণের মাধ্যমে আবরণ সৃষ্টি করা এবং শত্রুত পিছু নেয়ান নিশ্চিত হওয়ার পর সহান ত্যাগ করা। উল্লেখ্য যে, হানার অধিনায়ক আহত বা নিহত হলে আবরণী দলনেতাকে হানার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করতে হয়, তাই সে অনুযায়ী মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৪) বিচ্ছিন্নকারী দল। অধিনায়ক হিসাবে নিশ্চিত করতে হবে যে, লক্ষ্যবসও এলাকা হতে বাহির হওয়া বা ভিতরে আসার সকল পথ কার্যকরী ভাবে অবসহান গ্রহণ অথবা ফায়ারের মাধ্যমে শত্রুতর জন্য বন্ধ করা হয়েছে।

(৫) সংরক্ষিত দল। এই দলের উদ্দেশ্য হবে প্রয়োজন মত যে কোন দলকে সাহায্য করা অথবা হানা চলাকালীন বা পশ্চাদপসরণের সময় সৃষ্ট বা পূর্বে পরিকল্পনা করা হয়নি এরদপ পরিসিহতির মোকাবেলা করা।



চিত্র ০৪ হানা দলের উপদল সমূহের সম্ভাব্য অবস্থান

পরিচ্ছেদ - ১৪

ফাঁদ

১৪০১। সংজ্ঞাঃ গোপনীয়তার সাথে অবসহান নিয়ে চলমত অথবা ক্ষণিকের জন্য সিহর শত্রুত বা শত্রুতর কোন যানবাহনকে ধ্বংস বা অন্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সফল করে দ্রুতত প্রত্যাহার করাকে ফাঁদ বা এ্যাম্বুশ বলে ।

১৪০২। লক্ষ্যবসও সমূহ । ফাঁদের লক্ষ্যবসও নিমণরদপ হতে পারেঃ

ক। পায়ে হেঁটে অথবা বি যানবাহন দ্বারা রসদ, জ্বালানী, গোলাবারতদ, অসএশসএ সরবরাহকারী দল/কনভয় ।

খ। বিচ্ছিন্ন কোন চৌকিতে খাদ্য সরবরাহকারী দল ।

গ। কোন অবসহান হতে বদলী হয়ে আসা বা বদলী করতে যাওয়া ছোট দল ।

ঘ। পানি সংগ্রহের সহানে যাতায়াতকারী শত্রুতর ছোট দল ।

ঙ। শত্রুতর সিগন্যাল লাইন লেইং পার্টি ।

চ। ইঞ্জিনিয়ারের রাসতা মেরামতকারী দল যারা নিয়মিত কাজ করে।

ছ। সব সময় একই রাসতায় চলাচলরত ক্ষুদ্র দল ।

জ। শত্রুতর পর্যবেক্ষণ চৌকিতে যাতায়াতকারী দল।

ঝ। শত্রুতর বিচ্ছিন্ন কোন ট্যাংক অথবা স্বচালিত যান যা নিজস্ব অবসহানের উপর বিচ্ছিন্নভাবে গোলাবর্ষণ করছে ।

ঞ। শত্রুতর এমন একটি দল যারা নিজস্ব অবসহানের উপর গুলিবর্ষণ করে বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টায় লিপ্ত ।

১৪০৩। ফাঁদের রণ ড্রিল। ফাঁদের কার্য সমাধা করার জন্য একটি ফাঁদ দলকে নিম্নরূপে ভাগ করা যেতে পারেঃ

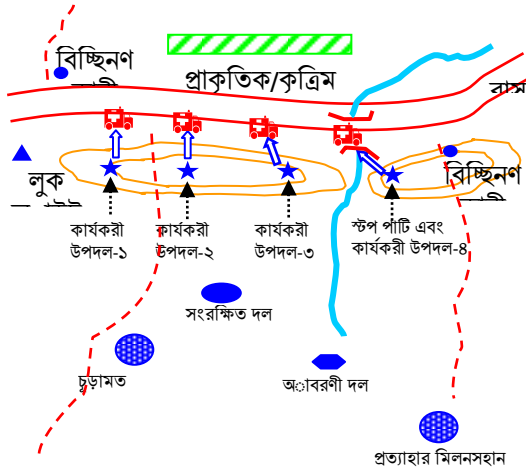
ক। বিচ্ছিন্নকারী দল ।

খ। আবরণী দল ।

ଗ। କାର୍ଯ୍ୟକରୀ ଦଳ ।

ঘ। সংরক্ষিত দল ।

লক্ষ্যবস্তু ও উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দলের আকার নির্ভর করে।



চিত্র ০৪ ফাঁদ এলাকায় বিভিন্ন উপদানের সম্ভাব্য

১৪০৪। রাতের ও দিনের ফাঁদের মধ্যে পার্থক্য।

ক। দিনের বেলা।

- (১) সকলকে ছড়ানো থাকতে হবে এবং ভূমি, বিমান ও শত্রুর দৃষ্টি থেকে গোপন থাকতে হবে।
- (২) লক্ষ্যবস্তু যেহেতু ভাল দেখা যায় তাই দীর্ঘ দূরত্বে গুলি আরম্ভ করা যেতে পারে।
- (৩) সম্পূর্ণ নৈপুণ্য এবং নিয়মএণ বজায় থাকে।
- (৪) সকল পার্টি যথেষ্ট নিরাপত্তার সাথে একই সময় কাজ করতে পারে।
- (৫) গোলন্দাজ এবং অন্যান্য অসেএর সাহায্যকারী গুলিবর্ষণ দেখে লক্ষ্যবস্তু উপর আঘাত হানা যেতে পারে।

খ। রাত্রি বেলা।

- (১) ফাঁদ অবসহানের কাছাকাছি থাকতে হবে এবং অতি অল্প দূরত্বে গুলি ছুঁড়তে হবে।
- (২) গুলিবর্ষণ নির্ধারিত সময়ের জন্য করা উচিত এরপর বেয়নেট এবং ছুরির সাহায্যে কার্য সমাধা করতে হবে।
- (৩) কোন প্রকার শব্দ করা এবং আলো জ্বালানো চলবে না।
- (৪) রাতের বেলা প্রত্যেকেই অল্প ছদ্মকরণেই খোলা জায়গায় অবসহান নিতে পারে কিমও যদি ফাঁদের অবসহান রাসতার নিকটে হয় এবং রাসতায় চলমান যানবাহন আলো ব্যবহার করে তা' হলে এটি সম্ভব হবে না।

- (৫) গ্রেনেড এবং হালকা ধরনের স্বয়ংক্রিয় অসএ রাইফেল হতে অধিক কার্যকরী হয়।
(৬) দিনের তুলনায় মিলন সহান নিকটে হতে হবে।
(৭) বিভিন্ন দলের গুলিবর্ষণের সীমানা নির্ধারণ করতে হবে ও কঠোর ফায়ার শৃংখলা মানতে হবে।

সেকশন কমান্ডার হিসাবে করণীয়

১৪০৫। একজন সেকশন কমান্ডারকে ফাঁদ অভিযানে ক্ষেত্র বিশেষে অধিনায়ক হতে শুরত করে যে কোন উপদল অধিনায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাকে নিম্নলিখিত বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে ঃ

ক। লক্ষ্যবস্তু প্রকার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অসএ ও সরঞ্জামাদি নির্বাচন এবং তার কার্যকরী ব্যবহারের ধারণা।

খ। রণকৌশলগত বিবেচনা; যেমন ফাঁদের সহান নির্বাচন, ফিল্ড অব ফায়ার, প্রত্যাহারের সুবিধাজনক পথ ইত্যাদি।

গ। লুক আউট ম্যান বা পূর্ব সংকেত প্রদানকারী হিসাবে উপযুক্ত এবং নিজ উদ্যমে কাজ করতে সামর্থ্য
~~সনিকদের নির্বাচন করা।

ঘ। ফায়ার ডিসিপ্লিন মেনে চলা।

ঙ। শত্রুতকে বাধা প্রদান বা থামানোর উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন।

১৪০৬। উপদল অধিনায়ক হিসাবে করণীয়। উপদল অধিনায়ক হিসাবে প্রচলিত অন্যান্য কাজের পাশাপাশি নিম্নোক্ত বিষয়ে ধারণা থাকা জরুরী ঃ

ক। বিচ্ছিন্নকারী দল। এ দলের প্রধান কাজ হলো লক্ষ্যবসও ফাঁদ এলাকায় প্রবেশের পর উভয় পার্শ্ব হতে লক্ষ্যবসওর পালানোর সকল পথ বন্ধ করে দেওয়া এবং শত্রুতর সাহায্যার্থে কোন ~~~সন্যদল আসলে তাদের বাঁধা প্রদান করা। অধিনায়ক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো লক্ষ্যবসওর প্রকার অনুযায়ী উপযুক্ত বাঁধা বা পথরোধের উপকরণ নির্বাচন।

খ। আবরণী দল। এই পথের মূল কাজ হলো ফাঁদ দলের নিরাপদ প্রত্যাহারকে ফায়ারের সাহায্যে আবরণ দেওয়া।

গ। কার্যকরী দল। এ দলের প্রধান কাজ হলো লক্ষ্যবসওকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা। অধিনায়ক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো লক্ষ্যবসও ধ্বংসের উপযুক্ত অস্ত্র নির্ধারণ এবং তার যথাযথ ব্যবহার।

ঘ। সংরক্ষিত দল। এই দল প্রধান দলের কাছাকাছি অবসহান নেয়। অধিনায়ক হিসাবে সমগ্র অভিযানের উপর সজাগদৃষ্টি রাখতে হবে যাতে করে প্রয়োজনে অতিদ্রুতত পরিসিহতি অনুযায়ী যে কোন উপদলের সাহায্যে হাজির হওয়া যায়।

পরিচ্ছেদ - ১৫

অনুপ্রবেশ

মৌলিক বিবেচনা

১৫০১। শত্রুতর অবসহান ও ভূমি সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করা অনুপ্রবেশের সাফল্যের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্যবসতির গমন পথ, মিলনস্থল, সংগঠন ও দলবিন্যাস নির্ধারণ, ফায়ার সমর্থন পরিকল্পনা ও ধৌকা কার্যক্রমের জন্য নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী জানা দরকার ঃ

ক। শত্রুতর প্রতিরক্ষার মধ্যকার ফাঁক।

খ। টহল কার্যক্রম ও নিরীক্ষণ যমেএর অবসহান (যদি থাকে)।

গ। শত্রুতর প্রতিরক্ষার গভীরতার অবসহান।

ঘ। লক্ষ্যবস্তুতে শত্রুতর শক্তি, অবসহান ও বিন্যাস।

ঙ। শত্রুতর সংরক্ষিত দল ও তাদের অবসহান এবং পাল্টা ব্যবসহার ক্ষমতা।

চ। ভূমি, আড়, গোপনীয়তা, মৃত ভূমি, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বাঁধা, রাসতা ও পথ সমূহ।

১৫০২। অনুপ্রবেশের উদ্দেশ্য সমূহ।

ক। শত্রুতর নির্বাচিত অবসহান, গোলন্দাজ অবসহান, ট্যাংক, সদর ইত্যাদি ধ্বংস করা।

খ। গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশলগত লক্ষ্যবস্তু দখল করা। যেমন- পুল, সংকীর্ণ পথ (ডিফাইল), উচ্চ ভূমি, যোগাযোগ কেন্দ্র ইত্যাদি।

গ। শত্রুতর সাহায্যকারী দল বা সংরক্ষিত দলের চলাচল/আগমন পথে বাধা সৃষ্টি করে দেবী করানো।

ঘ। অন্য অঞ্চলের যুদ্ধের পূর্বক্ষণে ধৌকাদানকারী কার্যাদি চালানো।

ঙ। পশ্চাৎ এলাকা ও প্রশাসনিক এলাকায় শত্রুতকে বিব্রত রাখা ও চলাচলে বিঘণ ঘটানো।

চ। শত্রুত ও ভূমি সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহ ও নিজ অবসহানে পাঠানো।

ছ। গোলন্দাজ, মর্টার ফায়ার ও নিজস্ব বিমানের আত্মরক্ষাকে কার্যকরী করতে সহায়তা করা।

১৫০৩। অনুপ্রবেশের মৌলিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ।

ক। শত্রুত সম্পর্কে পর্যাপ্ত সংবাদ।

খ। আত্মরক্ষাত্মক মনোভাব।

গ। নিরাপত্তা।

ঘ। নিয়মএণ।

১৫০৪। অনুপ্রবেশের পর্বসমূহ।

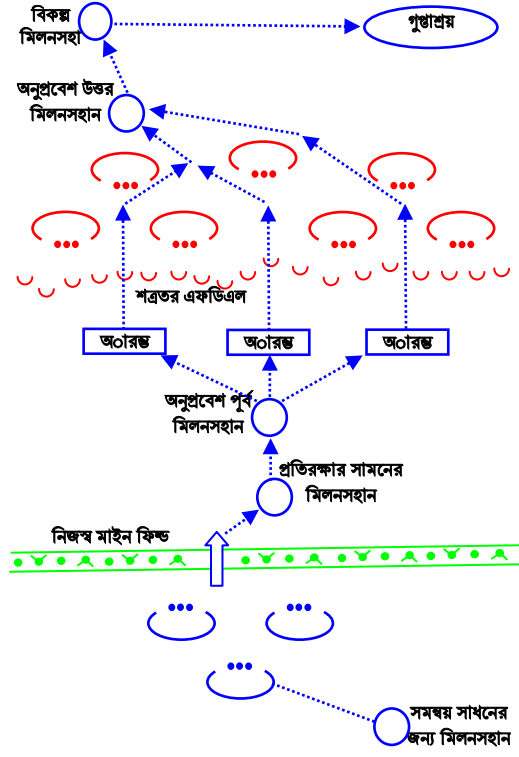
ক। প্রসংতি পর্ব।

খ। শত্রুতর প্রতিরক্ষার মধ্য দিয়ে গমন।

গ। শত্রুতর পশ্চাতে সমাগম এবং উদ্দেশ্য সাধনের প্রসংতি।

ঘ। উদ্দেশ্য সাধন বা কার্যসম্পাদন।

ঙ। লিংক আপ অথবা এক্সফিলট্রেশন (বের হয়ে আসা)।



চিত্র ০৪ অনুপ্রবেশ পদ্ধতি

১৫০৫। অনুপ্রবেশের সহায়তাকারী পরিসিহতি সমূহ। অনুপ্রবেশে নিম্নোক্ত পরিসিহতি সমূহের সরাসরি প্রভাব আছে ঃ

ক। শত্রুতর প্রতিরক্ষা অবসহান ও ত্রিয়াকলাপ। শত্রুতর বিসৃত প্রতিরক্ষা অবসহান নিলে দল/উপদলের মধ্যে গ্যাপ বেশী হলে ও তাদের টহল ও নিরীক্ষণ ব্যবস্থা দুর্বল হলে অনুপ্রবেশ সহজতর হয়।

খ। ভূমি। ভূমি যত বেশী দুর্গম ও অসমতল অনুপ্রবেশের জন্য ততই উত্তম। ঘন জংগল, দাঁড়ানো ফসল, কষ্টকর ভূমি, শত্রুতর দৃষ্টি ও চলাচলে বাধা দেয়। ফলে চলাচলে গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হয়।

গ। আবহাওয়া। কম দৃষ্টিগোচরতা, অন্ধকার ও প্রতিকূল আবহাওয়া অনুপ্রবেশে সহায়তা করে।

সেকশন অধিনায়ক এর সম্ভাব্য দায়িত্বাবলী

১৫০৬। রণকৌশলগত কারণে একজন সেকশন অধিনায়ক তার নিয়ন্ত্রণাধীন জনবল সহ যে কোন যুদ্ধগত পরিসিহতিতে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর অমতভুক্ত হয়ে বা অনুপ্রবেশকারী দলের অংশবিশেষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হতে পারে। অপারেশনের ধরণ ও গুরুত্বের উপর বিবেচনা রেখে সেকশন অধিনায়ককে স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনাও করতে হতে পারে। তবে অনুপ্রবেশ এর আসল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একজন সেকশন অধিনায়ক সাধারণভাবে নিম্ন উল্লিখিত দায়িত্বাবলী পালন করে থাকেন ঃ

ক। রেকী বা পর্যবেক্ষণ করে অনুপ্রবেশের আদেশ দেওয়া।

খ। বিশেষ অসএ বা সরঞ্জামাদি বহনের আদেশ প্রদান এবং কে বহন করবে তা নির্ধারণ করে দেওয়া।

- গ। শত্রুর অবসহান, মাইন ফিল্ডের প্রকার ও ধরণ, এর ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সেকশনকে অবহিত করা।
- ঘ। শত্রুর উপসিহতি, বাধা, ট্রিপমাইনের বা অন্যান্য বাধার ক্ষেত্রে করণীয় বিষয় সমূহ সুনির্দিষ্টভাবে সেকশনকে জানানো।
- ঙ। এক্সফিলট্রেশনের সময় নিজ দল বিশেষতঃ সম্মুখ রণ এলাকার নিজস্ব সেনাদলের সাথে ছাড় শব্দ ও অন্যান্য পরিচয় পদ্ধতির সমন্বয় সাধন এবং তা সেকশনের সকলকে অবহিত করা।

পরিচ্ছেদ -১৬

ট্যাংক শিকার

১৬০১। ট্যাংক শিকার দলের সাফল্য নিশ্চিতকরণের উপাদান সমূহ :

ক। সর্বসতরের নেতৃত্ব।

খ। ট্যাংক শিকার দলের মনোবল।

গ। শারীরিক এবং মানসিক সহিষ্ণুতা।

ঘ। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সৈন্যদলের সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ।

১৬০২। সংগঠন। দুটি দল নিয়ে এ টহল দল গঠিত হয় যথা :

ক। ট্যাংক বিধ্বংসী দল। টহল দলপতি ও যথেষ্ট জনবল নিয়ে এ দল গঠিত হয় এবং প্রতি ট্যাংকের জন্য দুই জনের একটি দল নিয়োজিত থাকে। তাদের উপযুক্ত ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্র থাকা উচিত। বিশেষ পরিস্থিতিতে HEAT (High Explosive Anti Tank) গ্রেনেড অথবা ট্যাংক বিধ্বংসী মাইনও থাকতে পারে।

খ। আবরণী দল। এ দলে মূলতঃ প্রয়োজনীয় অস্ত্র সজ্জিত ৬ জন সৈনিক থাকে। এ দলের কাজ ট্যাংক ত্রু এবং তাদের সমর্থনকারী পদাতিককে ধ্বংস/নিষিদ্ধ করা।

১৬০৩। সাঁজোয়া জঞ্জি যানের সীমাবদ্ধতা।

ক। অন্ধত্ব। সকল সাঁজোয়া জঞ্জি যানই তুলনামূলকভাবে অন্ধ অবস্থায় থাকে। বড়জোড় চারপাশের এলাকার এক পঞ্চমাংশ

দেখতে পারে এবং ৩০ গজ পর্যন্ত কিছুই দেখতে পারে না। তবে চালক সরাসরি সামনে দেখতে পায়। রাতে কুয়াশায় মেঘাচ্ছন্নতায় ধোয়া অথবা বালির ঝড়ে তাদের খুব বেশী অসুবিধা হয়। ভোর হবার আধা ঘন্টা পূর্বে যে আলো থাকে তাতে দূরবীন দিয়ে ভালভাবে দেখা যায় না।

খ। অসেএর সীমাবদ্ধতা। ট্যাংকের অসএ খুব কম পরিধিতে গুলি করতে পারে না। তা ছাড়া কাছাকাছি কিছু সহানে ট্যাংক একেবারেই দেখতে পায় না। তাই ট্যাংকের একটা অক্ষম পরিধি রয়েছে। উপরমতু টারেটের কামান যমএ সহ সম্পূর্ণ ঘুরতে প্রায় ১৫ সেকেন্ড সময় লাগে। তখন ট্যাংক শিকারী তা ধবংস করার জন্য কাছাকাছি আসতে পারে।

১৬০৪। ট্যাংক শিকারের পদ্ধতি। যেহেতু বিশ্রামরত সিহর ট্যাংকের নিকটবর্তী হয় তা ধ্বংস করা যায় তাই তা হানার অনুরদপ সংগঠিত হয়। যদি চলমান ট্যাংক ধ্বংস করতে হয় তবে তা হবে ফাঁদের অনুরদপ।

১৬০৫। ট্যাংক শিকারের ক্ষেত্রে একজন সেকশন অধিনায়কের অবশ্যই জানার বিষয়সমূহ :

ক। লক্ষ্যবস্তু অবস্থান ও আকার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ট্যাংক বিধ্বংসী অসএ ও গোলা যেমন ঃ রকেট লঞ্চার, এ্যান্টি ট্যাংক মিজাইল (যদি থাকে) বা মাইন ইত্যাদি সঙ্গে নিতে হবে।

খ। ট্যাংকের সংখ্যা অনুযায়ী সেকশনকে ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত করে লক্ষ্যবস্তু সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া। বিশ্রামরত সিহর ট্যাংক এর ক্ষেত্রে একটি সেকশন সর্বোচ্চ ৪টি লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করবে।

এটিজিএম সেকশন এর ক্ষেত্রে সর্বাধিক ২টি লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করবে।

গ। ট্যাংকে সব থেকে দুর্বল অংশ যেমন বেলী বা ট্যাংকের পেট, পিছনের অংশ বা ইঞ্জিনের অবসহান এবং সাইট ট্রাক-এ আঘাত করলে ট্যাংকের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করা সম্ভব হয়।

ঘ। ট্যাংক শিকারে গমন এবং ফিরে আসার অন্যান্য সব ড্রিল হানা/ফাঁদের অনুরূপ হবে।

পরিচ্ছেদ - ১৭

প্রতিরক্ষা

১৭০১। প্রতিরক্ষার মৌলিক প্রয়োজনীয়তা।

ক। ভূমির সঠিক ব্যবহার।

খ। চতুর্মুখী প্রতিরক্ষা।

গ। গভীরতা।

ঘ। বিসতৃতি।

ঙ। পারস্পরিক সহযোগিতা।

চ। নমনীয়তা।

ছ। ছদ্মবেশ ও গোপনীয়তা।

১৭০২। ডেফিলেডেড অবসহান, এনফিলেড ফায়ার এবং প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফায়ার পরিধি।

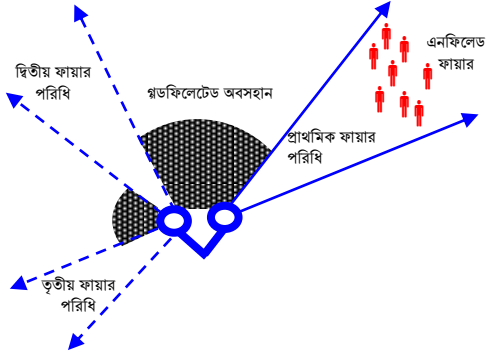
ক। এনফিলেড ফায়ার। গ্ল্য ফায়ারের বিটেন গ্লজানের অক্ষ এবং শত্রুতসেনার অক্ষ মিলে যায় তাকে এনফিলেড ফায়ার বলে। এই ফায়ার পার্শ্ব হতে গ্লকান অবসহান, পরিখা অথবা গ্লসনা বহরকে বিদ্ধ করে।

খ। ডেফিলেডেড অবসহান। গ্লকান অসএ যদি এমনভাবে বসানো যায় গ্লয়ন সম্মুখের শত্রুতর ফায়ার হতে অাড় পায় ও নিরাপদ থাকে তবে এ অসএ ডেফিলেডেড অবসহায় অাছে বলা যায়।

গ। প্রাথমিক ফায়ার পরিধি। একটি স্বয়ংক্রিয় অসত্র যখন এমনভাবে সহাপন করা হয় যেন সেটি একই সেকশন/ডিটাচমেন্টের পারস্পরিক সহযোগিতাকারী অপর স্বয়ংক্রিয় অসত্রের সম্মুখে ফায়ার করতে সক্ষম হয় তাকে সেই অসত্রের প্রাথমিক দায়িত্ব বা প্রাথমিক ফায়ার পরিধি বলে।

ঘ। দ্বিতীয় ফায়ার পরিধি। একটি অসত্র যখন তার প্রাথমিক দায়িত্বে নিয়োজিত নয় তখন সেটাকে বিপরীত দিকে এমনভাবে সহাপন করা হয় যাতে সেটা শত্রুর আত্মরক্ষা পথে ফায়ার আনতে সক্ষম হয়, এটিই দ্বিতীয় ফায়ার পরিধি।

ঙ। তৃতীয় ফায়ার পরিধি। প্রতিরক্ষার একেবারে পার্শ্বসহ স্বয়ংক্রিয় অসত্রটিকে তার প্রাথমিক ও দ্বিতীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত আরো একটি দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয় একে তৃতীয় ফায়ার পরিধি বলে। শত্রুতর আত্মরক্ষার সময় কার্যকর ফায়ার আনার জন্য এটি তৃতীয় দায়িত্বে নিয়োজিত হয়।



চিত্রঃ ডেফিলেটেড অবসহান, এনফিলেড ফায়ার এবং প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফায়ার পরিধি

১৭০৩। সেকশন অধিনায়কের আদেশ/ব্রিফিং। এই আদেশ/ব্রিফিং নিমণরদপ ঃ

ক। ভূমি চিহ্ন। গুরুত্বপূর্ণ ভূমি চিহ্ন ও দায়িত্বপূর্ণ এলাকা বন্টন।

খ। পরিসিহতি।

(১) শত্রুত। শত্রুতর সর্বশেষ পরিসিহতি যা শুধুমাত্র সেকশনের ~~সনিকদের জানা উচিত।

(২) নিজস্ব। প্লাটুন অধিনায়কের উদ্দেশ্য, প্লাটুনের অন্যান্য সেকশনের অবসহান, নিজ সেকশনের মধ্যে কোম্পানীর কোন অসএ থাকলে তার অবসহান ইত্যাদি।

গ। উদ্দেশ্য । কোন এলাকা সামিল করে বা সামিল না করে এবং যে সময়ের মধ্যে প্রতিরক্ষা নিতে হবে তা উল্লেখ করতে হবে ।

ঘ। কার্যসম্পাদন ।

(১) পরিখার অবসহান যা ভূমিতে চিহ্নিত (বিভিন্ন জনের দায়িত্ব)।

(২) ফায়ার পরিধি ।

(৩) ফায়ারারের দায়িত্ব ।

(৪) কে প্রথম প্রহরী হবে এবং কোথায় সে অবসহান নিবে ।

(৫) যে সময়ের মধ্যে অবসহান ~~~তরী শেষ হবে ।

(৬) কাজের অগ্রাধিকার ।

(৭) চলাচল শৃংখলা সম্বন্ধে আদেশাবলী ।

(৮) টহল/পর্যবেক্ষণ ঢৌকি/শ্রবণ ঢৌকি ।

ঙ। প্রশাসন ও ব্যবসহাপনা ।

(১) দ্রব্য সামগ্রী ও গোলাবারতদ বিতরণ ।

(২) খাবার এবং পানীয়ের ব্যবসহা ।

(৩) পায়খানা ও আবর্জনা ।

(৪) বিশ্রাম ।

(৫) চিকিৎসা ।

চ। আদেশ ও সংকেত ।

- (১) প্লাটুন ও কোম্পানী আদেশ চৌকি এবং সদরের অবসহান।
- (২) আপদকালীন সংকেত ।
- (৩) স্ট্যান্ড ট'ুর সংকেত ।
- (৪) ছাড়শব্দ ।

এমনও হতে পারে যে উপরোক্ত আদেশের সাথে আরও কিছু যোগ অথবা বাদ যেতে পারে । কিমও মনে রাখতে হবে যে, আদেশ যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত হতে হবে।

১৭০৪। সেকশন অধিনায়কের করণীয় । সেকশন অধিনায়ক সাধারণভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি নিশ্চিত করবেনঃ

ক। ~~~সনিকেরা যথাসহানে আসার সাথে সাথেই এবং খনন কাজ শুরত করার আগে সেকশন অধিনায়ককে প্রত্যেকের অবসহান ও ফায়ার এলাকার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে ।

খ। সেকশনের সব অসএ এমনভাবে লাগাতে হবে যেন সকলে নিজ নিজ দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় ফায়ার করতে পারে । প্রয়োজন হলে ভূমিতে শায়িত অবসহানে গিয়ে অসএর অবসহান নির্ণয় করতে হবে ।

গ। সকল সতর্কতামূলক ব্যবসহা নেয়া আছে এবং শত্রতর অতর্কিত আত্মমণ প্রতিহত করার জন্য সেকশন প্রসওত ।

ঘ। সকলে চলাচল বিধি-নিষেধ মেনে চলছে।

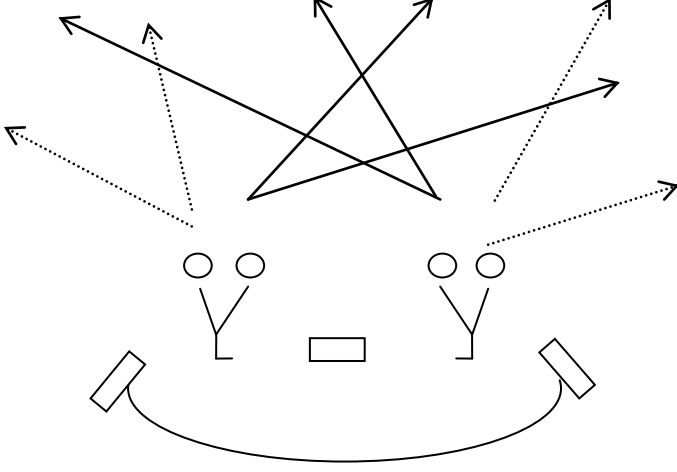
ঙ। সেকশন ঠিকমতো খনন করে অবসহান নিয়েছে ।

চ। শত্রতর ভূমি দৃষ্টি হতে সেকশন ভালোমতো লুকানো আছে।

ছ। সেকশনের সদস্যরা ঠিকমত নিত্যদ্রুম মেনে চলছে ।

জ। পাল্লা কার্ড ~~~তরী আছে। সেকশন অধিনায়ককে নিশ্চিত করতে হবে যে, প্রত্যেকে চতুর্দিকের ভূমি চেনে এবং পাল্লা কার্ডে দেয়া সকল নির্দিষ্ট বসও ও তাদের পাল্লা সম্পর্কে অবগত।

প্রতিরক্ষায় রাইফেল সেকশন
(মাপনী অনুযায়ী নয়)



নোটঃ

- ১। সেকশন অধিনায়ক এর অবসহান যে কোন একটি এল এম জি দলের সাথে হতে পারে। তিনি মাঝের রাইফেল পরিখায়ও অবসহান করতে পারেন।
- ২। সেকশন উপ অধিনায়ক এর অবসহান পাশের যে কোন একটি রাইফেল পরিখায় হতে পারে। তবে উভু অবসহানটি শত্রুর সম্ভাব্য আগমন পথে হওয়া উচিত।
- ৩। একটি পরিখা থেকে অন্যটির দূরত্ব কমপক্ষে ১৫' থেকে ২০' হতে হবে।

পরিচ্ছেদ - ১৮

আত্মমণ

১৮০১। আত্মমণের পর্ব সমূহ। আত্মমণ সাধারণ ৪ পর্বে সম্পন্ন হয় ঃ

ক। প্রসুতি পর্ব।

খ। আত্মমণ পর্ব।

গ। ধ্বংসাত্মক পর্ব।

ঘ। পুনঃ সংগঠন পর্ব।

১৮০২। মৌলিক বিবেচনার বিষয় সমূহ। আত্মমণের জন্য নিম্নের বিষয়াদির বিবেচনা আবশ্যিকঃ

ক। উদ্যোগ (ইনিসিয়েটিভ)।

খ। লক্ষ্যবস্তু বাছাই।

গ। গতিশীলতা।

ঘ। গোলাবর্ষণ সমর্থন (ফায়ার সাপোর্ট)।

ঙ। সংবাদ সংগ্রহ (ইনটেলিজেন্স)।

চ। গতি/দ্রুতততা।

সেকশন কমান্ডার হিসাবে করণীয়

১৮০৩। প্রসুতি পর্ব। আত্মমণ অভিযানে যাওয়ার আদেশ পাওয়ার পর একজন সেকশন কমান্ডার নিম্নের কার্যাবলী সম্পন্ন করবেন ঃ

ক। প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে কোম্পানী/প্লাটুন কমান্ডার হতে প্রাপ্ত তথ্য সমূহ সেকশনের সকলকে অবহিত করা।

খ। আত্মমগাকারী কোম্পানীর অংশ হিসাবে তার প্লাটুনের দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা গ্রহণ এবং সেই অনুযায়ী সেকশনকে মানসিক ভাবে প্রসওতির নির্দেশ।

গ। সেকশনের প্রাধিকৃত অসএ, গোলাবারতদ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির সক্ষমতা ও মজুদ পরীক্ষা করা এবং ঘাটতি সরঞ্জামাদির চাহিদা সহাপন করা।

ঘ। সেকশনের সদস্যদের অপ্রয়োজনীয় চলাচল বা কার্যক্রম সম্পর্কে সতর্ক করা যাতে শত্রু নিজস্ব উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন প্রকার ধারণা না পায়।

১৮০৪। সমাগম এলাকা। সমাগম এলাকায় একজন সেকশন কমান্ডার নিম্নের কার্যসমূহ নিশ্চিত করবেন ঃ

ক। সমাগম এলাকায় সেকশনের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় প্রহরী মোতায়েন।

খ। আপদকালীন সংকেতের মহড়া করানো এবং প্রাথমিক খননের আদেশ থাকলে তা নিশ্চিত করা।

গ। চূড়ামতভাবে সেকশনকে পরিদর্শন করা এবং তাদের অসএ ও গোলাবারতদ এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদির সঠিকতা নিশ্চিত করা।

ঘ। বিন্যাস ভূমিতে অবসহান গ্রহণের ধারাবাহিকতা, বিন্যাসভূমিতে সেকশনের ফরমেশন এবং বাধা অতিক্রম/শত্রু ধ্বংসে সেকশনের বিভিন্ন ড্রিল সমূহের মহড়া করানো।

ঙ। সময় থাকলে সেকশনের সদস্যদের পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও খাবার গ্রহণ নিশ্চিত করা।

১৮০৫। বিন্যাসভূমি। বিন্যাসভূমিতে একজন সেকশন কমান্ডার নিম্নের বিষয়সমূহ অবশ্যই নিশ্চিত করবেন ঃ

- ক। বিন্যাসভূমি নিরাপত্তা রক্ষাকারী দলের সাথে যোগাযোগ করতঃ সঠিক ভাবে অবসহান গ্রহণ।
- খ। শেষ বারের মত লক্ষ্যবস্তু দেখানো, অসেএর চেষ্টার পূর্ণ করা ও বেয়োনেট লাগানোর আদেশে তা নিশ্চিত করা।
- গ। সকলের শায়িত অবসহান নিশ্চিত করা।
- ঘ। যথা সময়ে সকলের বিন্যাসভূমি ত্যাগ নিশ্চিত করা।

১৮০৬। লক্ষ্যবস্তুতে যুদ্ধ। যখন সেকশন লক্ষ্যবস্তু খুব নিকটে চলে আসবে অথবা শত্রুর প্রতিরোধের সামনে অগ্রসর হওয়া কঠিন হয়ে পড়বে, সে সময় সেকশন কমান্ডার তার সেকশনকে দু'ভাগে ভাগ করে ফায়ার ও চলন কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে শত্রুর বাধা অতিক্রম করবে। এক্ষেত্রে এক দলের অধিনায়ক হবে সেকশন কমান্ডার নিজে এবং অন্য দলের অধিনায়ক হবে সেকশন উপ-অধিনায়ক। একজন সেকশন কমান্ডারকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আত্মরক্ষার এই পরিস্থিতিতে গতি এবং অধিনায়ক কর্তৃক তার দলের উপর যথাযথ নিয়ন্ত্রণই কাজে সাফল্য এনে দিবে।

১৮০৭। পুনঃ সংগঠনে কাজ।

- ক। পরিকল্পনা অনুযায়ী সনিকগণ বিস্তার লাভ ও অবসহান করবে।
- খ। স্বয়ংক্রিয় অসেএর অবসহান নির্বাচন ও সহপন করা।
- গ। ফায়ার পরিধি ও দায়িত্বপূর্ণ এলাকা বন্টন করা।
- ঘ। গুলি এবং খনন যমেএর বন্টন করা।
- ঙ। খনন আরম্ভ করা।

চ। এফ এসলনের গাড়ী আসলে গোলাবারতদ ও খনন যমএ ইত্যাদি সংগ্রহ ও পুনঃ বন্টন করা ।

ছ। যুদ্ধ বন্দী ও আহত/নিহতদের পশ্চাতে প্রেরণ ।

জ। পরিকল্পনামত নিরাপত্তারক্ষী দল সমূহ প্রেরণ ।

ঝ। বিমানের বিরতদ্ধে একটি এলএমজি নিয়োগ ।

ঞ। সাহায্যকারী অসএ ইত্যাদি থাকলে সম্মুখে আনয়ন করা ।

ট। রক্ষণাত্মক ফায়ার (ডি এফ) নির্ধারণ করা ।

পরিচ্ছেদ - ১৯

অগ্রাভিযান

১৯০১। অগ্রাভিযানের সেকশন - যুদ্ধের প্রসংগে ।

- ক। অপারেশন এলাকার সাথে মিল রেখে সঠিকভাবে ছদ্মবেশ ধারণ (ক্যামোফ্লাজ) ।
খ। অসএ এবং সরঞ্জামাদি সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ। ব্যক্তিগত অসএর সাইট রেঞ্জ ২০০ তে
লাগান ।
গ। সঠিক প্রকারের গোলাবারতদ, গ্রেনেড এবং অসএর অতিরিক্ত ম্যাগাজিন বিতরণ নিশ্চিতকরণ।
প্রয়োজন হলে স্মোক গ্রেনেডও সরবরাহ করতে হবে।

১৯০২। সেকশন অধিনায়কের আদেশ ।

ক। ভূমি । সম্ভব হলে নির্দেশক বসতুর উল্লেখ করতে হবে ।

খ। পরিস্থিতি ।

(১) শত্রুত । শত্রুতর অবসহান, শক্তি, শত্রুতর কার্যক্রম ইত্যাদি ।

(২) নিজস্ব । প্লাটুনের দায়িত্বের বিবরণ।

গ। উদ্দেশ্য । সেকশনের উদ্দেশ্য ।

ঘ। কার্য সম্পাদন ।

(১) পথ (যদি প্রযোজ্য হয়) ।

(২) সেকশনের চলার ধারা ।

(৩) হালকা মেশিনগানের অবসহান (কোনো এলএমজি গ্রুপ কোন পার্শ্বে থাকবে তা বলে দিতে হবে) ।

ঙ। প্রশাসন ও ব্যবসহাপনা ।

(১) দ্রব্য সামগ্রী ও গোলাবারতদ বিতরণ ।

(২) খাবার এবং পানীয়ের ব্যবসহা ।

(৩) পায়খানা ও আবর্জনা ।

(৪) বিশ্রাম ।

(৫) চিকিৎসা ।

চ। আদেশ ও সংকেত ।

(১) প্লাটুন ও কোম্পানী আদেশ চৌকি এবং সদরের অবসহান।

(২) আপদকালীন সংকেত ।

(৩) ষ্ট্যান্ড টুর সংকেত ।

(৪) ছাড়শব্দ ।

১৯০৩। মনে রাখা আবশ্যক। অগ্রাভিযানে পয়েন্ট সেকশন কমান্ডার হিসাবে একজন সেকশন অধিনায়কের

নিমণলিখিত বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে ঃ

ক। গুলির আদেশ প্রদানের জন্য সামনের দিকে নির্দেশক বসও বা রেফারেন্স পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে। সাধারণতঃ সামনের বিসতৃত পরিধিতে প্রায় ৩০০-৪০০ গজ পাল্লায় দুই অথবা তিনটি বসও ঠিক করতে হবে এবং অগ্রাভিযান পথে চলতে চলতে সেকশনকে এ সকলের বিবরণ দিতে হবে। প্রত্যেক
~~সনিক বুঝেছে কিনা তা হাতের ইশারায় বলবে, অন্যথায় চিৎকার করে বলবে দেখা যায়নি ।

খ। শত্রুর কার্যকর গোলাগুলির মধ্যে পড়লে সেকশন কোথায় আড় লাভ করবে, সম্ভব হলে সেকশন অধিনায়ক তার সতর্কতামূলক আদেশে এ সকল বিষয় অবহিত করবে। যেমন ঃ কার্যকর গোলাগুলির মধ্যে পড়লে হালকা মেশিনগান দল ঐ ঝোপের এবং রাইফেল দল ঐ পাড়ে আড় নেবে। প্রায় আবরণহীন এলাকার অথবা সম্মুখ ঢালে থাকলে এই জাতীয় ইংগিত অবশ্যই দিতে হবে।

গ। এ অবসহায় অযথা চিৎকার করা যাবে না। তাতে সকল প্রচেষ্টা বিফল হতে পারে।

১৯০৪। শত্রুত কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হলে করণীয়। সেকশন অধিনায়ক যাতে নিয়মএণ না হারায় অথবা হারালেও শীঘ্রই ফিরে পায় সেজন্য নিম্নে দেয়া পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবেঃ

ক। শত্রুতর কার্যকর ফায়ারের সম্মুখীন হলে প্রত্যেককে নিকটবর্তী আড়ের দিকে অথবা সেকশন অধিনায়কের নির্দেশিত সহানের দিকে অবসহান নেবে। সাধারণত কেউ ২০ গজের বেশী দৌড়াবে না। সেকশন অধিনায়কের দেখানো আড় দূরে হলেও তা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।

খ। আড়ে এসে প্রত্যেকে সেখানে ছড়িয়ে পড়বে এবং সাথে সাথে হামাগুড়ি দিয়ে কিছু পথ অতিক্রম করবে যাতে পুনরায় মাথা খাড়া করলে শত্রুত তাকে দেখতে না পায়।

গ। শত্রু যাতে দেখতে না পারে এমন সহানে সকলকে আসতে হবে। কেউ যদি সেকশন অধিনায়কের আহবান শুনতে না পায় তাকে অবশ্যই হামাগুড়ি দিয়ে কাছে আসতে হবে।

ঘ। শত্রুতকে ঠিকমতো দেখতে পেলেই পাল্টা ফায়ার করতে হবে।

ট্রেসার থাকলে তা দিয়ে গুলি করে দেখতে হবে। এ জন্য সেকশন অধিনায়কের আদেশের জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই।

ঙ। নীতিগতভাবে, মোকাবেলার পর সেকশনের সকলে কিছু না কিছু কার্যক্রম করবে। সে সময় যে সকল কাজ করতে হবে তা হলোঃ

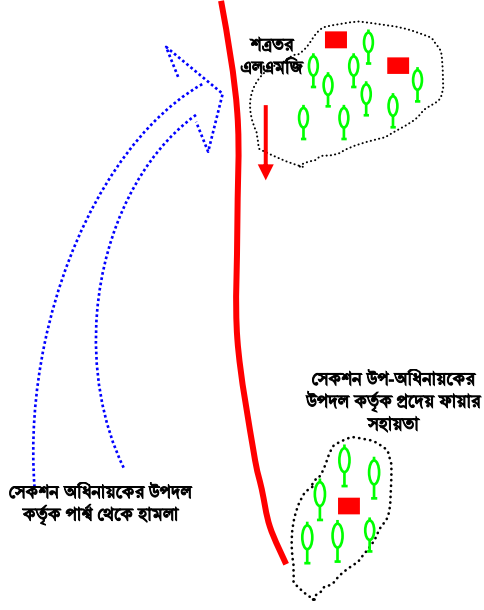
(১) পর্যবেক্ষণ করা।

(২) শত্রুত দেখা গেলে ফায়ার করা।

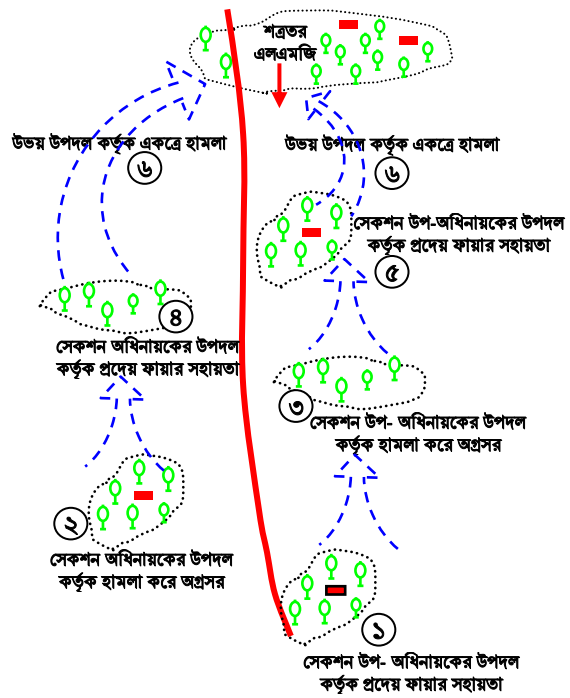
(৩) পর্যবেক্ষণের জন্য নতুন অবসহানে যাওয়া।

(৪) ফায়ার করার জন্য নতুন ফায়ার অবসহানে যাওয়া।

চ। জটলা পাকানো একেবারেই চলবে না। দিনের বেলায় খোলা জায়গায় কেউ অন্য জনের ৫ গজের মধ্যে আসবে না, অবশ্য হালকা মেশিনগানের লোকজন দরকার হলে আসতে পারবে।



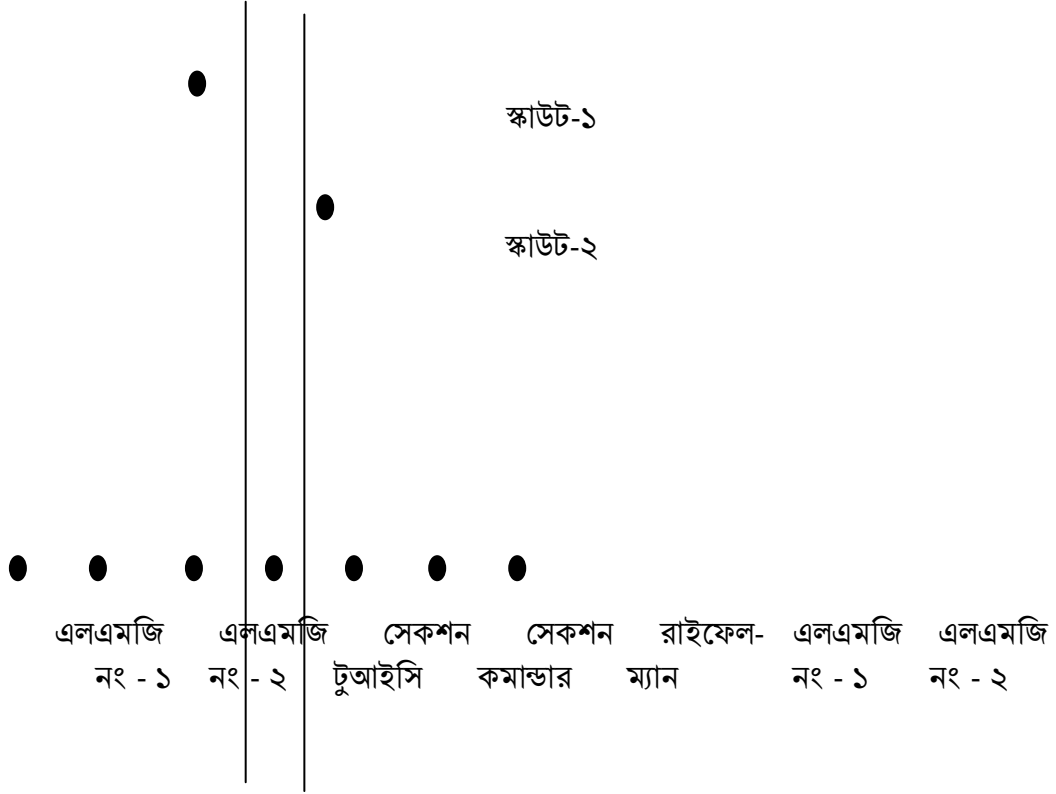
চিত্র ০৪ সেকশন কর্তৃক রাসতার এক পার্শ্ব থেকে শত্রুতর এলএমজি বাধা



চিত্র ০৪ সেকশন কর্তৃক রাসতার উভয় পার্শ্ব থেকে শত্রুতর এলএমজি বাধা অপসারণ।

- ১৯০৫। শক্তিশালী বাধার সম্মুখীন হলে করণীয়। যখন অগ্রবর্তী দল শত্রুতর বাধা অপসারণ করতে অক্ষম
তখন তাদের কাজ নিম্নরূপঃ
ক। সংবাদ পেছনে পাঠানো।
খ। বিসতীর্ণ সম্মুখ ভাগে বিস্তার লাভ করে শত্রুতর পার্শ্বভাগ খুঁজে বের করা।
গ। পার্শ্বভাগে শত্রুতর দখলকৃত নয় এমন রণকো-শলগত ভূমি দখল করা।
ঘ। শত্রুতর নিকটবর্তী হওয়া এবং ফায়ার দ্বারা ব্যসত রাখা।
ঙ। শত্রুতর উপর কড়াদৃষ্টি রাখা এবং তার অসএ, দুর্বল সহান খুঁজে বের করা।
চ। ভ্যানগার্ড/মেইন গার্ডের বিস্তার লাভ এবং পরবর্তী আক্রমণে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকা।

খোলা জায়গায় চলার সময় পয়েন্ট সেকশনের বিন্যাস



পরিচ্ছেদ - ২০

রণকৌশলগত পুনঃ মোতায়েন

২০০১। রণকৌশলগত পুনঃ মোতায়েনের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা।

ক। নিয়মএণ।

খ। শত্রুত থেকে বিচ্ছিন্ন (ক্লিন ব্রেক) হওয়া।

গ। নতুন অবসহান দখল করার জন্য সময় অর্জন করা।

ঘ। গোপনীয়তা।

ঙ। নিরাপত্তা।

চ। মনোবল বজায় রাখা।

২০০২। পরিকল্পনা। রণকৌশলগত পুনঃমোতায়েনে একজন সম্মুখসহ প্লাটুন/সেকশন অধিনায়ককে নিম্নের বিষয়াদি সম্পর্কে জানতে হবে ঃ

ক। রণকৌশলগত পুনঃমোতায়েনের আদেশ কে দিবে।

খ। কোথায় তাকে রণকৌশলগত পুনঃমোতায়েন করে যেতে হবে।

গ। কোন সময়ে তাকে থিনিং আউট শুরু করতে হবে।

ঘ। কোন সময় পর্যন্ত সে অবশ্যই নিজের প্রতিরক্ষা অবস্থান শত্রুতর আক্রমণের বিরুদ্ধে কার্যকর রাখবে।

ঙ। কোন সময়ে তাকে একটি নির্দিষ্ট রেখা অতিক্রম করতে হবে।

চ। কোন ইউনিট বা সাব ইউনিটের ভিতর দিয়ে রণকৌশলগত মোতায়েন করতে হবে।

ছ। প্লাটুন পরীক্ষাসহল এবং মিলনসহলে যাওয়ার পথকে জেনে রাখতে হবে। এইরূপ ক্ষেত্রে রণকৌশলগত পুনঃমোতায়েন এ অবসহানরত ~~~সন্যদলের গোলাবর্ষণ যেন সম্মুখসহ রণকৌশলগত পুনঃমোতায়েনকারী ~~~সন্যদলের আবরণের সৃষ্টি না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

জ। আবরণী দল, সাহায্যকারী সাজোয়া যান এবং পার্শ্বে অবসহানরত ~~~সন্যদলের রণকৌশলগত পুনঃমোতায়েন পরিকল্পনা জানতে হবে।

২০০৩। আদেশ ও ব্রিফিং। আদেশ ও ব্রিফিং এ নিম্নলিখিত বিষয় উল্লেখ থাকতে হবেঃ

ক। রণকৌশলগত পুনঃমোতায়েনের বিশদ সময়সূচী, পথ ও পেছনের সেনাদলের অবসহান।
খ। শত্রুতর আত্মমণে করণীয় এবং পরিকল্পনার মধ্যে বিকল্প পথ, মিলনসহান বা বিচ্ছিন্ন আটকে পড়া ইউনিট উদ্ধারকল্পে পাল্টা আত্মমণ বা দিবালোকে রণকৌশলগত পুনঃমোতায়েন কৌশল থাকা প্রয়োজন।

গ। গুজবের বিরতদ্ধে সতর্কতা।

ঘ। গোলাবারতদ, কাগজপত্র, চিহ্নিত মানচিত্র, জিনিসপত্র যেন শত্রুতর হাতে না পড়ে সেজন্য সতর্ক থাকা।

২০০৪। রাত্রি বেলায় রণকৌশলগত পুনঃমোতায়েনে সুবিধা সমূহ।

ক। শত্রুতর বিমান আত্মমণ থেকে নিরাপদ থাকা যায়।
খ। শত্রুতর সাথে কোন প্রকার সংঘর্ষ ছাড়াই রণকৌশলগত পুনঃ মোতায়েনের সম্ভাবনা বেশী।
গ। আকস্মিকতা অর্জন করা সম্ভব।
ঘ। সুষ্ঠুভাবে শত্রুত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব।
ঙ। দিনের ন্যায় রণকৌশলগত পুনঃমোতায়েন অবসহানরত ~~~সন্যদলের গুলিবর্ষণের পরিধিতে কোন প্রকার আবরণ সৃষ্টির ঝুঁকি কম।

পরিচ্ছেদ - ২১

বসতি এলাকায় যুদ্ধ

২১০১। সাধারণ। বসতি এলাকায় যুদ্ধ একটি অত্যন্ত জটিল এবং বিশেষ প্রকৃতির অভিযান, যেখানে একটি সেকশনকে আর উর্ধ্বতন প্লাটুন বা কোম্পানীয় অংশ হিসাবে একটি বিল্ডিং এর ভিতর প্রতিরক্ষা অথবা দখলের জন্য যুদ্ধ করতে হয়। আর তা এ ধরনের অভিযানে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অন্য যে কোন অভিযানের চেয়ে অনেক বেশী।

২১০২। বসতি এলাকায় যুদ্ধের প্রধান ~~~বশিষ্ট্য সমূহ।

ক। সীমিত ফিল্ড অব ফায়ার।

খ। সীমিত গতিবিধি এবং দৃষ্টিসীমা।

গ। যানবাহন চলাচলের নির্দিষ্ট রাসতা।

ঘ। শত্রুত কর্তৃক যানবাহনের উপর অতর্কিত আক্রমণ করা সহজ।

ঙ। পদাতিক বাহিনীর সাহায্য ছাড়া ট্যাংক চলাচল নিরাপদ নয়।

চ। শত্রুতর এবং নিজস্ব ~~~সনিক খুবই কাছাকাছি যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

ছ। ছাদ, উপরের তলা, যোগাযোগ/সংযোগ টানেল, ভূগর্ভসহ কক্ষ বা এ ধরনের অন্যান্য পথ ব্যবহার করে আক্রমণকারী প্রতিরক্ষা এলাকা এড়াতে পারে।

২১০৩। নীতি সমূহ।

ক। সহজ পরিকল্পনা।

খ। নিয়মএণ।

গ। ভারসাম্যতা ।

ঘ। গতি ।

ঙ। যথার্থতা ।

চ। আবরণী ফায়ার ।

২১০৪। প্রতিরক্ষায় সেকশন। বসতি এলাকায় প্রতিরক্ষায় একটি সেকশনকে পেরিমিটার পোস্ট এর অংশ হতে শুরত করে একটি মাঝারি আকৃতির বহুতল (দ্বিতল বা তিন তলা) ভবনে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার দায়িত্ব প্রদান করা হতে পারে । সে ক্ষেত্রে একজন সেকশন কমান্ডারকে নিম্নলিখিত বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন

ঃ

ক। সঠিক ভবন নির্বাচন এবং খেয়াল রাখতে হবে বিল্ডিংটি কংক্রিট নির্মিত হলে ভালো হয় ।

খ। ভাল পর্যবেক্ষণের সুবিধাসহ ভবন নির্বাচন করা যাতে যে কোন দিক থেকে শত্রুর আগমন লক্ষ্য করা যায় ।

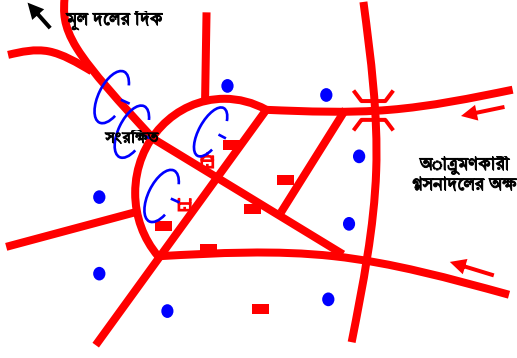
গ। অপ্রয়োজনীয় দরজাসমূহ মজবুত ফার্গিচার বা বালির বসতা অথবা অন্য কোন উপায়ে বন্ধ করে দেওয়া । প্রয়োজনে দরজার বাহিরে বুবি ট্র্যাপস এর ব্যবসহা করা যেতে পারে ।

ঘ। জানালায় গ্লাস থাকলে তা সরিয়ে ফেলা এবং পর্দা থাকলে তা অপসারণ করতে হবে ।

ঙ। জানালায় জালি তারের আবরণ লাগাতে হবে যাতে শত্রুত গ্রেনেড ছুঁড়লে তা' ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে।

চ। জানালা থেকে পর্যাপ্ত দূরত্বে পিছনে বালির বসতা দিয়ে ব্যারিকেড সহাপন করতে হবে । এগুলোর উচ্চতা ততটুকুই হবে যাতে ফায়ারার তার উপর এসএ রেখে ফায়ার করতে পারে। এই

- ব্যারিকেড শত্রুতর ক্লিয়ারিং দলের ছোঁড়া গ্রেনেড থেকে ফায়ারারকে রক্ষা করতে সহায়ক হবে।
- ছ। ঘরের ছাদকে মজবুত করতে কক্ষের মেঝে ও ছাদের সাথে কাঠের গুড়ি ও বালির বসতা দিয়ে পিলার সৃষ্টি করতে হবে।
- জ। বিভিন্ন কক্ষের মধ্যে যোগাযোগ সহাপনের জন্য মাউসহোল বা মেঝে বরাবর দেওয়াল ফুটো করতে হবে। যাতে একজন ~~~সনিক তার মধ্য দিয়ে সহজেই ত্রুলিং করে যেতে পারেন।
- ঝ। বিল্ডিং এর এক তলা থেকে অন্য তলায় সহজে যাওয়া আসা করার জন্য প্রত্যেক উপর তলার মেঝেতে একটি গর্ত করতে হবে ও রশি লাগাতে হবে যাতে একজন ~~~সনিক তার ব্যুত্তিগত সরঞ্জামাদি সহ সহজেই সেই গর্ত দিয়ে উপরে নীচে উঠা/নামা করতে পারে।
- ঞ। বিল্ডিং এর সর্ব নীচের তলায় বাহিরের সাথে যোগাযোগ সহাপনের জন্য একটি মাউসহোল করতে হবে। এর ফলে বিল্ডিং এর ভিতরের ~~~সনিকগণ সহজেই ঐ লুকানো গর্ত দিয়ে বাহিরে যেতে পারবেন ও বাহিরে অবসহানরত ~~~সনিকগণ শত্রুতর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে ঐ পথে বিল্ডিং এ প্রবেশ করতে পারবেন।
- ট। বিল্ডিং এর নীচের তলায় ভূগর্ভসহ কক্ষ বা সেল না থাকলে নিরাপদ আশ্রয়সহল করার জন্য মাটি খনন করে ভূগর্ভসহ কক্ষ ~~~তরী করতে হবে এবং মজবুত ছাদ (ও এইচ পি) দিতে হবে।
- ঠ। প্রত্যেক ভবনে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি ও খাদ্যের ব্যবসহা করতে হবে।
- ড। শত্রুত যেন বাধাহীনভাবে ভবনের একেবারে কাছে আসতে না পারে, সেজন্য ভবনের চারিপাশে কাটা তারের বেড়া ও অন্যান্য প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে হবে।



চিত্র ০৪ বসতি এলাকায় যুদ্ধে প্রতিরক্ষা।

২১০৫। আত্মরক্ষা সেকশন। বসতি এলাকায় যুদ্ধে একটি প্লাটুনকে ক্ষুদ্র একটি সেক্টর বা চার থেকে পাঁচটি ভবন নিয়ে গঠিত একটি এলাকা দখলের জন্য অভিযান পরিচালনা করতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে একটি সেকশনকে সাধারণত একটি ভবন দখলের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে একজন সেকশন কমান্ডার নিম্নলিখিতভাবে তার সেকশনকে পরিচালনা করবে ০৪

ক। সেকশন কমান্ডার তার দলকে নিম্নলিখিতভাবে পুনঃগঠন করবে ০৪

(১) কমান্ড দল। এ দলে সেকশন কমান্ডার ও একটি এলএমজি দল নিয়ে গঠিত হবে।

(২) এ্যাসল্ট গ্রুপ-১/আত্মরক্ষাকারী দল-১। দুইজন রাইফেলম্যান (একজন প্রবেশকারী অন্যজন গ্রেনেড নিক্ষেপকারী)।

(৩) এ্যাসল্ট গ্রুপ-২/আত্মরক্ষাকারী দল-২। দুইজন রাইফেলম্যান (একজন প্রবেশকারী অন্যজন গ্রেনেড নিক্ষেপকারী)।

(৪) আবরণী ফায়ার প্রদানকারী দল। সেকশন উপ-অধিনায়ক এবং দ্বিতীয় এলএমজি দল।

খ। আত্মরক্ষার আদেশ প্রাপ্তির পর সেকশন কমান্ডার লক্ষ্যবস্তু পর্যবেক্ষণ করবেন এবং নিম্নলিখিত বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন ঃ

(১) বিল্ডিং এ প্রবেশের পথ ও পদ্ধতি।

(২) আবরণী ফায়ার (প্রবেশ পথ শত্রুর দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখার জন্য প্রয়োজনে স্মোক বা ধূম্রজালের পরিকল্পনাও সামিল করতে হবে)।

(৩) অন্যান্য সেকশন, ট্যাংক বা এপিসির সমর্থন।

(৪) এ্যাসল্ট অবসহানে যাবার রাসতা।

(৫) রতম বা কক্ষ পরিষ্কারের ধারাবাহিকতা।

(৬) বুবি ট্র্যাপ এ করণীয় ইত্যাদি।

গ। বিল্ডিং শত্রু মুক্তকরণে এ্যাসল্ট সেকশনের ধারাবাহিক কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

(১) সর্বপ্রথম সেকশন অধিনায়ক সিদ্ধান্ত নিবে যে, বিল্ডিং এর কোন দেওয়াল দিয়ে প্রবেশ পথ ~~~~তরী করবে। এই কাজে জি এফ রাইফেল ব্যবহার করা যেতে পারে।

(২) আবরণী ফায়ার দল প্রবেশ পথের যে কোন এক পার্শ্বে থাকবে যেখান থেকে প্রবেশ পথকে কার্যকরী ফায়ার দিয়ে কভার করা যায়। এছাড়াও তারা নিশ্চিত করবে যেন শত্রুত ঐ ঘর থেকে পালিয়ে যেতে না পারে বা বাহির থেকে ঐ ঘরে কোন প্রকার সাহায্য পৌঁছাতে না পারে।

(৩) এ্যাসল্ট গ্রুপ-১ এর এন্ট্রিম্যান প্রথমে গ্রেনেড ছুড়বে এবং বিস্ফোরণের প্রায় সাথে সাথেই কক্ষ প্রবেশ করে কক্ষের ভিতরের চারিদিকে ফায়ার করবে। এন্ট্রিম্যান কখনও দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না বরং দেয়ালে সৃষ্ট গর্ত বা জানালা দিয়ে প্রবেশ করবে।

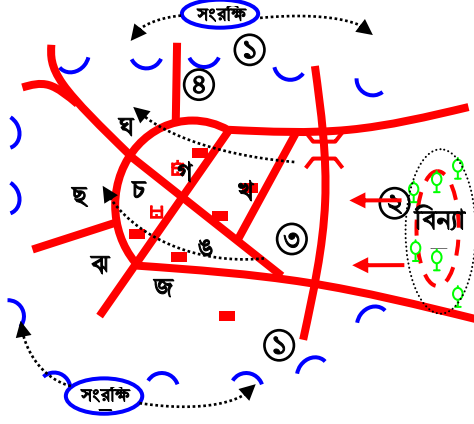
(৪) এ্যাসল্ট গ্রুপ-১ প্রথম কক্ষ শত্রুতমুখ করে সংকেত দিবে। এই সংকেতে এ্যাসল্ট গ্রুপ-২ দৌড়ে ঘরে প্রবেশ করবে এবং পরবর্তী কক্ষ একইভাবে পরিকার করবে।

(৫) এ্যাসল্ট গ্রুপ-২ এর পর পর কমান্ড গ্রুপও বিল্ডিং এ প্রবেশ করবে এবং সেকশন অধিনায়কের সার্বিক নেতৃত্ব ও নিয়মএণে এক এক করে সবগুলো কক্ষ পরিকার বা শত্রুতমুখ করবে।

(৬) সেকশন অধিনায়ক বিল্ডিং এ প্রবেশ করার পর এ্যাসল্ট-১ এর একজন লুক আউটম্যান হিসেবে কাজ করবে এবং পুরো বিল্ডিং শত্রুতমুখ না হওয়া পর্যন্ত ঐ কক্ষেই অবসহান করবে। তার মূল কাজ হল বাহিরে অবসহানরত আবরণী ফায়ার দলের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখা।

(৭) এ্যাসল্ট গ্রুপ-১ এর অন্যজনকে সেকশন অধিনায়ক প্রয়োজন মোতাবেক বিল্ডিং এর আসল প্রবেশ পথে, সিড়ির গোড়ায় বা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে নিয়োগ করতে পারেন।

(৮) বিল্ডিং শত্রুমুক্ত করার পর সেকশন অধিনায়কের নির্দেশে বাহিরে অবসহানরত আবরণী ফায়ার দল বিল্ডিং এ প্রবেশ করবে।



ত্র ০৪ বসতি এলাকায় যুদ্ধে আক্রমণ।

পরিচ্ছেদ - ২২

কাউন্টার ইন্সারজেন্সী যুদ্ধ

২২০১। ইন্সারজেন্সীর মূল কারণ সমূহ।

ক। সামাজিক বা রাজনৈতিক।

খ। অর্থনৈতিক।

গ। মনসতাভক্তক।

ঘ। উন্নতির প্রতিবন্ধক শক্তি।

ঙ। জনসাধারণের মধ্যে অসমেতাষ।

চ। নেতৃত্ব।

২২০২। ইন্সারজেন্সী যুদ্ধে সহায়ী বা অসহায়ী ক্যাম্প নির্বাচনে লক্ষণীয় বিষয়ঃ

ক। আশে পাশের জমির উপর আধিপত্য আছে এরদপ সহান নির্বাচন।

খ। সর্বদিকে প্রতিরক্ষা নেওয়া যায় বা অলরাউন্ড ডিফেন্স হয় এরদপ জায়গা।

গ। লোকালয়/গ্রাম/বাজারের ভিতরে কখনই নয় তবে কাছে হলে ভালো হয়।

ঘ। যথাসম্ভব আরামদায়ক হওয়া উচিত।

ঙ। পানির সুবিধা আছে।

চ। আশে পাশে হেলিকপ্টার অবতরণ ভূমি নির্মাণের সুবিধা আছে।

২২০৩। প্রতিরক্ষামূলক ব্যবসহা।

ক। সাবইউনিট/ইউনিট/গ্রুপকে তাদের স্ব স্ব এলাকা বন্টন করে দেওয়া যাতে সর্বদিকে প্রতিরক্ষা ব্যবসহা নিতে পারে।

খ। প্লাজিং ফায়ারের ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে স্বয়ংদ্রিয় অসএ মোতায়ন করা।

গ। গুলির কার্যকর পরিধি পরিষ্কার করা। আর যদি জায়গা জংগলপূর্ণ হয় তবে সঠিক ফায়ার লেন ~~তরি করা।

ঘ। স্বয়ংদ্রিয় অসএর অবসহানের সমন্বয় সাধন করা।

ঙ। মর্টারের সঠিক সহান নির্বাচন ও পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যবসও নির্দিষ্ট করে দেওয়া।

চ। প্রহরী নিযুক্ত করা, তাদের স্ব স্ব দায়িত্বপূর্ণ এলাকা সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং অসএর ফায়ারের সীমানা নির্দিষ্ট করা। কখন ফায়ার করতে হবে সে ব্যাপারে তাকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া।

ছ। প্রহরী/স্বয়ংদ্রিয় অসএর সহান মাঝে মাঝে পরিবর্তন করা।

জ। প্রধান প্রধান প্রবেশ পথে দিনে ও রাতে যথানুমে পর্যবেক্ষণ, অবসহান এবং শ্রবণ চৌকি রাখার ব্যবসহা করা। প্রতিটি অবসহানে যোগাযোগ নিশ্চিত করা।

ঝ। পর্যবেক্ষণ/অবসহান/শ্রবণ চৌকিতে নিযুক্ত লোককে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা।

ঞ। সংরক্ষিত (স্ট্যান্ড বাই) টহলের ব্যবসহা রাখা। এদের সাথে কর্তব্যরত অফিসার/জেসিও/এনসিও থাকবে এবং প্রতিটি প্রহরীর অবসহানের সাথে যোগাযোগ থাকবে। কখনও কোন অবাঞ্ছিত ঘটনার উদ্ভব হলে এই টহল তা' মোকাবেলা করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে।

ট। অসহায়ী ক্যাম্পে রাত্রি বেলায় নির্দিষ্ট সময়ের পর ক্যাম্প ও তার আশে পাশে কেউ চলাফেরা করবে না। এ ব্যাপারে কাউকে দেখা মাত্র ফায়ার করার নির্দেশ প্রহরীকে স্পষ্ট করে বলা থাকবে। তবে মলমূত্র ত্যাগ সহানে যাবার প্রয়োজনের ব্যাপারে নির্দিষ্ট সংকেত থাকবে যা' প্রহরীকে পূর্ব থেকেই জানাতে হবে।

ঠ। ক্যাম্প আত্মমত হলে প্রত্যেকটি লোকের করণীয় কি তা' বিশদভাবে জানানো।

ড। পাল্টা হানা ডিলের অনুশীলন করা।

ঢ। অসহায়ী ক্যাম্পের ভিতর হাতিয়ার ছাড়া কাহাকেও চলাফেরা করতে না দেওয়া।

ণ। দিনের বেলায় প্রহরী ছাড়া বাকি প্রত্যেকের হাতিয়ারের একটি করে ম্যাগাজিন ও রাত্রে সবগুলি ম্যাগাজিন গুলি ভর্তি করে রাখা।

ত। ভোর ও সন্ধ্যায় স্ট্যান্ড টু অনুশীলন করা।

থ। রাত্রে ছাড় শব্দ (পাসওয়ার্ড) ব্যবহার করা।

২২০৪। কাউন্টার ইম্পারজেন্সী যুদ্ধের টহলের ~~বশিষ্ট্য। প্রচলিত যুদ্ধ থেকে কাউন্টার ইম্পারজেন্সী যুদ্ধের টহলে কতগুলি পার্থক্য আছে। এগুলি নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

ক। তুলনামূলকভাবে লোক সংখ্যা বেশী হয়।

খ। স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে অভিযান সম্পাদনের ক্ষমতা রাখে।

গ। মূল ঘাঁটি থেকে অধিক দূরত্বে অভিযান চালায়।

ঘ। সাধারণত অধিকতর সময় ব্যাপী অভিযান বহাল থাকে।

ঙ। টহল দল সর্বক্ষণ ইম্পারজেন্টদের নজরে থাকে। বিশেষ করে স্থায়ী ঘাঁটির আশে পাশে এবং ভিতরে এদের চর নিয়োজিত থাকে। এই কারণে ঘাঁটি থেকে বের হওয়ার সময় প্রতারণার আশ্রয় নিতে হয়।

২২০৫। টহলের সংখ্যা ও সংগঠন। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর টহলের সংখ্যা ও সংগঠন নির্ভর করেঃ

ক। দায়িত্ব/উদ্দেশ্য।

খ। আত্মমত হওয়ার আশংকা।

গ। ইন্সারজেন্টদের সম্পর্কে খবর।

ঘ। ইন্সারজেন্টদের সংখ্যা এবং অসএ।

ঙ। ভূমির প্রকার, বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, টহলের বিসতৃতি এবং যদি কোন রাসতা ইন্সারজেন্ট মুক্ত করার প্রয়োজন থাকে।

চ। নিজস্ব বাহিনী থেকে দূরত্ব।

ছ। আকাশ পথে কোন সাহায্যের সম্ভাবনা।

জ। টহলের জন্য প্রাপ্ত জনবল।

ঝ। ফায়ার সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা।

এ। কাউন্টার ইন্সারজেন্সীতে নিয়োজিত আধা সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর লোক প্রাপ্তি, তাদের দক্ষতা ও অসএর গুণাগুণ।

ট। সহানীয় পথ প্রদর্শক, অনুবাদকারীর প্রাপ্যতা।

ঠ। সময় এবং দূরত্ব।

ড। সরবরাহের সমস্যা।

ঢ। যোগাযোগ ব্যবস্থা।

ণ। উপরসহ অধিনায়কের দেওয়া কোন সীমাবদ্ধতা।

২২০৬। তল্লাশি কার্যক্রম।

ক। তল্লাশির লক্ষ্যবস্তুঃ

(১) লুক্কায়িত ইন্সারজেন্ট।

(২)লুকাইত অসএশসএ ও গোলাবারতদ ।

(৩) সামরিক পোশাক ।

(৪)প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ।

(৫)অতিরিক্ত রান্না করা খাদ্য ।

(৬) ঔষধপত্র, জংগল বুট ইত্যাদি ।

খ। যে সমসত সহান অবশ্যই তল্লাশি করতে হয়ঃ

(১)ঘরের চালের উপর ।

(২)মাচার নীচে ।

(৩) বাঁশের জিনিসপত্র ।

(৪)ধান/চাল রাখার থুরং (পাত্র) ।

(৫)ঝুম ঘর, খাবার ঘর, কবরসহান ।

(৬) শাক-স্বজি ও ফলের বাগান ।

(৭)পানির উৎসের নিকটবর্তী এলাকা ।

(৮) মলমূত্র ত্যাগের সহান ও আবর্জনা ফেলার সহান ।

(৯)আলগা মাটিপূর্ণ এলাকা ।

গ। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবেঃ

(১)সবাইকে সদা সতর্ক থাকতে হবে । গ্রামের যারা সাহায্য করার ব্যাপারে অতি আগ্রহশীল,
তাদেরকে সন্দেহ করা ।

(২)তল্লাশি পুংখানুপুঞ্জ ও পর্যায়ক্রমে হতে হবে ।

(৩) তালো দেয়া বাক্স না ভেংগে মালিককে দিয়ে খুলতে হবে ।

- (৪) মহিলাদের তল্লাশির ব্যাপারে বিশেষভাবে যতণবান হতে হবে। সম্ভব হলে মহিলা তল্লাশিকারিণী দিয়ে উত্তু কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- (৫) মনে রাখতে হবে যাদের তল্লাশি চালানো হচ্ছে তারা সবাই শত্রুত নয়। সুতরাং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে।
- (৬) লোভের বশবর্তী হয়ে গ্রামবাসীদের কোন জিনিস আত্মসাৎ করা যাবে না।

পরিচ্ছেদ - ২৩

সেন্দি চ্যালেঞ্জিং পদ্ধতি

২৩০১। **সেন্দি চ্যালেঞ্জিং পদ্ধতি**। একজন প্রহরী হিসাবে আগন্তুকের পরিচয় নেয়ার পদ্ধতি জানা একামত দরকার। এই পরিচয় নেয়ার পদ্ধতি হলো চ্যালেঞ্জিং পদ্ধতি। চ্যালেঞ্জ করার পদ্ধতি হচ্ছে যখন প্রহরী বুঝতে পারবে কে বা কারা আসছে তখনই সে যোগাযোগের মাধ্যমে গার্ড কমান্ডারকে জানাবে, গার্ড কমান্ডার তার গার্ডকে হাশিয়ার (স্ট্যান্ড টু) করাবে এবং প্রহরীর কাছে গিয়ে পরিসিহতি জানবে। তারপর যে দিক থেকে লোক আসছে সেই দিকে ভাল করে খেয়াল রাখবে। লোক/লোকগুলি যখন নিকটবর্তী হতে থাকবে এবং ৩০/৩৫ গজ দূরে থাকবে (যাতে শত্রুরা গ্রেনেড ছুঁড়তে না পারে)। প্রহরী বলবে থাম- হাত উপর। সে সময় সকলে সেই শত্রুর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে যেন কেহ পালাতে না পারে।

চ্যালেঞ্জ করার সঠিক পদ্ধতি নীচে দেওয়া হলো ঃ

প্রহরীর কাজ	চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাকারীর কাজ
ক। যাতে শুধু শুনতে পায় এতখানি জোরে বলবে "" থাম হাত উপরে"।	সিহর দাঁড়াবে এবং মাথার উপর হাত রাখবে ।
খ। বলবে ""এগিয়ে আসুন" অথবা তারা একাধিক হলে বলবে ""একজন"।	হাত মাথার উপরে রেখে একজন এগোবে।
গ। ছাড় শব্দের সাহায্যে পরিচয় নেবার মতো দূরত্বে এলে বলবে "" থাম"।	মাথার উপরে হাত রেখে সিহর দাঁড়াবে।
ঘ। ছাড় শব্দের একাংশ বলবে, যেমনঃ ""ছোট".....।	ছাড় শব্দের বাকি অংশ বলবে যেমনঃ ""ঘড়ি"
ঙ। মিত্র, যেতে পারে।	আগত ব্যক্তি একা বা দলে নির্ধারিত দিকে আসবে অথবা রক্ষণাত্মক অবসহানে প্রবেশ করবে ।

অধ্যায়-৩

অসএ প্রশিক্ষণ

পরিচ্ছেদ - ২৪

৭.৬২ মিঃ মিঃ রাইফেল - টাইপ ৫৬



২৪০১। পূর্ণ নাম। ক্যালিবার ৭.৬২ মিঃ মিঃ আধা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল - টাইপ ৫৬ ।

২৪০২। বিশিষ্ট ।

ক। আধা স্বয়ংক্রিয় ।

খ। গ্যাসের সাহায্যে পরিচালিত ।

গ। বাতাসের দ্বারা ঠান্ডা হয় ।

ঘ। ম্যাগাজিন হতে গুলি ফিড করা হয় ।

ঙ। বেয়নেট লাগানো ।

চ। অন্যান্য রাইফেল হতে হালকা এবং কার্যকরী ফায়ার করা যায়।

২৪০৩। ফায়ারের কার্যকারিতা ।

ক। প্রতিরক্ষামূলক দূরত্ব - ৩০০ মিটার ।

খ। কার্যকরী দূরত্ব	- ৪০০ মিটার।
গ। বিমান/প্যারাট্রুপ এর বিরতক্ষে	- ৫০০ মিটার।
ঘ। সম্মিলিত শত্রুতর বিরতক্ষে	- ৮০০ মিটার।
ঙ। প্রজেক্টাইলের কার্যকারিতা	- ১৫০০ মিটার।
চ। সর্বাধিক দূরত্ব	- ২০০০ মিটার।

২৪০৪। সাধারণ তথ্য।

ক। রাইফেলের ওজন সিলিং ব্যতীত	- ৩.৮৫ কেজি
খ। কার্ভিজ (বল)	- ১৬.৪ গ্রাম
গ। বুলেট	- ৭.৯ গ্রাম
ঘ। বারতদ	- ১.৬ গ্রাম
ঙ। ক্লিপ ১০টি গুলি সহ	- ১৮০ গ্রাম
চ। কার্ভিজের ধরণ	- ৭.৬২ ^৭ ৩৯ মিঃমিঃ

পরিশ্লেষ - ২৫

৭.৬২ মিঃ মিঃ এ্যাসল্ট রাইফেল বিডি-০৮ (টি-৮১-১)



২৫০১। পূর্ণ নাম। পূর্ণ নাম স্বয়ংক্রিয় ৭.৬২ মিঃ মিঃ এ্যাসল্ট রাইফেল বিডি-০৮ (টি-৮১-১) মেড ইন চায়না ।

২৫০২। বিশিষ্ট ।

ক। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কিমও একটি করে গুলি ফায়ার করার পদ্ধতিও রয়েছে ।

খ। গ্যাস দ্বারা পরিচালিত (রেগুলেটিং গ্যাস ব্লক সহ) ।

গ। ওজনে হালকা এবং নিখুঁত ফায়ারে সক্ষম ।

ঘ। বাতাসে ঠান্ডা হয় ।

ঙ। ম্যাগাজিন হতে গুলি পায় ।

চ। সম্মুখ যুদ্ধ (সি কিউ বি) এর জন্য আদর্শ ।

ছ। সম্মুখ যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য বেয়নেট সংযুক্ত যা প্রয়োজনে আলাদা করা যায় ।

জ। ফোল্ডাউ বাট ।

ঝ। ১০-৬০ ডিগ্রি কোণের মধ্যে গ্রেনেড ফায়ার করতে পারে ।

২৫০৩। ফায়ারের কার্যকারিতা।

- ক। দলবদ্ধ শত্রুর উপর - ৪০০ মি/৪৪০ গজ।
খ। সর্বোচ্চ কার্যকর ক্ষমতা - ৩০০ মি।

২৫০৪। সাধারণ তথ্য।

- ক। রাইফেল - ৩.৫ কেজি (খালি
ম্যাগাজিনসহ)
খ। খালি ম্যাগাজিন - ০.৪২৮ কেজি
গ। রাইফেল এবং এ্যাকসেসরিজ - ৩.৬৮ কেজি (একটি খালি
ম্যাগাজিন সহ)
ঘ। বেয়নেট - ০.২৫১ কেজি
ঙ। বেয়নেট এর খাপ - ০.০৮৫ কেজি

পরিচ্ছেদ - ২৬

৭.৬২ মিঃ মিঃ এস এম জি - টাইপ ৫৬



২৬০১। পূর্ণ নাম । পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় এসএমজি ক্যালিবার ৭.৬২ মিঃ মিঃ - টাইপ ৫৬ (মেড ইন চায়না) ।

২৬০২। বিশিষ্ট ।

ক। পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কিমও এক গুলি ও ফায়ার (সিঙ্গেল শট) করা যায় ।

খ। গ্যাস দ্বারা পরিচালিত ।

গ। বাতাসে ঠান্ডা হয় ।

ঘ। ম্যাগাজিন থেকে গুলি পায় ।

ঙ। রাইফেলের ন্যায় ব্যবহার করা যায় ।

চ। সি কিউ বি এর জন্য আদর্শ অসএ ।

২৬০৩। ফায়ারের কার্যকারিতা।

ক। সবচেয়ে কার্যকর দূরত্ব	- ৪০০ মিটার
খ। ছত্রী ~ সন্দের বিরতক্ষে	- ৫০০ মিটার
গ। দলবদ্ধ শত্রুর বিরতক্ষে	- ৮০০ মিটার
ঘ। প্রজেক্টাইলের কার্যকারিতা	- ১৫০০ মিটার
ঙ। সর্বাধিক দূরত্ব	- ২০০০ মিটার

২৬০৪। সাধারণ তথ্য।

ক। খালি ম্যাগাজিন সহ সিলিং ছাড়া	- ৩.৮১ কেজি
খ। খালি ম্যাগাজিন	- ০.৪২৮ কেজি
গ। ভরা ম্যাগাজিন	- ০.৯২ কেজি
ঘ। ম্যাগাজিনের সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা	- ৩০ রাউন্ড
ঙ। কার্টিজের ধরণ	- ৭.৬২^৩৯ মিঃ মিঃ
চ। কার্টিজের ওজন	- ১৬.৪ গ্রাম
ছ। বুলেট	- ৭.৯ গ্রাম

পরিচ্ছেদ - ২৭

৭.৬২ মিঃ মিঃ এল এম জি - টাইপ ৫৬



২৭০১। পূর্ণ নাম। পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় এল এম জি ক্যালিবার ৭.৬২ মিঃ মিঃ - টাইপ ৫৬ (মেড ইন চায়না) ।

২৭০২। বিশিষ্ট্য ।

ক। পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ।

খ। গ্যাস দ্বারা পরিচালিত ।

গ। বাতাসে ঠান্ডা হয় ।

ঘ। কাঁধের সাহায্য নিয়ে ব্যবহার করা হয় ।

ঙ। বেল্ট হতে এ্যামুনিশন দেয়া হয় যা ড্রাম ম্যাগাজিনে থাকে ।

চ। ব্যারেল সংযুক্ত ।

ছ। বিমানের বিরতক্ষে ব্যবহার করা যায় ।

২৭০৩। ফায়ারের কার্যকারিতা ।

ক। প্রতিরক্ষামূলক দূরত্ব	- ৫০০ মিটার
খ। সর্বাধিক কার্যকর দূরত্ব	- ৮০০ মিটার
গ। আকাশ টার্গেট/ছত্রী ~~~ সন্য ইত্যাদির বিরতক্ষে	- ৫০০ মিটার
ঘ। প্রজেক্টাইলের কার্যকারিতা	- ১৫০০ মিটার
ঙ। সর্বোচ্চ দূরত্ব	- ২০০০ মিটার

২৭০৪। কারিগরি তথ্য (ওজন) ।

ক। খালি ম্যাগাজিন সহ মোট ওজন	- ৭.৪ কেজি
খ। খালি ম্যাগাজিন	- ০.৮ কেজি
গ। ১০০ গুলি ভর্তি ম্যাগাজিন	- ২.৪৪ কেজি
ঘ। বল গুলি/রাউন্ড	- ১৬.৪ গ্রাম
ঙ। বুলেট	- ৭.৯ গ্রাম
চ। বারতদ	- ১.৬ গ্রাম

পরিচ্ছেদ - ২৮
৭.৬২ মিঃমিঃ এলএমজি টাইপ-৮১



২৮০১। পূর্ণ নাম। ৭.৬২ মিঃ মিঃ এলএমজি টাইপ-৮১।

২৮০২। বিশিষ্ট।

ক। সাধারণঃ

- (১) সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কিমও একটি করে গুলি ফায়ার করার পদ্ধতিও রয়েছে।
- (২) গ্যাস দ্বারা পরিচালিত (রেগুলেটিং গ্যাস ব্লক সহ)।
- (৩) ওজনে হালকা এবং নিখুঁত ফায়ারে সক্ষম।
- (৪) বাতাসে ঠান্ডা হয়।
- (৫) ড্রাম টাইপ ম্যাগাজিন ও রাইফেল বিডি-০৮ অসেএর ম্যাগাজিন উভয়ই ব্যবহার করা যায়।
- (৬) বহনযোগ্য হাতলের কারণে সহজে বহন করা যায়।

খ। ফায়ারের কার্যকর ক্ষমতা ঃ

- (১) কার্যকর ক্ষমতা ঃ ৬০০ মিটার।
(২) ছত্রী সেনার বিরতক্ষে কার্যকারিতা ঃ ৫০০ মিটার।

গ। ফায়ারের প্রকারভেদ ঃ

- (১) এক এক গুলি (সিংগেল শট)।
(২) ছোট বাস্ট ২-৩ গুলি (অত্যন্ত কার্যকরী)।
(৩) লম্বা বাস্ট ৬-১০ গুলি পর্যন্ত।

ঘ। ওজন ঃ সম্পূর্ণ- এলএমজি, একটি খাংল ম্যাগাজিন ও সম্পূর্ণ এ্যাকসেসরিজ সহ ৫.১৫ কেজি।

ঙ। দৈর্ঘ্য ঃ ৭.৬২ মি মি এলএমজি টাইপ-৮১ এর সম্পূর্ণ- দৈর্ঘ্য ১০২৪ মি মি

চ। অন্যান্য উপাত্ত ঃ

- (১) ক্যালিবার - ৭.৬২ মি মি
(২) মাজল ভেলোসিটি - ৭৩৫ মি/সে
(৩) ম্যাগাজিনে গুলি ধারণ ক্ষমতা - ৭৬ রাউন্ড
(৪) দুই সাইট এর মধ্যবর্তী দূরত্ব - ৪৯০ মি মি
(৫) সাইট গ্রাজুয়েশন - ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

ছ। অনুমোদিত এ্যামুনিশন

- ক। ১ম সারি - ৯০০ রাউন্ড
খ। পৌচ - ৪৫০ রাউন্ড
গ। রিজার্ভ - ৪৫০ রাউন্ড
ঘ। ২য় সারি - ৪৫০ রাউন্ড

পরিচ্ছেদ - ২৯

৭.৬২ মিঃ মিঃ রাইফেল গ্রেনেড লঞ্চার (জিএফ) এম-৫৯/৬৬ এ ১



২৯০১। পূর্ণ নাম। ৭.৬২ মিঃমিঃ রাইফেল গ্রেনেড লঞ্চার
(জিএফ) এম-৫৯/৬৬ এ ১।

২৯০২। বৈশিষ্ট্য।

ক। আধা স্বয়ংক্রিয়।

খ। গ্যাসের সাহায্যে পরিচালিত।

গ। বাতাসের দ্বারা ঠান্ডা হয়।

ঘ। ম্যাগাজিন হতে এ্যামুনিশন ফিড করা হয়।

ঙ। সংগীন যুত্ব।

চ। গ্রেনেড লঞ্চার সংযুক্ত।

ছ। গ্রেনেড ফ্যারিং সাইটের সাহায্যে গ্রেনেড ফায়ার করা হয়।

জ। রাত্রের ফায়ারের জন্য লুমিনাস পেইন্ট সাইটে লাগানো আছে।

সাধারণ উপাত্ত

২৯০৩। কারিগরি তথ্য।

ক। রাইফেলের ওজন	- ৪.১ কেজি।
খ। বল কার্টিজের ওজন	- ১৭.৩০ গ্রাম।
গ। বুলেটের ওজন	- ৭.৪০ গ্রাম।
ঘ। প্রপেলেন্ট চার্জ	- ১৬৮ গ্রাম।
ঙ। লক্ষ্যার	- ২১০ গ্রাম।

২৯০৪। অন্যান্য তথ্য।

ক। রাইফেলের ~~দর্ঘ্য	- ১১২০ মিঃ মিঃ।
খ। ব্যারেলের ~~দর্ঘ্য	- ৪৬০ মিঃ মিঃ।
গ। সাইট রেডিয়াস	- ৪৪৩ মিঃ মিঃ।
ঘ। ক্যালিবার	- ৭.৬২ মিঃ মিঃ।

২৯০৫। ফায়ারের কার্যকারিতা (বল এ্যামোঃ)।

ক। কার্যকর দূরত্ব	- ৪০০ মিটার।
খ। সর্বোচ্চ দূরত্ব	- ২০০০ মিটার।
গ। মাজল ভেলোসিটি	- ৭৩৫ ফিট/সেকেন্ড।

- ঘ। ডিফেন্সিভ রেঞ্জ - ৩০০ মিটার।
ঙ। চেম্বার প্রেসার - ২৮০০ কেজি।

২৯০৬। গ্রেনেড এর প্রকার। এই অসএ দ্বারা ৪ প্রকার গ্রেনেড ফায়ার করা হয়।

ক। এন্টি ট্যাংক।

খ। এন্টি পারসোনাল।

গ। স্মোক।

ঘ। ইলিউমিনেটিং।

২৯০৭। বিভিন্ন প্রকার গ্রেনেড এর বৈশিষ্ট্য।

ক। এন্টি ট্যাংক।

(১) ক্যালিবার - ৬০ মিঃ মি।

(২) ওজন - ৬০২ গ্রাম।

(৩) সর্বোচ্চ কার্যকরী দূরত্ব - ১৫০ মিটার।

(৪) সর্বোচ্চ দূরত্ব ৪৫° কোণে - ৩২০ মিটার।

(৫) মাজল ভেলোসিটি - ৬০ মিটার।

(৬) ছেদন ক্ষমতা ৯° কোণে - ২০০ মিঃ মিঃ ষ্টিল প্লেট।

(৭) ছেদন ক্ষমতা ২৫° কোণে - ৮০ মিঃ মিঃ ষ্টিল প্লেট।

খ। এন্টি পারসোনাল।

- (১) ক্যালিবার - ৩০ মিঃ মিঃ।
- (২) ওজন - ৫২০ গ্রাম।
- (৩) দৈর্ঘ্য - ৩০৭ মিঃ মিঃ।
- (৪) সর্বোচ্চ কার্যকরী দূরত্ব - ২৭০ মিটার।
- (৫) মাজল ভেলোসিটি - ৬৬ মিঃ সেকেন্ড।
- (৬) সর্বোচ্চ দূরত্ব - ৪০০ মিটার।

গ। ইলিউমিনেটিং (এম ৬২)।

- (১) এই গ্রেনেড ২৫° কোণে ফায়ার করা হয়।
- (২) ক্যালিবার - ৪৪ মিঃ মিঃ।
- (৩) ওজন - ৪৫০ গ্রাম।
- (৪) লম্বা - ৩৩০ মিঃ মিঃ।
- (৫) প্রজ্জ্বলন এলাকা (চারদিক) - ৩৫০ মিটার।
- (৬) প্রজ্জ্বলন সময় (প্যারাসুট খোলার পর থেকে ৩০ সেকেন্ড)।

ঘ। ১ম সারির গ্রেনেড। ১ম সারির বল রাইফেল টি-৫৬ ন্যায় এবং সারির গ্রেনেড মোট ১২টি। নিম্নের
টেবিলে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো ঃ

ক্র/নং	প্রকার	পোচ	রিজার্ভ
১।	এ্যান্টি ট্যাংক	৪	২
২।	এ্যান্টি পার্সোনাল	২	২
৩।	স্মোক	২	-

পরিচ্ছেদ - ৩০

রাইফেল জি-৩



৩০০১। পূর্ণ নাম। রাইফেল জি-৩ ক্যালিবার ৭.৬২ ® ৫১ মিঃ মিঃ (মেড হ^ন জার্মানী)।

৩০০২। বিশিষ্ট।

ক। রিকয়েল চালিত অসএ যার ভিতর একটি ডিলেইড রোলার লকড্ বোল্ট পদ্ধতি সংযুক্ত আছে।

খ। একটি বিশ রাউন্ডের ম্যাগাজিনের সাহায্যে এ্যামুনিশন ভরা হয়।

- গ। কোন পরিবর্তন ছাড়াই রাইফেলে টেলিস্কোপ সাইট সংযুক্ত করা যায় ।
- ঘ। এই রাইফেল দিয়ে গ্রেনেড নিক্ষেপ করা যায় । গ্রেনেড নিক্ষেপ করার জন্য ৭.৬২ মিঃ মিঃ ^ ৫১ প্রপেলেন্ট কার্টিজ ব্যবহার করা হয় ।
- ঙ। ব্ল্যাংক কার্টিজ ফায়ার করার জন্য একটি ব্ল্যাংক এ্যাটাচমেন্ট এই রাইফেলের সাথে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা আছে ।
- চ। এই রাইফেলের সাথে প্রশিক্ষণ সামগ্রী হিসাবে রদপামতরিত সাব ক্যালিবার ইউনিট রয়েছে যার ফলে ২২ এল আর (৫.৬ মিঃ মিঃ ^ ১৬) কার্টিজ ফায়ার করা সম্ভব ।

পরিচ্ছেদ - ৩১

৭.৬২ এল এম জি এইচ কে ১১এ১



৩১০১। পূর্ণ নাম । ৭.৬২ মিঃ মিঃ অটোমেটিক লাইট মেশিন গান এইচকে ১১এ১ (মেড ইন জার্মানী) ।

৩১০২। ~~~বশিষ্ট । এল এম জি এইচকে ১১এ১ একটি সংযুক্ত বোল্ট ও সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় অসএ যা একক এবং অনবরত ফায়ার করতে পারে । এই অসএ ধাক্কায় পরিচালিত । এটার বোল্টের সংগে রোলার সংযুক্ত করা রয়েছে যা বোল্টকে লক করে । এই অসএর ব্যারেল পরিবর্তনশীল । অসএর সংগে ২০টি গুলির ম্যাগাজিন লাগানো থাকে । অসএ কক করে যদি সোজা ছেড়ে দেয়া হয় তবে চেম্বারে একটি গুলি প্রবেশ করে এবং বোল্ট সংকুচিত হয় । এটাতে ব্ল্যাংক এ্যাটাচমেন্ট আছে যা ফায়ার করার পূর্বে ফ্লাশ হাইডারের জায়গায় লাগানো হয় ।

এ্যামো স্কেল

ক্রঃ নং	অসেসের নাম	প্রথম সারি	দ্বিতী য় সারি
১।	৭.৬২ মিঃ মিঃ পিসতল	১৬	-
২।	৭.৬২ মিঃ মিঃ এস এম জি	১২০	৬০
৩।	৭.৬২ মিঃ মিঃ রাইফেল/ইয়াগো (জিএফ)	১০০	৪০
৪।	৭.৬২ মিঃ মিঃ এল এম জি	৫০০	৫০০
৫।	৭.৬২ মিঃ মিঃ এইচ এম জি	১৫০০	১৫০ ০
৬।	৪০ মিঃ মিঃ রকেট লঞ্চার	০৬	০৩
৭।	৪৪ মিঃ মিঃ হ্যান্ড লঞ্চার	০৪	০৪

পরিচ্ছেদ - ৩২
৪০ মিঃ মিঃ রকেট লঞ্চার - টাইপ ৬৯



৩২০১। পূর্ণ নাম ৪০ মিঃ মিঃ রকেট লঞ্চার - টাইপ ৬৯।

৩২০২। বিশিষ্ট।

ক। ওজনে হালকা, বহনে সহজসাধ্য এবং কার্যকর, সম্মুখ যুদ্ধের জন্য উপযোগী।

খ। গঠনে সাধারণ, অপারেশনের জন্য সুবিধাজনক এবং সহজে পারদর্শিতা অর্জন করা যায়।

গ। এই অসেএর সাথে একটি অপটিক্যাল সাইট আছে যার ফলে ফায়ারার স্পষ্টভাবে লক্ষ্যসিহর করতে পারে।

ঘ। এই অসেএ High Explosive Anti Tank - HEAT শেল ব্যবহার করা হয়।

ঙ। ফায়ারার পরে রকেটের ফাইবার কন্টেইনারের অবশিষ্ট অংশ বোরের ভিতরে থেকে যায়। যার জন্য পরবর্তী ফায়ারার পূর্বে বোর পরিষ্কর করতে হয়। এ জন্য ফায়ারার হার কমে যায়।

চ। ব্যাক ব্লাস্ট ৮০ ডিগ্রী কোণে ৩০ মিটার পর্যন্ত।

৩২০৩। ফায়ারের কার্যকারিতা।

- ক। পয়েন্ট ব্লুংক রেঞ্জ - ৩০০ মিটার
খ। সর্বাধিক সাইট রেঞ্জ - ৫০০ মিটার

৩২০৪। ভেদ ক্ষমতা। এই অসএ দ্বারা ১০০ মিটার দূরত্বে ফায়ার করলে বিভিন্ন ডিগ্রি অনুযায়ী ভেদ ক্ষমতা
বিভিন্ন দ্রব্যাদির উপর বিভিন্ন রকমের ঃ

- ক। লৌহপাতে ৯০° কোণে হিট করলে -২৬০ মিঃ মিঃ
খ। লৌহপাতে ৪৫° কোণে হিট করলে -১১০ মিঃ মিঃ
গ। কংক্রিট স্লাবে ৯০° কোণে হিট করলে -১১০ মিঃ মিঃ

পরিচ্ছেদ - ৩৩

এন্টি ট্যাংক গাইডেড উইপন (এসআর) মেটিস এম-১ এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা



চিত্র ঃ এটিজিডব্লিউ (এসআর) মেটিস এম-১।

৩৩০১। পূর্ণ নাম। এটিজিডব্লিউ (এসআর) মেটিস এম-১ (মেড ইন রাশিয়া)

৩৩০২। বিশিষ্ট।

(১) টিউব হতে উৎক্ষেপিত।

(২) অপারেটর কর্তৃক চাক্ষুষ লক্ষ্যসিহরকরণ।

- (৩) ইনফ্রারেড রশ্মি দ্বারা নিয়মিত।
- (৪) নির্দেশন তারের মাধ্যমে নিয়মএণ আদেশ পরিচালিত।
- (৫) দ্বিতীয় প্রজন্মের ট্যাংক বিধ্বংসী পরিবারের ক্ষেপণাসএএ এবং সেমি-অটোমেটিক কমান্ড টু লাইন অব সাইট নিয়মএণ সিস্টেম মেনে চলে।
- (৬) এই মিজাইল সহজে বহনযোগ্য, ভূমি ও হেলিকপ্টার হতে নিক্ষেপণযোগ্য এবং উৎক্ষেপণ যান হতেও নিক্ষেপণ করা সম্ভব।
- (৭) থার্মাল ইমেজারের সাহায্যে রাত্রিকালীন ফায়ার পরিচালনা করা যায়।

৩৩০৩। কারিগরী তথ্যাবলী।

- (১) রেঞ্জ (দিবা-রাত্রি)/কার্যকরী দূরত্ব - ৮০-২০০০ মিঃ।
- (২) হোমোজিনিয়াস আর্মার প্লেটে ষড়দন ক্ষমতা - ৯০০-৯৫০ মিঃ মিঃ।
- (৩) মিজাইলের ডায়ামিটার - ১৩০ মিঃ মিঃ।
- (৪) অপারেশন তাপমাত্রা - ৫০ ডিগ্রী হতে + ৫০ ডিগ্রী সেলসিয়াস।
- (৫) উৎক্ষেপণ ইউনিটের ওজন - ৯.৫ কেজি।
- (৬) টিউবসিহত মিজাইলের ওজন - ১৩.৮ কেজি।
- (৭) টিউবসিহত মিজাইলের দৈর্ঘ্য - ১০০ সেঃ মিঃ।

৩৩০৪। গোলাবারতদের প্রকারভেদ ও প্রাধিকার।

ক্রমিক	এ্যা মোঃ প্রকা র	১ম সারি	১ম সারি		২য় সারি	মমতব্য
			গোচ	রিজা র্ড		
১।	মিজা ইল	০৬ (৪^এ ইচ ইএটি+	০৩ (২^এ ইচ ইএটি	০৩ (২^এ ইচ ইএটি	০৪ (৩^এ ইচ ইএটি	+ট্যাং কের ও সাঁজোয়া যানের বিরম্বন্ধে
		২^থা মো++ বেরিক)	১^থা মো বেরি ক)	১^থা মো বেরিক)	১^থা মো বেরিক)	++প্রকৃ তি ও স্থাপনা ল ^১ ্য বস্তুর বিরম্বন্ধে

৩৩০৫। উপদলের সদস্য। ০৪ জন।

পরিচ্ছেদ - ৩৪

এন্টি ট্যাংক উইপন (এটি ডব্লিউ) পিএফ-৯৮ বিএন এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা



৩৪০১। পূর্ণ নাম। এন্টি ট্যাংক উইপন (এটি ডব্লিউ) পিএফ-৯৮ বিএন (মেড ইন চায়না)।

৩৪০২। বিশিষ্ট্য। নিচে প্রদত্ত হলোঃ

ক। সাধারণ গঠন।

খ। উচ্চ ফায়ার ক্ষমতা সম্পন্ন।

গ। অত্যন্ত নিপুণ লক্ষ্যভদী।

ঘ। উন্নত ম্যানুভার ক্ষমতা সম্পন্ন।

ঙ। উচ্চ মাত্রার ধ্বংসাত্মক সম্ভাবনা সম্পন্ন।

চ। সহজে ব্যবহারযোগ্য।

ছ। ইলেকট্রিক্যাল ফায়ারিং ম্যাকানিজম বিশিষ্ট।

জ। সকল ধরনের পরিবেশ পরিসিহতিতে ব্যবহার উপযোগী।

ঝ। এক সহান থেকে অন্যসহানে সহানামতরের ক্ষেত্রে ব্যাগে বহন এবং
অসেএর সাময়িক অবসহান পরিবর্তন হাত বা কাধের সাহায্যে করা যায়।

ঞ। বিভিন্ন উপায়ে ফায়ার করা যায়, যেমন ট্রাইপড এর উপর সহাপন কর, কাঁধের উপর নিয়ে ইত্যাদি।

৩৪০৩। কারিগরী তথ্যাবলী।

ক। ক্যালিবার	- ১২০ মিঃমিঃ।
খ। এইচইএটি রকেটের কার্যকরী দূরত্ব (ফায়ার কন্ট্রোল ডিভাইস সংযুক্ত অবসহায়)	- ৮০০ মিঃ।
গ। এইচইএটি রকেটের কার্যকরী দূরত্ব (ডে/নাইট ভিশন সাইট সংযুক্ত অবসহায়)	- ৫০০ মিঃ।
ঘ। মাল্টিপারপাস রকেটের সর্বোচ্চ দূরত্ব	- ১৮০০ মিঃ।
ঙ। লঞ্চার টিউব এর ওজন	- ০৮ কেজি।
চ। ট্রাইপড এর ওজন	- ৭.৭ কেজি।
ছ। একজনর জন্য সর্বোচ্চ বহনকৃত ওজন	- ২১ কেজি (প্রায়)।
জ। ~~দর্ঘ্য (বহন করার সময়)	- ১.২৫ মিঃ (প্রায়)।
ঝ। এটিডব্লিউ এর আয়ুষ্কাল	- ১০০ রাউন্ড।

এ। পশ্চাৎ বিস্ফোরণ এলাকা ঃ

- (১) ১০ মিঃ অগ্নিশিখার নির্গমন বিপদজনক এলাকা $(৭০^\circ + ৭০^\circ) = ১৪০^\circ$ কোণ।
- (২) ৫০ মিঃ রেট্রাজেক্টিং অবজেক্ট নির্গমনের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা $(৪০^\circ + ৪০^\circ) = ৮০^\circ$ কোণ।
- (৩) ১৫০ মিঃ ব্রেক রোপ ছিড়ে গেলে সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা $(৬০^\circ + ৬০^\circ) = ১২০^\circ$ কোণ।

ট। পরিচালনার তাপমাত্রা - ৪০° থেকে $+ ৫০^\circ$ সেঃ।

ঠ। পরিচালন উচ্চতা - ০ হতে ৩০০০ মিঃ।

ড। সংরক্ষণের ক্ষেত্র স্টোরেজ তাপমাত্রা - $+ ৫^\circ$ থেকে $+ ৩৫^\circ$ সেঃ।

ঢ। ব্যাটারী এক্টিভেশনের নিয়ম। নিম্নে প্রদত্ত ী

- (১) ব্যাটারী ০৩ মাসের বেশী সময় স্টোরে থাকলে ব্যবহারের পূর্বে অবশ্যই এক্টিভেশন করে নিতে হবে।
- (২) প্রতিবার ব্যাটারী চার্জের পূর্বে ৫০% এর কম চার্জ থাকলে প্রথমে ডিসচার্জ করে পুনরায় সম্পূর্ণ চার্জ করতে হবে।
- (৩) সচরাচর ব্যবহৃত হয় এমন ব্যাটারীর ক্ষেত্রে প্রতি ৬ মাসে ১-২ বার এক্টিভেশন অপারেশন করতে হবে।

৩৪০৪। ফায়ার সক্ষমতা।

ক। ফায়ারের রেট-৪/৬ রাউন্ড প্রতি মিনিট।

খ। মাল্টিপারপাস রকেটের ভেদন ক্ষমতা - ৫৫° কোণে হোমোজেনাস আর্মার প্লেট (৪০ মিঃ মিঃ পর্যমত)।

গ। এইচএটি রকেটের ভেদন ক্ষমতা - ন্যাটো প্রথম জেনারেশন রিএক্টিভ আর্মার (ট্রিপল হেভী টার্গেট)।

৩৪০৫। গোলাবারতদের প্রকার ও প্রাধিকার।

ক্রমিক	এ্যামোঃ প্রাধিকার	প্রথম সারি		দ্বিতীয় সারি
		পোচ	রিজার্ভ	
১।	এইচএটি	০২	০২	০৩
২।	মাল্টিপারপাস	০১	০১	০১
মোট		০৩	০৩	০৪
		০৬		

৩৪০৬। উপদল সদস্য। ০৪ জন।

পরিচ্ছেদ - ৩৫

৩০ মিঃ মিঃ অটোমেটিক গ্রেনেড লঞ্চার এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা



৩৫০১। পূর্ণ নাম। ৩০ মিঃমিঃ অটোমেটিক গ্রেনেড লঞ্চার (মেড ইন রাশিয়া)

৩৫০২। বিশিষ্ট্য।

ক। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়।

খ। কাঁধে বহনযোগ্য।

গ। যে কোন প্রকারের ভূমি ও আবহাওয়াতে ফায়ারযোগ্য।

ঘ। ট্রাইপড এবং যানবাহনে সংযুক্ত উভয় অবস্থায় ফায়ার করা সম্ভব।

ঙ। আংশিক/পুরোপুরি ভাবে সঁজায়ো যান ধ্বংস করতে পারে।

চ। শুধুমাত্র এইচ ই এ্যামোঃ এর ফায়ার করে।

ছ। বেল্ট এর সাহায্যে এ্যামোঃ ভরা হয়।

৩৫০৩। কারিগরি তথ্যাবলী।

ক। ক্যালিবার	- ৩০ মিঃ মিঃ
খ। লগ্নারের দৈর্ঘ্য	- ৮৩৭ মিঃ মি
গ। উচ্চতা	- ১৬৭ মিঃ মিঃ
ঘ। বেধ	- ১২৫ মিঃ মিঃ
ঙ। মাজল ভেলোসিটি	- ১৮৫ মি/সেঃ
চ। সঞ্চালন পদ্ধতি	- ব্লোব্যাক
ছ। রেট অব ফায়ার	- ৪০০ রাউন্ড/মিনিট
জ। ওজন ঃ	

(১) অসেএর ওজন	- ১৭ কেজি
(২) গোলার ওজন	- ৩৫০ গ্রাম
(৩) এ্যামোঃ বসের ওজন	- ২.৯ কেজি
(৪) ট্রাইপজ	- ৬ কেজি

ক। অপটিকাল সাইট

(১) ফিল্ড অব ভিউ	- ১৩ র্
(২) বর্ধনকারী ক্ষমতা	- ২.৭ গুণ
(৩) সনাত্তুকরণ দূরত্ব	- ৪০০ মিঃ

এ। কার্যকরী দূরত্ব

- (১) নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু বিরতক্ষে - ১৭০০ মিঃ
(২) এলাকা লক্ষ্যবস্তু বিরতক্ষে - ২১০০ মিঃ

ট। এ্যামোঃ ধারণ ক্ষমতা - ৩০ রাউন্ড/বেল্ট

৩৫০৪। উপদল সদস্য - ০২ জন।

পরিচ্ছেদ - ৩৬
আরজেস হ্যান্ড গ্রেনেড ৭২ অস্টিয়া/বিডি ৮৪



৩৬০১। গ্রেনেড হ্যান্ড আরজেস ৭২ অস্টিয়াতে তৈরি। প্লাস্টিকের মধ্যে লাগানো ইস্পাতের ২৬০০-৩৫০০ বল দিয়ে (বিডি ৮৪, ৩৫০০-৪৫০০ বল) তৈরি। গ্রেনেডের ভিতর খোলা অংশে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ভরা থাকে। ডেটোনেটর ফেটে গিয়ে এক্সপ্লোসিভকে বিস্ফোরিত করে শত্ৰু প্লাস্টিক দিয়ে ইগনাইটার হেড তৈরি, একটি ধাতব নলে ডিলে কম্পাউন্ড ঢুকিয়ে দেয়া থাকে। প্রটেকটিভ ইগনাইটার ও স্ট্রাইকার এমন ভাবে তৈরি যে, স্ট্রাইকার যেন কোন মতেই ডেটোনেটরের বাহির আঘাত না করে। নিষ্ক্ষেপ করার আগে সেফটি লিভারকে গ্রেনেড বডির সাথে জোড়ে চেপে রেখে সেফটি পিন খুলতে হবে।

ক। সাধারণ উপাত্ত।

- (১) ওজন ঃ ৪৮৫ গ্রাম (+ ৩০ গ্রাম)।
- (২) এইচ ই ফিলিং এর ওজন ৬৫ গ্রাম (± ০৫ গ্রাম)।
- (৩) ডিলে টাইমঃ ৪ সেকেন্ড (+১.৫- ০৫ সেঃ)।

(৪) ষ্টিল বলের সংখ্যাঃ ২৬০০ থেকে ৩৫০০ (বিডি ৮৪, ৩৫০০- ৪৫০০ বল)

(৫) ডেটোনেটরের দৈর্ঘ্য ঃ ৭০ মিঃ মিঃ। (\pm ১ মিঃ মিঃ)

(৬) ষ্টিল বলের ব্যাসার্ধ ঃ ২.৫-৩ মিঃ মিঃ।

খ। বিভিন্ন অংশের নাম।

(১) প্লাস্টিক ইগনাইটর হেড।

(ক) স্ক্রু

(খ) স্ট্রাইকার

(গ) সেফটি পিন ও রিং

(ঘ) সিফটি লিভার

(২) এক্সপ্লোসিভ ক্যাপসুল/ডেটোনেটর।

(ক) প্রাইমার

(খ) ডিলে ট্রাইন টিউব

(গ) ডেটোনেটর

(ঘ) ডিলে একশন ইগনাইটর

(৩) গ্রেনেড বডি।

(ক) এইচ ই ফিলিং

(খ) ষ্টিল বল

(গ) বডি

পরিচ্ছেদ - ৩৭

স্বয়ংত্রিয় অসএ সহাপনের নীতিমালা

৩৭০১। স্বয়ংত্রিয় অসএ সহাপনের নীতিমালা সমূহ নিম্নরূপ ০ঃ

ক। ডেফিলেডেড অবসহান।

খ। পারস্পরিক সাহায্য।

গ। ছদ্মবেশ এবং লুকানো।

(১) অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া বন্ধ রাখতে হবে।

(২) লক্ষ্যবসও অসএর কার্যকরী পাল্লায় না আসা পর্যন্ত গুলিবর্ষণ শুরু থেকে বিরত থাকতে হবে।

(৩) আর আর এর ক্ষেত্রে পশ্চাৎ বিস্ফোরণ ও মাজল ফ্লাশ লুকানো থাকতে হবে।

ঘ। সহানীয় নিরাপত্তা। অন্য কোন ক্ষুদ্রাসএ পাশে থাকবে।

ঙ। ফিল্ড অব ফায়ার। সর্বোচ্চ দূরত্ব পর্যন্ত পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করবে।

চ। বিকল্প অবসহান।

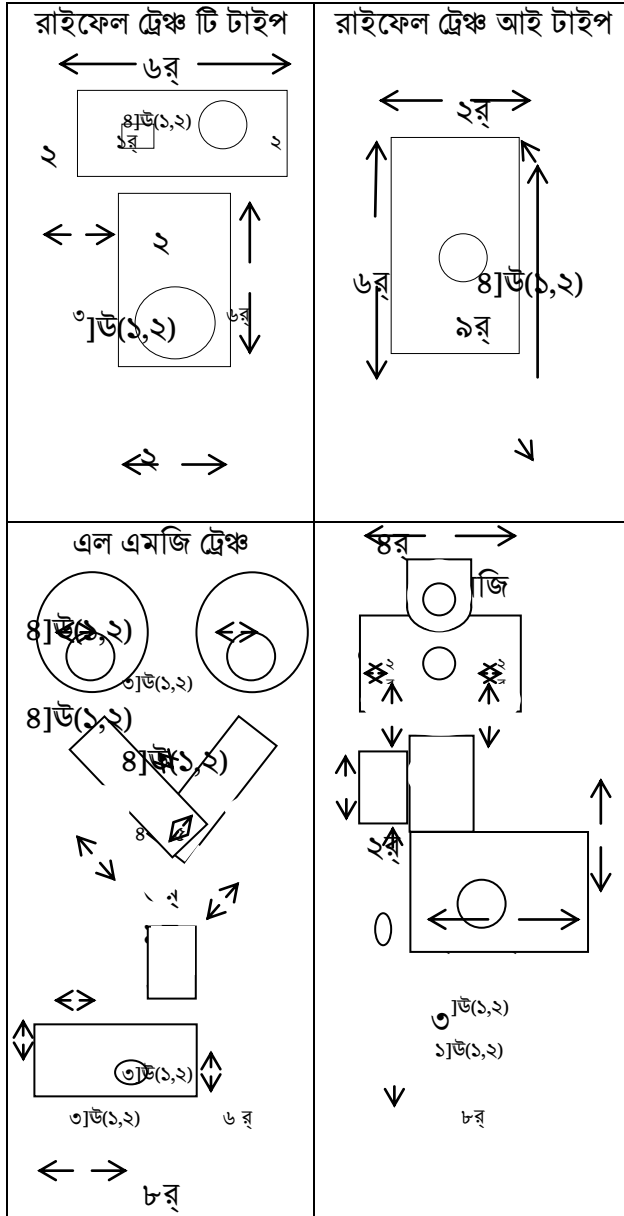
(১) বিকল্প অবসহান থেকে অসএ যেন তার উপর অর্পিত মূল দায়িত্ব পালন করতে পারে।

(২) যতদূর সম্ভব আসল অবসহান এবং বিকল্প অবসহানের মধ্যে গোপন পথ থাকা উচিত।

(৩) দুই অবসহানের মধ্যে যাবার রাসতা সহজ চলাচলের উপযোগী হতে হবে।

ছ। সর্বমুখী প্রতিরক্ষা।

জ। ছাদ।



পরিচ্ছেদ - ৩৮

বিমান আত্মরক্ষণ হতে রক্ষণ

৩৮০১। বিমান আত্মরক্ষণ হতে রক্ষণ। বিমান আত্মরক্ষণের এক অসামান্য ~~বশিষ্ট্য হল গতি। প্রথমবারের মতো দেখা দিয়ে বিমানের আত্মরক্ষণ শেষ হতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে। বিমান প্রতিরক্ষার কার্যকারিতা যার উপর নির্ভর করে তা হলো ০ঃ

ক। গতি। বিমান আত্মরক্ষণের হুঁশিয়ারী সংকেত অত্যধিক দ্রুত গতিতে দিতে হবে।

খ। সময়। আপদ সংকেত দেয়ার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে আদেশ দিতে হবে এবং তা পালন করতে হবে।

গ। ফায়ার শৃংখলা। দক্ষতার সিহরতা এবং ফায়ার শৃংখলা বজায় রাখতে হবে।

ঘ। সর্বোচ্চ সংখ্যক অসএ। বিমান বিধ্বংসী সর্বোচ্চ সংখ্যক অসএ মোতায়ন করতে হবে।

৩৮০২। শত্রুতর আত্মরক্ষণ হতে পদাতিক নিজেদেরকে নিমণলিখিত উপায়ে বাঁচায় ০ঃ

ক। ছড়িয়ে পড়ে।

খ। আত্মগোপন করে বা লুকিয়ে।

গ। তাৎক্ষণিক আত্মরক্ষণ আচরণ করে।

৩৮০৩। আত্মমত হলে করণীয়। সাধারণত এ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হালকা মেশিনগান দিয়ে ফায়ার করতে হবে। বিমানকে নীচু উড্ডয়নে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে খোলা জায়গায় অবসিহত রাইফেলধারী সৈনিক অথবা অন্যান্য যারা পারে তাদের ফায়ার করতে হবে। অন্যান্য সৈনিক যাদের ইতিমধ্যে ছড়িয়ে যাওয়া উচিত তাদের দ্রুতত ভূমির অমতরালে অথবা অন্য কোথাও আড় নেওয়া এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত ঐ অবসহায় বহাল থাকা উচিত।

অধ্যায় - ৪

প্রশাসন ও বিবিধ বিষয়সমূহ

পরিচ্ছেদ - ৩৯

সৈনিকের যতণ এবং প্রাথমিক চিকিৎসা

সৈনিকের যতণ

৩৯০১। অধীনসহ সৈনিকদের হালনাগাদ তালিকা।

ক। নম্বর, পদমর্যাদা এবং নাম।

খ। বাড়ীর ঠিকানা।

গ। রক্তের শ্রেণী।

ঘ। নিকটতম আত্মীয়ের নাম, ঠিকানা এবং পরিবারের বিবরণ।

ঙ। ভর্তির তারিখ।

চ। সেকশনে বদলী হওয়ার তারিখ।

ছ। পেশা এবং বিশেষ যোগ্যতা।

জ। প্রশিক্ষণ বিবরণী।

ঝ। লক্ষ্য নৈপুণ্য/ফায়ার ফলাফল।

ঞ। বেতনের হার।

ট। ছুটির পরিকল্পনা।

৩৯০২। ব্যক্তিগত পরিকল্পনা-পরিচ্ছন্নতা।

ক। কাপড় চোপড় পরিকল্পনা রাখা।

খ। চুল, দাড়ি কাটা।

- গ। চর্ম রোগের হাত হতে বাঁচার জন্য শরীরের যতণ নেয়া।
ঘ। সপ্তাহে অমততঃ একবার সাবান দিয়ে গোসল করা।
ঙ। প্রত্যহ গেঞ্জি, আন্ডার ওয়ার এবং মোজা পরিস্কার করা।
চ। চক্ষু পরিস্কার রাখা।
ছ। রাত্রিকালীন সময়ে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক কাপড় চোপড় পরিধান করা।
জ। নাক পরিস্কার রাখা।
ঝ। দাঁত পরিস্কার রাখা।
ঞ। প্রত্যহ গোসল করা।
ট। শোয়ার পূর্বে হাত মুখ ভালভাবে ধৌত করা।
ঠ। বিছানা ও বালিশের কভার পরিস্কার রাখা।
ড। সপ্তাহে একবার নখ কাটা।
ঢ। খাওয়ার পূর্বে ভালভাবে হাত ধৌত করা। বাসি খাবার গ্রহণ না করা, ঢাকনা ছাড়া খাবার গ্রহণ না করা।
ণ। অস্বাসহ্যকর চুল পরিস্কার করা। ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রত্যেক সৈনিক দায়ী।

৩৯০৩। পায়ের যতণ। পদাতিক বাহিনীর অধিকাংশ কাজ পায়ের উপর নির্ভর করে। তাদের পায়ের যতণ নেয়া উচিত। প্রতিদিন পা ভালোভাবে পরিস্কার করতে হবে। পচনের সম্ভাবনা থাকলে চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে ফুট পাউডার এনে নিয়মিত ব্যবহার করা উচিত। মোজা অবশ্যই পরিস্কার ও শুষ্ক রাখতে হবে। জুতা মাপমতো ও আরামদায়ক হতে হবে এবং সবসময় তা মেরামত করে রাখতে হবে। এই সমসত বিষয় নিশ্চিত করার জন্য সেকশন অধিনায়ককে নিয়মিত সৈনিকদের পা পরিদর্শন করতে হবে।

প্রাথমিক চিকিৎসা

৩৯০৪। সংজ্ঞা। কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা বা অসুখ বিসুখে ঘটনাসহলে চিকিৎসকের আগমনের পূর্বে রোগীকে যে সাময়িক চিকিৎসা দেয়া হয় তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে।

৩৯০৫। প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য।

ক। রোগীকে বাঁচিয়ে রাখা।

খ। রোগীর ব্যথা লাঘব করা।

গ। রোগীর জখম বা রোগের অবনতি প্রতিরোধ করা।

ঘ। রোগ বা আঘাতের আরোগ্য ত্বরান্বিত করা।

ঙ। রোগীকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে প্রেরণ করা।

৩৯০৬। রক্তক্ষরণ বন্ধ করার উপায়।

ক। পরিষ্কর কাপড় জখমের উপর রেখে হাতের তালুর সাহায্যে চাপ দিয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা যায়।
যদি ডেসিং ভিজে যায় তাহলে ডেসিং না খুলে তার উপর নতুন ডেসিং দিয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা যায়।

খ। প্রেসার ব্যানডেজ।

গ। জখমী অংশ উঁচু করে রাখা।

৩৯০৭। নাক থেকে রক্তক্ষরণ। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আঘাত লেগে নাক থেকে রক্ত ক্ষরণ হতে পারে। এক্ষেত্রে করণীয় হলোঃ

ক। নাক চেপে ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে পড়া। এভাবে ১৫ মিনিট সময় বসে থাকলে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়।

খ। নাকের উপর বরফ ঠান্ডা পানি দ্বারা ধুয়ে দেয়া যেতে পারে। রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে।

গ। এতেও রক্তপাত বন্ধ না হলে সম্ভব হলে নেজাল প্যাক দিয়ে রোগীকে মেডিক্যাল অফিসারের নিকট সহানামতর করতে হবে।

৩৯০৮। চোখে আঘাত লাগা বা কিছু পড়া।

ক। যদি চোখের মণিতে কিছু আটকিয়ে যায় তবে তা সরানোর চেষ্টা না করে মেডিক্যাল অফিসারের নিকট নিয়ে যেতে হবে।

খ। চোখ খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সন্দেহ হলে চোখ বন্ধ অবস্থায় তার উপর হালকা ড্রেসিং দিতে হবে এবং মেডিক্যাল অফিসারের নিকট নিয়ে যেতে হবে।

৩৯০৯। বিষধর সাপের দংশনের উপসর্গ সমূহ।

ক। তাৎক্ষণিক লক্ষণ ও চিহ্ন।

(১) দংশিত সহানে তীব্র ব্যথা, ফুলে উঠা ও ফোলা জায়গায় ফোসকা দেখা যেতে পারে।

(২) ধোঁড়া বা ভাইপার সাপের কামড়ে জখমের সহান খুব বেশী ফুলে উঠে।

খ। সাধারণ লক্ষণসমূহ। বমি বমি ভাব, অতিরিক্ত পিপাসা, ঘাম হওয়া ও জ্বর হওয়া, মাথা ঘুরানো, চোখে অন্ধকার দেখা এবং মাথা ব্যথা।

গ। রত্ন বিষাক্তকারী বিশেষ লক্ষণ সমূহ। ধোড়া বা ভাইপার সাপের কামড়ে এটা হয়ে থাকে।
লক্ষণগুলো হলোঃ

(১) জখম থেকে অনবরত রক্তক্ষরণ।

(২) বমি, পায়খানা, কাশি ও প্রস্রাবের সাথে রক্তক্ষরণ হতে পারে।

(৩) দাঁতের মাড়ি থেকে রক্তপাত হতে পারে।

ঘ। প্রাথমিক চিকিৎসা।

(১) হাত বা পায়ে সর্প দংশন করলে তৎক্ষণাৎ দংশিত সহানের উপরিভাগে পর পর তিনটি বাঁধন দিতে হবে।

(২) বাঁধনগুলো যাতে খুব বেশি শক্ত না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং প্রতি ১৫ মিনিট পর পর দেড় মিনিটের জন্য বাঁধন ঢিলা করে দিতে হবে।

(৩) রোগীকে সামতবনা এবং সাহস দিতে হবে।

(৪) পরবর্তী চিকিৎসার জন্য অবশ্যই মেডিক্যাল অফিসারের নিকট যেতে হবে।

ঙ। সর্প দংশনের বিরতক্ষে প্রতিরোধ।

(১) ক্যাম্প এলাকায় এ্যান্টি সেনেক ট্রেঞ্চ খনন করতে হবে।

(২) রাতে বিছানা থেকে নামার সময় সন্দেহজনক এলাকা পর্যবেক্ষণ করে নিতে হবে।

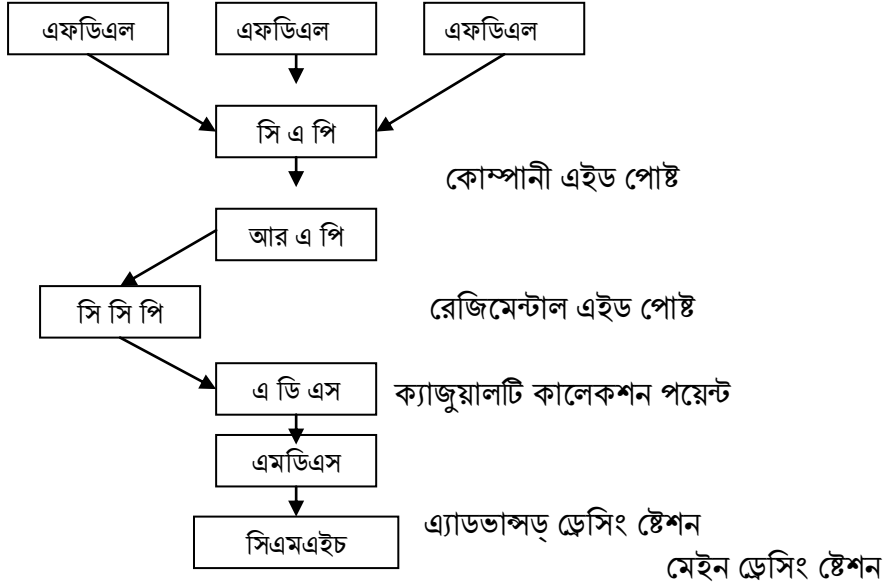
(৩) জুতা, মোজা এবং কাপড়-চোপড় পরিধানের পূর্বে পরীক্ষা করে নিতে হবে।

(৪) টহল এর সময় জঙ্গল বুটের উপরে ও হাতের কজিতে মোটা কাপড়ের পভট্ট লাগাতে হবে।

(৫) সাপে কাটলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাড়া চাড়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

(৬) সাপ দেখলে অহেতুক উত্থাপ্ত না করা।

৩৯১০। আহত সহানামতর চেইন। আহতকে সহানামতরের জন্য যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা' নিম্নে দেয়া হলোঃ



চিত্রঃ আহত অপসারণের চেইন

৩৯১১। চিকিৎসাদি ।

ক। ফিল্ড ট্রিটমেন্ট (আহত হওয়ার সহানে) ।

(১) সেল ডেসিং দেওয়া ।

(২) গোলাবারতদ সরানো ।

(৩) প্রাথমিক চিকিৎসা ।


(৪) প্রয়োজনে মরফিয়া দেওয়া ও তারিখ লিখে রাখা ।

খ। সিএপি ।

(১) সেল ডেসিং দেওয়া/সমন্বয় ।

(২) গোলাবারতদ সরানো (যদি না হয়ে থাকে) ।

(৩) পূর্বে মরফিয়া দেওয়া না হলে মরফিয়া দেওয়া (প্রয়োজনে) ।

৩৯১২। মৃতের সংকার । সংগীন মাটিতে পুঁতে খাড়া রাইফেলের বাটের উপর হেলমেট রেখে মৃত চিহ্নিত করতে হবে । স্ট্রেচার বাহকগণ প্লাটুন এলাকা হতে মৃতদেহ সরাবে । স্ট্রেচার বাহক না থাকলে প্লাটুনের  সনিকগণই এ কাজ করবে ।

৩৯১৩। কবরসহান চিহ্নিতকরণ । কবরসহান চিহ্নিতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে যুদ্ধশেষে তা' সহজেই খুঁজে বের করা যায় । কাঠের খুঁটিতে অমোচনীয় কালি দ্বারা নম্বর, পদবী ও নাম লিখে মার্কিং করতে হয় । এছাড়াও নিম্নোক্ত তথ্যাবলী দ্বারা চিহ্নিত করা যেতে পারেঃ

ক। সার্ভিস নম্বর ।

খ। পদবী/মর্যাদা ।

গ। নাম ।

ঘ। লিঙ্গ ।

ঙ। মৃত্যুর তারিখ এবং কারণ ।

চ। মৃত সৎকারের তারিখ ।

ছ। কার দ্বারা মৃত সৎকার হয়েছে ।

জ। ধর্ম ।

হিট স্ট্রোক

৩৯১৪। হিট স্ট্রোক কি। শরীরের ভিতরে নানা রাসায়নিক ত্রিয়ার কারণে আমাদের শরীরে সব সময় তাপ সৃষ্টি হয়ে থাকে যা ঘামের সাহায্যে শরীর হতে বের হয়ে যায়। কিমও উষ্ণ তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার মধ্যে একটানা কাজ করলে তাপমাত্রা বাইরে ছড়িয়ে পড়তে পারে না এবং সেই সাথে পানি কম খাওয়ার জন্য যদি শরীরে পানি শূন্যতা সৃষ্টি হয় তাহলে হিট স্ট্রোক দেখা দিতে পারে।

৩৯১৫। লক্ষণ সমূহ। নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখলে বুঝতে হবে একজন ব্যক্তি হিট স্ট্রোকে আত্মমত হয়েছেন

ঃ

ক। শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ।

খ। ঘাম কমে যাওয়া বা একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়া ।

গ। ত্বক লাল হয়ে শুষ্ক হয়ে যাওয়া ।

ঘ। শ্বাস প্রশ্বাসে অসুবিধা ।

- ঙ। শরীরে ক্লামিতভাব, মাথা ব্যথা এবং বমি বমি ভাব ।
চ। পালস্ দ্রুতত হয়ে যাওয়া এবং হার্ট বিট বেড়ে যাওয়া ।
ছ। অস্বাভাবিক জিনিস দেখতে পাওয়া এবং অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ।

৩৯১৬। হিট স্ট্রোকের প্রাথমিক চিকিৎসা।

- ক। রোগীকে ঠান্ডা জায়গায় শুইয়ে রাখা এবং পাতলা পোশাক যেমন সুতি পোশাক পরতে দেওয়া ।
খ। রোগীর অবসহানের জায়গায় পর্যাপ্ত বাতাসের ব্যবসহা করা এবং মুখ, কপাল, ঘাড় ও গলায় জলপত্রে দেওয়া ।
গ। মুখ ও গলায় ঠান্ডা পানির ছিটা দেওয়া এবং ঠান্ডা পানিতে লবণ ও চিনি মিশিয়ে রোগীকে খাওয়ানো ।
ঘ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসক এর নিকট নিয়ে যাওয়া ।

উচ্চ রক্তচাপ

- ৩৯১৭। **সাধারণ।** উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপার টেনশন সেনাবাহিনীর সদস্যদের ক্ষেত্রে একটি প্রচলিত অসুখ । সাধারণত একজন সুসহ লোকের রক্তচাপ সিস্টোলিক ১১০ -১৪০ মিঃ মিঃ ডায়স্টলিক ৭০-৯০ মিঃ মিঃ মার্কারী (বয়সভেদে) হয়ে থাকে । এর উপরে গেলে তা উচ্চ রক্তচাপ হিসেবে গণ্য হয়।

- ৩৯১৮। **কারণ সমূহ।** নিম্নলিখিত কারণে উচ্চ রক্তচাপ হয়ে থাকতে পারে যেমন ঃ

- ক। পরিবারে কারো থেকে থাকলে ।
খ। সামাজিক অবসহা বিশেষ করে উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তদের ।
গ। বেশী পরিমাণে লবণ, চা, কফি কিংবা উত্তেজক জাতীয় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করলে ।

ঘ। তেল বা চর্বিযুক্ত খাবার বেশী পরিমাণে গ্রহণ করলে ।

ঙ। হরমোন জনিত কারণে ।

চ। মহা ধমনী সরত হয়ে গেলে ।

ছ। কিডনী রোগ জনিত কারণে ।

জ। অতিরিক্ত ধূমপান।

৩৯১৯। লক্ষণ সমূহ ।

ক। মাথা ব্যথা এবং মাথা ধরা ।

খ। মাথার পিছনে ঘাড়ের রগ টেনে ধরে বা ঘাড়ে ব্যথা হয় ।

গ। মাথার তালু জ্বালা পোড়া করে ।

ঘ। শরীরে অনিদ্রা, ক্লান্ত ও অবসাদ লাগে ।

৩৯২০। চিকিৎসা।

ক। যারা অতিরিক্ত মোটা বা চর্বিযুক্ত শরীর তাদের ওজন কমানো ।

খ। সকাল, বিকাল নিয়মিত ব্যায়াম করা ।

গ। ধূমপান বা মদ্যপানের অভ্যাস থাকলে তা ত্যাগ করা ।

ঘ। অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত বা ~~তলাতু খাবার পরিহার ।

হৃদরোগ

৩৯২১। হৃদরোগের উপসর্গ সমূহ ঃ

ক। বুক ব্যথা।

খ। শ্বাসকষ্ট।

গ। ঘাড়, পিঠ, চোয়াল ও হাত দিয়ে বেয়ে যাওয়া ব্যথা।

৩৯২২। যেসব কারণে হৃদরোগ হয়।

ক। ধূমপান।

খ। উচ্চ কোলস্টেরল যুক্ত খাবার যেমন, চিংড়ি মাছ, রেড মিট, গরত, মহিষ, ছাগল এবং অতিরিক্ত
~~তল ও মসলা যুক্ত খাবার নিয়মিতভাবে গ্রহণ করলে।

গ। অতিরিক্ত ওজন।

ঘ। অতিরিক্ত লবণ খাওয়া।

ঙ। ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ থাকলে।

চ। উত্তরাধিকার সূত্রে বা পারিবারিক কারণে।

৩৯২৩। হৃদরোগ হতে মুক্ত থাকতে করণীয় বিষয় সমূহ।

ক। নিয়মিত হাঁটা চলা বা ব্যায়াম করা।

খ। চর্বিযুক্ত খাবার কম খাওয়া।

গ। খাবারে বাড়তি লবণ না খাওয়া।

ঘ। উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস থাকলে নিয়মএণে রাখা।

ঙ। ধূমপান পরিহার করা।

চ। মানসিক চাপ কমানো।

ছ। প্রচুর পরিমাণ সবুজ শাক-সবজি আহার করা এবং নিয়মিত ও পরিমিত ঘুমানো।

পরিচ্ছেদ - ৪০

যুদ্ধে গোলাবারতদ সরবরাহ

৪০০১। গোলাবারতদ সরবরাহ। যুদ্ধের সময় প্লাটুনের গোলাবারতদ সরবরাহ করা প্লাটুন সার্জেন্ট এর কাজ।
বিভিন্ন অভিযানে নিম্নরূপভাবে গোলাবারতদ সরবরাহ করা হয়ে থাকে ঃ

ক। প্রতিরক্ষায় গোলাবারতদ সরবরাহঃ

- (১) প্রতিরক্ষায় ১ম সারির পোচ এ্যামোনিশন সবার সাথে থাকবে।
- (২) প্রথম সারির রিজার্ভ এ্যামোনিশন কোম্পানী সদরের সিএইচএম এর সাথে থাকবে।
- (৩) দ্বিতীয় সারির এ্যামোনিশন ব্যাটালিয়ন সদরে বিএসএম
এর কাছে থাকে।

(৪) গোলাবারতদের পুনঃ সরবরাহের বেলায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম অনুসরণ করা হয়ঃ

- (ক) প্রথম সারির পোচ এ্যামোনিশন শতকরা ৫৫ ভাগ শেষ হবার পরই সেকশন
অধিনায়ককে বলতে হবে।
- (খ) সেকশন অধিনায়ক প্লাটুন অধিনায়ককে জানাবে।
- (গ) প্লাটুন অধিনায়ক প্লাটুন সার্জেন্টকে কোম্পানী সদরে পাঠাবে এবং কোম্পানী অধিনায়ককে
জানাবে।

(ঘ) কোম্পানী অধিনায়কের আদেশে সিএসএম/কোত

এনসিও প্লাটুন সার্জেন্টকে এ্যামোনিশন দিবে।

(ঙ) প্লাটুন সার্জেন্ট সেকশন উপ-অধিনায়কের কাছে

পৌঁছিয়ে দিবে।

(চ) সেকশন অধিনায়ক প্রত্যেক ট্রেঞ্চে গিয়ে যার যার

প্রয়োজন তাকে এ্যামোনিশন দিবে।

৪০০২। আত্মমুগ্ধ গোলাবারতদ সরবরাহ।

ক। আত্মমুগ্ধের সময় প্রথম সারির পোচ এ্যামোনিশন সবাইকে এ্যাসেম্বলী এরিয়াতে অথবা পূর্বেই সরবরাহ করা হয়।

খ। আত্মমুগ্ধ শেষে পুনঃসংগঠনের সময় প্রথম সারির এ্যামোনিশনের হিসাব নেয়া হয়।

গ। এফ এসলন গাড়ীতে প্রথম সারির রিজার্ভ এ্যামোনিশন থাকে। গাড়ীতে থাকবে সিএসএম ও কোত এনসিও। বিজয় সংকেত পাওয়ার পর এফ এসলন গাড়ী সামনে আসবে। এই সময় প্লাটুন সার্জেন্ট প্রত্যেক সেকশনের এক/দুই জন প্রতিনিধিসহ গিয়ে খনন যমাদির সাথে রিজার্ভ এ্যামোনিশনও নিয়ে আসবে এবং সবাইকে বিতরণ করবে।

৪০০৩। অগ্রাভিযানে গোলাবারতদ সরবরাহ।

ক। ভ্যান গার্ড কোম্পানীর রিজার্ভ এ্যামোনিশন বহনকারী এফ এসলন গাড়ী কোম্পানীর পিছন পিছন অগ্রাভিযান করে।

খ। সকল বাঁধা অপসারণের পর আত্মমুগ্ধের ন্যায় এফ এসলন গাড়ী সামনে আসে এবং গোলাবারতদ পুনঃ সরবরাহ করে।

৪০০৪। রণকৌশলগত পুনঃ মোতায়েনে গোলাবারতদ সরবরাহ।

ক। সুবিধাজনক সহানে এ্যামোনিশন ডাম্প করতে হবে।

খ। যে ইউনিট রণকৌশলগত পুনঃ মোতায়েনে আবরণী দলের কাজে নিয়োজিত তার সংগে দ্বিতীয় সারির এ্যামোনিশন সংযুক্ত থাকবে।

পরিচ্ছেদ - ৪১সৈনিকের ব্যক্তিগত প্রশাসন

৪১০১। বেতন সেনাসদস্য। সেনাবাহিনীর অনারারি কমিশন্ড অফিসার, জেসিও, জুনিয়র কমিশন্ড পদবীর নিম্নের ব্যক্তিবর্গ, রিট্রুট এবং এনসি(ই) নিম্নলিখিত হারে বেতন ও ভাতা প্রাপ্ত হনঃ

ক্রমিক	পদবী	বেতন স্কেল
১।	অনারারি ক্যাপ্টেন	৪২,৮৯০ (নির্ধারিত)
২।	অনারারি লেফটেন্যান্ট	৩৮,৪৮০ (নির্ধারিত)
৩।	মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার	২২,৫০০-৫৩,০৬০
৪।	সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার	২২,২৫০-৫০,৫৬০
৫।	ওয়ারেন্ট অফিসার	২২,০০০-৪৮,১২০
৬।	সার্জেন্ট	১৬,০০০-৩৮,৬৪০
৭।	কর্পোরাল	১১,০০০-২৬,৫৯০
৮।	ল্যাঃ কর্পোরাল	১০,২০০-২৪,৬৮০
৯।	~~সৈনিক	৯,০০০-২১,৮০০
১০।	এনসি(ই)	৮,৮০০-২১,৩১০
১১।	রিট্রুট	৯,০০০ (নির্ধারিত)

৪১০২। সৈনিকদের রেশন স্কেল। একজন সৈনিক নিম্নবর্ণিত হারে প্রাত্যহিক রেশন পেয়ে থাকেনঃ

দ্রব্যের নাম	বর্তমান স্কেল
ক। চাল	৪৮৩ গ্রাম
খ।	১১২ "
আটা/পাউরতি/ময়দা/	৬৩ "
বিস্কুট	৮৫ "
গ। চিনি	৮৫ "
ঘ। ভোজ্য তেল	৭ "
ঙ। ডাল	২১ "
চ। চা পাতা	১৭০ মিঃ
ছ। লবণ	লিঃ
জ। তরল দুধ	২২৬ গ্রাম
ঝ। গো-মাংস	২২৬ "
ঞ। ছাগল/মেয়ের	৩১০/১৫৫ "
মাংস	২৪৭ "
ট। মুরগি (জীবিত)	৪টি (সপ্তাহে)

৪১০৩। একজন ~~~সনিকের ব্যবহৃত ব্যক্তিগত দ্রব্যসামগ্রীর নাম ও আয়ুষ্কাল নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক্রঃ নং	দ্রব্যের নাম	হিঃ একক	প্রাধিঃ	আয়ুষ্কাল	মমতব্য
১।	বুট ডিএমএস	জোড়া	০২	৩০ মাস	
২।	সুজ ক্যানভাস	জোড়া	০২	০৬ মাস	
৩।	সুজ ক্যানভাস সাদা	জোড়া	০২	০৬ মাস	জেসিও'স
৪।	কম্বাট জ্যাকেট	নম্বর	০২	২৪ মাস	
৫।	কম্বাট ট্রাউজার	জোড়া	০২	২৪ মাস	
৬।	কম্বাট ক্যাপ	নম্বর	০২	২৪ মাস	
৭।	স্ট কেডি ব্লু	জোড়া	০২	১২ মাস	
৮।	স্ট কেডি সাদা	জোড়া	০২	১২ মাস	জেসিও'স
৯।	ড্রয়ার্স কটন	জোড়া	০২	০৪ মাস	
১০।	ভেস্ট কটন গ্রীন	নম্বর	০২	১২ মাস	
১১।	ভেস্ট কটন	নম্বর	০২	০৪ মাস	
১২।	নেট মসকিউটো	নম্বর	০১	৩৬ মাস	
	নেট মসকিউটো (ডবল)	নম্বর	০১	৬০ মাস	
১৩।	দড়ি পিটি	নম্বর	০১	৩৬ মাস	
১৪।	মগ এনামেল	নম্বর	০১	১২ মাস	
১৫।	ওয়াটার বোতল	নম্বর	০১	৩৬ মাস	
১৬।	ওয়াটার বোতল কভার	নম্বর	০১	১২ মাস	
১৭।	গ্রীন ক্যাপ	নম্বর	০২	১২ মাস	
১৮।	তোয়ালে হ্যান্ড	নম্বর	০২	০৬ মাস	
১৯।	কালো মোজা	জোড়া	০৩	০৪ মাস	১^ অতিরিক্ত
২০।	সাদা মোজা	জোড়া	০২	০৪ মাস	

ক্রঃ নং	দ্রব্যের নাম	হিঃ একক	প্রাধিঃ	আয়ুষ্কাল	মমতব্য
২১।	কম্বল জিএস অলিভ গ্রীন	নম্বর	০১	৩৬ মাস	
২২।	স্ট্র্যাপ সোল্ডার রাইট	নম্বর	০১	৬০ মাস	
২৩।	স্ট্র্যাপ সোল্ডার লেফট	নম্বর	০১	৬০ মাস	
২৪।	বেল্ট ওয়েস্ট নাইলন	নম্বর	০২	৬০ মাস	
২৫।	লাইন বেডিং	নম্বর	০১	০৬ মাস	
২৬।	ফরমেশন সাইন	নম্বর	০৫	০৪ মাস	
২৭।	মেসটিন	নম্বর	০১	৭২ মাস	
২৮।	সুইং কিট	নম্বর	০১	১২ মাস	
২৯।	হ্যাভার সেক	নম্বর	০১	৬০ মাস	
৩০।	প্যাক ০৮	নম্বর	০১	৬০ মাস	
৩১।	নরমাল ব্রাসেস	নম্বর	০১	৬০ মাস	
৩২।	প্যাক সাপোর্টিং	নম্বর	০১	৬০ মাস	
৩৩।	সু অক্সফোর্ড	জোড়া	০২	৩০ মাস	
৩৪।	কোর্ট ফর ওয়ার্কিং	জোড়া	০১	৩৬ মাস	
৩৫।	ট্রাকসুট	জোড়া	০১	৩৬ মাস	
৩৬।	পিটি কেডস	জোড়া	০২	১৬ মাস	
৩৭।	জার্সি ফর ওয়ার্কিং ড্রেস	জোড়া	০১	৩৬ মাস	
৩৮।	কম্বল (কিট)	জোড়া	০১	৩৬ মাস	
৩৯।	বালিশ	জোড়া	০২	৪৮ মাস	
৪০।	বিছানার চাদর	জোড়া	০২	১২ মাস	
৪১।	কম্বল ফর ফ্যামিলি	জোড়া	০১	৬০ মাস	
৪২।	বালিশ কভার	জোড়া	০২	১২ মাস	
৪৩।	মশারী	জোড়া	০১	৩৬ মাস	
৪৪।	মোজা ফর সু অক্সফোর্ড	জোড়া	০২	০৬ মাস	

পরিচ্ছেদ - ৪২

পদাতিক সেকশন কমান্ডারের শামিতকালীন
ও যুদ্ধকালীন দায়িত্ব ও কর্তব্য

৪২০১। পদাতিক সেকশন কমান্ডারের শামিতকালীন দায়িত্ব ও কর্তব্য। তিনি নিম্নের কাজের জন্য তার প্লাটুন
অধিনায়কের নিকট দায়ী থাকবেন ঃ

ক। তার সেকশনের প্রশিক্ষণের জন্য।

খ। সেকশন পরিচালনায় সেকশন উপ-অধিনায়ক এর প্রশিক্ষণের জন্য।

গ। তিনি সেকশনের কাজ কর্ম এবং খেলাধুলার নেতৃত্ব দেবেন।

ঘ। সেকশনের মনোবল এবং শৃংখলার জন্য।

ঙ। সেকশনের পরিপাটি পোশাক পরিচ্ছদের জন্য।

চ। প্রয়োজনীয় আদেশ অধীনসহ সৈনিকদের ভালভাবে বুঝাবেন এবং তা' পালন নিশ্চিত করবেন।

ছ। অধীনসহদের প্যারেড, ডিউটি ইত্যাদিতে যাবার অসএ, সরঞ্জাম এবং সাজ-সজ্জা সঠিকভাবে পরিদর্শন
করবেন।

জ। নিজেকে সর্বদা সেকশনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে প্রমাণ করবেন।

ঝ। সেকশনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, রিপোর্ট, অভিযোগ ইত্যাদি প্লাটুন অধিনায়কের নিকট জানাবেন।

ঞ। তাকে বা তার সেকশনকে কোন কাজ দেয়া হলে, তা' সঠিকভাবে সম্পন্ন করার পর প্লাটুন
অধিনায়ককে জানাবেন।

ট। তার সেকশনের সকল অসএ, ষ্টোর ও সরঞ্জামের যতণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

৪২০২। পদাতিক সেকশন কমান্ডারের যুদ্ধকালীন দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ক। যুদ্ধে নিজ দায়িত্বপূর্ণ এলাকায়/নির্দেশ অনুযায়ী সেকশনকে নেতৃত্ব দিয়ে কার্যকরী ফায়ারের মাধ্যমে শত্রুতকে ধ্বংস/অকেজো করণ করা। এছাড়া অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ পরবর্তী সতবকে অালোচনা করা হয়েছে।

খ। প্রতিরক্ষা।

- (১) হুঁশিয়ারী অাদেশ পাওয়ার পরে ম্যাপ পর্যবেক্ষণ ও পরিকল্পনা করা।
- (২) ষ্টোর ও সরঞ্জামাদি ইস্যু করা।
- (৩) গোলাবারতদ বিতরণ।
- (৪) সেকশনকে নিয়ে প্লাটুন সার্জেন্ট এর নেতৃত্বে সমাবেশ এলাকায় গমন।
- (৫) সেকশনকে বর্তমান পরিসিহতি সম্পর্কে অবগত করা।
- (৬) প্লাটুন অাদেশ দলের মিলনসহান ও সময় জানা।
- (৭) প্লাটুন গাইডের মাধ্যমে প্লাটুন রিলিজ পয়েন্ট এর সাইন পোষ্টিং বহন নিশ্চিত করা।
- (৮) প্লাটুন সার্জেন্ট/কোম্পানী উপ-অধিনায়কের নির্দেশ মোতাবেক সেকশনের সমাবেশ এলাকায় অবসহান গ্রহণ নিশ্চিত করা।

- (৯) প্লাটুন অধিনায়কের অাদেশ গ্রহণের জন্য সমাবেশ এলাকা হতে সঠিক সময়ে যাত্রা শুরু করা।
- (১০) কোম্পানী উপ-অধিনায়কের নেতৃত্বে চলার ধারাবাহিকতা মোতাবেক মূল প্রতিরক্ষা অবসহানে গমন করা।
- (১১) প্লাটুন অধিনায়কের অাদেশ সঠিক ও সতর্কতার সাথে গ্রহণ করা।
- (১২) সেকশন এলাকায় পর্যবেক্ষণ এবং পরিখা সমূহ চিহ্নিত করা।
- (১৩) প্লাটুন ছাড় কেন্দ্র থেকে সেকশনকে মূল প্রতিরক্ষা অবসহানে নিয়ে অাসার জন্য গাইড প্রেরণ।
- (১৪) সেকশনকে ব্রীফিং প্রদান করা।
- (১৫) সেকশনের দায়িত্বপূর্ণ এলাকা ও ফায়ার পরিধি বন্টন।
- (১৬) এলএমজি'র প্রাথমিক ও পরবর্তী ফায়ার পরিধি নির্ধারণ করা।
- (১৭) নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই পরিখা সমূহের খনন নিশ্চিত করা।
- (১৮) প্লাটুন/কোম্পানীর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রতিভেদন অবসহান প্রস্তুত করা ও সহানীয় পাল্টা অাত্রুমণ পরিকল্পনা করা।
- (১৯) সেকশনের নিরাপত্তা ও পথ শৃংখলা মেনে চলা।
- (২০) সেকশনের বিশ্রাম এলাকা ও স্যানিটারী ব্যবসহাপনা চিহ্নিত করা।

- (২১) খনন যমএ, বিছানাপত্র ও খাদ্য সংগ্রহের জন্য সেকশনের প্রতিনিধি নিয়োগ করা।
- (২২) স্ট্যান্ড-টু সময়ের নির্দেশাবলী কঠোরভাবে মেনে চলা নিশ্চিত করা।
- (২৩) প্রহরী বন্টন ছক প্রস্তুত করা।
- (২৪) শ্রবণ চৌকি/পর্যবেক্ষণ চৌকি/অবসহান টহল সঠিক সময়ে প্রেরণ।
- (২৫) অসএ পরিষ্কর নিশ্চিত করা।
- (২৬) পরিখা সমূহের ছদ্মবেশ, চাল ও ছাদ নির্মাণ নিশ্চিত করা।

গ। অাত্রুমণ।

- (১) প্লাটুন অধিনায়কের কাছ থেকে হুঁশিয়ারী অাদেশ পাওয়ার পর সেকশনকে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করা।
- (২) ম্যাপ পর্যবেক্ষণ করা।
- (৩) প্লাটুন অাদেশ দলে যোগ দেয়া এবং অাদেশ গ্রহণ করা।
- (৪) পর্যবেক্ষণ করে সেকশনকে লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে মৌখিকভাবে পূর্ব ধারণা দেয়া।
- (৫) নিজ সেকশনের সাথে সমাগম/সমাবেশ/ বিন্যাস ভূমিতে যোগ দেয়া।
- (৬) বিন্যাস ভূমিতে অাত্রুমণের অাগে সেকশনের সকল সৈনিককে লক্ষ্যবস্তু দেখানো।

- (৭) অত্রুমণ ও পুনঃগঠনের সময় সেকশনকে নেতৃত্ব প্রদান করা।
- (৮) পরিকল্পনা অনুযায়ী সেকশন সমূহের বিস্তার লাভ ও অবসহান গ্রহণ করা।
 - (৯) শত্রুতর স্বয়ংত্রিয় অসেএর অবসহান নির্ণয় করা।
 - (১০) ফায়ার পরিধি এবং দায়িত্বপূর্ণ এলাকা বন্টন করা।
- (১১) এফ এসেলনের গাড়ী অসলে গোলাবারতদ ও খনন যমএ সংগ্রহ ও বন্টন করা।
- (১২) অত্রুমণ শেষে যুদ্ধে অহত ও গোলাবারতদের রিপোর্ট প্লাটুন অধিনায়ককে জানানো।
 - (১৩) পুনঃ সংগঠনে খনন কার্য সম্পাদন করা।
- (১৪) দায়িত্ব প্রাপ্ত হলে কোম্পানী/ব্যাটালিয়নের বিন্যাস ভূমির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ঘ। অগ্রাভিযান।

- (১) প্লাটুন অধিনায়কের কাছ থেকে ইঁশিয়ারী অাদেশ গ্রহণ করা।
- (২) সেকশনকে মৌখিকভাবে সার্বিক পরিসিহতি ও ইঁশিয়ারী অাদেশ সম্বন্ধে অবহিত করা।
 - (৩) প্লাটুন অাদেশ দলে যোগ দেওয়া ও অাদেশ গ্রহণ করা।
- (৪) সেকশনের সকল সৈনিককে পরিসিহতি ও অাদেশ সম্বন্ধে মৌখিকভাবে ব্রীফিং করা।

- (৫) পয়েন্ট সেকশন হিসাবে নিযুক্ত হলে সেকশনকে সঠিকভাবে বিন্যাসত করা।
- (৬) শত্রুর বাঁধার সম্মুখীন হলে সংগে সংগে প্লাটুন অধিনায়ককে প্রথমে প্রাথমিক সংঘর্ষের প্রতিবেদন এবং পরবর্তীতে বিস্তারিত সংঘর্ষের প্রতিবেদন প্রেরণ করা।
- (৭) নিজ আয়তনের মধ্যে কোন শত্রুর প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে, তা' ফায়ার ও চলাচল পদ্ধতির মাধ্যমে ধ্বংস করা।
- (৮) দায়িত্ব হস্তান্তর করার সময় পরবর্তী পয়েন্ট সেকশন অধিনায়ককে সর্বশেষ পরিসিহতি সম্পর্কে ব্রীফিং প্রদান করা।
- (৯) নিজ আয়তনের বাহিরে শত্রুর প্রতিবন্ধকতা সমূহ প্লাটুন/কোম্পানীর অংশ হিসাবে অংশগ্রহণ করে ধ্বংস সাধন করা।

ঙ। রণকৌশলগত পুনঃমোতায়েন (রণপম)।

- (১) প্লাটুন অধিনায়কের কাছ থেকে হুঁশিয়ারী আদেশ পাওয়ার পর সেকশনকে সর্বশেষ পরিসিহতি ও পরবর্তী কাজ সম্পর্কে অবগত করা।
- (২) প্লাটুন আদেশ দলে যোগ দেওয়া।
- (৩) পর্যবেক্ষণ করা ও সেকশনকে পরিসিহতি ও কাজ সম্পর্কে জানানো।
- (৪) সেকশনের রণপমের নেতৃত্ব দেওয়া।

(৫) নতুন অবসহানে যাওয়া এবং সেকশন উপ-অধিনায়কের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেওয়া।

(৬) নতুন প্রতিরক্ষা অবসহানে সেকশনকে মোতায়ন করা।

চ। পর্যবেক্ষণের পর সেকশন অধিনায়ক নিম্নের বিষয়গুলো সেকশনকে ব্রীফিং করবেঃ

(১) যে সময় পর্যন্ত অবসহান দখল করে রাখতে হবে।

(২) রণকৌশলগত পুনঃমোতায়ন শুরুর সময়।

(৩) অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী জমা করার সময় ও সহান।

(৪) প্লাটুন চেক পয়েন্টে পৌঁছানোর শেষ সময়।

(৫) বিশেষ হুঁশিয়ারী আদেশ ও সংকেত।

(৬) প্লাটুন মিলনসহানে পৌঁছানোর শেষ সময়।

(৭) ঐ রাতের ছাড় শব্দ।

(৮) নতুন প্রতিরক্ষা অবসহান ও সেকশনের সম্ভাব্য অবসহান।

(৯) অপদকালীন সময়ে করণীয়।

পরিচ্ছেদ - ৪৩

অাদেশ ও নেতৃত্ব

৪৩০১। নেতৃত্বের উপাদান।

ক। পরিসিহতি ।

খ। নেতা ।

গ। অনুসারী বা অধীনস্থ ।

ঘ। যোগাযোগ মাধ্যম ।

৪৩০২। নেতৃত্বের নীতিমালা।

ক। নিজের কাজকে জানা ।

খ। নিজেকে জানা এবং অারও উন্নত করতে চেষ্টা করা ।

গ। অধীনসহকে জানা ।

ঘ। অধীনসহদেরকে অবগত রাখা ।

ঙ। দৃষ্টামত সহাপন ।

চ। দায়িত্ব সম্পাদন নিশ্চিত করা ।

ছ। অধীনসহদের প্রশিক্ষণ দেয়া ।

জ। সঠিক এবং সময়োচিত সিদ্ধান্ত নেয়া।

ঝ। দায়িত্ব নেয়া ।

ঞ। সঠিক অাদেশ প্রদান ।

ট। নিজ কর্মের জন্য দায়ী থাকা।

৪৩০৩। নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য।

- ক। তৎপর ।
খ। বিয়ারিং ।
গ। সাহস ।
ঘ। বিচার ক্ষমতা সম্পন্ন ।
ঙ। নির্ভরযোগ্যতা ।
চ। কষ্ট সহিষ্ণুতা ।
ছ। উদ্যমতা ।
জ। শক্তি (Force)।
ঝ। নমন্যতা ।
ঞ। রসবোধ ।
ট। আগ্রহ ।
ড। সততা ।
ণ। বুদ্ধিমত্তা ।
ত। বিবেচনাকারী ।
থ। ন্যায় বিচারক।
দ। আনুগত্য ।
ধ। সহানুভূতিশীল ।
ন। কৌশলী ।
প। নিঃস্বার্থপরতা ।

পরিচ্ছেদ - ৪৪সিগন্যাল৪৪০১। পদাতিক ব্যাটালিয়নের নিয়োগ পদবী।ক। নিয়োগ পদবী।

নিয়োগ	ছদ্মনাম
যেকোন সতরের কমান্ডার	অামির
ডেপুটি কমান্ডার বা টু অাই সি	উজির
সিনিয়র কো-অর্ডিনেটিং স্টাফ অফিসার	ঈগল
যেমন কর্ণেল স্টাফ	
জি স্টাফ অফিসার	বাজ
জি ইন্টেলিজেন্স স্টাফ অফিসার	নিশাচর
এডমিন স্টাফ অফিসার	খাজাঞ্চি
অার্মার্ড প্রতিনিধি	গন্ডার
অাটিলারি প্রতিনিধি	উস্কা
সিবি প্রতিনিধি	বজ্রপাত
ইঞ্জিনিয়ার প্রতিনিধি	কারিগর
সিগন্যাল প্রতিনিধি	বিদ্যুৎ
ইনফেন্ট্রি প্রতিনিধি	ভীমরতল
এসটি প্রতিনিধি	মৌমাছি
মেডিক্যাল প্রতিনিধি	লোকমান
অর্ডন্যান্স প্রতিনিধি	অালাদিন
ই এম ই প্রতিনিধি	যামিএক

নিয়োগ	ছদ্মনাম
ভেট প্রতিনিধি	রাখাল
এমপি প্রতিনিধি	প্রহরী
বি এ এফ	মাছরাঙ্গা
এল ও	তোতা
লোকেটিং ব্যাটারি	গন্ধরাজ

৪৪০২। পদাতিক ব্যাটালিয়ন এবং কোম্পানীর ডাক চিহ্নসমূহ।

ক। পদাতিক ব্যাটালিয়নের ডাক চিহ্ন।

অধিনায়ক	৯
উপ-অধিনায়ক	১১
এ্যাডজুটেন্ট	১৭
এ এসেলন	১০ক
এ-কোম্পানী পেছন সংযোগ	১
বি-কোম্পানী পেছন সংযোগ	২
সি-কোম্পানী পেছন সংযোগ	৩
ডি-কোম্পানী পেছন সংযোগ	৪
মর্টার প্লাটুন পেছন সংযোগ	৫
অতিরিক্ত	৭, ৮.১৩.১৪

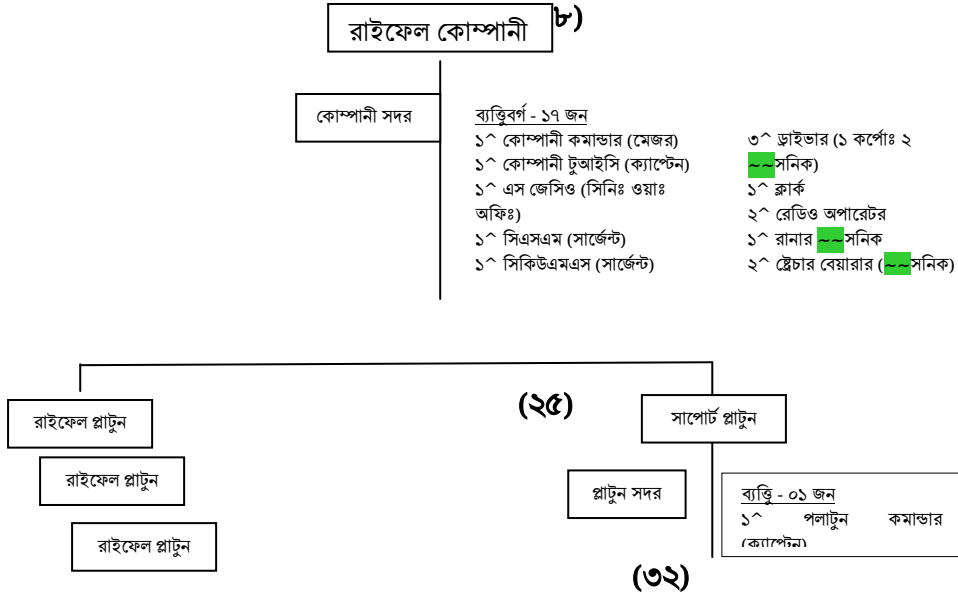
খ। এ, বি, সি এবং ডি কোম্পানী সমূহ।

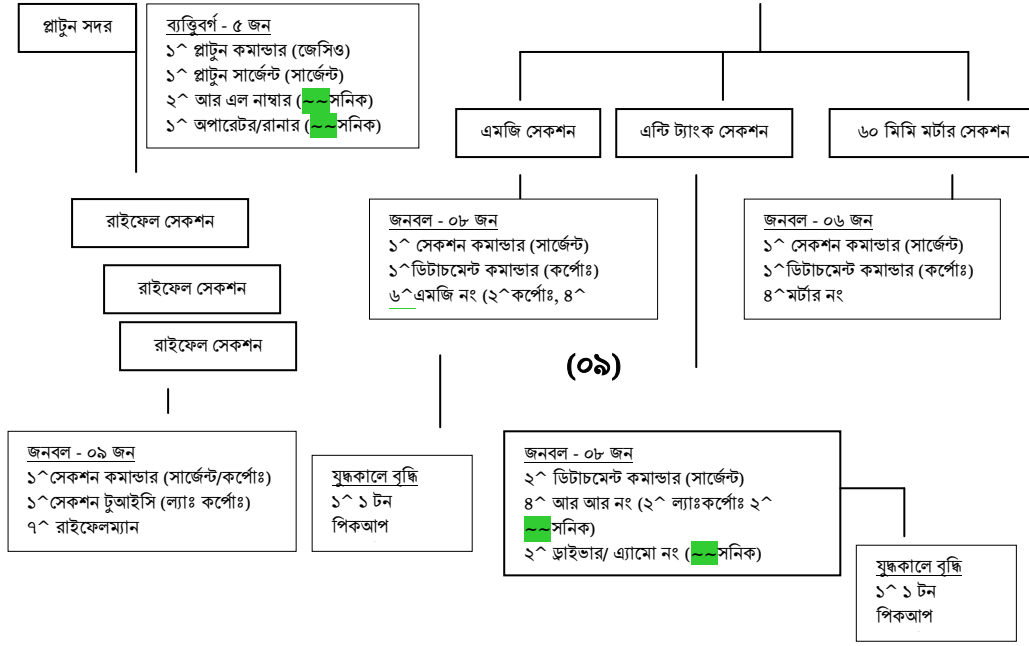
কোম্পানী কমান্ডার	৯
প্লাটুন পেছন সংযোগ	১, ২, ৩
অতিরিক্ত	৪, ৫, ৬, ৭

গ। মর্টার প্লাটুন।

নিয়োগ ও সাব ইউনিট	ডাক চিহ্ন
সিপিও	১
এম পি ও সমূহ	২, ৩
এম এফ সি সমূহ	৫ক, ৫খ
ওপি সমূহ	৬ক, ৬খ

পরিচ্ছেদ - ৪৫
পদাতিক কোম্পানীর সংগঠন





অধ্যায় - ৫
ম্যাকানাইজড পদাতিক বাহিনী
পরিচ্ছেদ-৪৬

ম্যাকানাইজড পদাতিক বাহিনীর মিশন, সক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য

৪৬০১। সাধারণ। ম্যাকানাইজড পদাতিক বাহিনী বর্তমান শতাব্দির একটি যুগোপযোগী সেনাদল। আধুনিক সমরাসেএর সমন্বয়ে গঠিত এ বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। এ বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে সঠিকভাবে মূল্যায়ন ও নিয়োজিত করার জন্য এর কাজ, বৈশিষ্ট্য ও সামর্থ্য সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যিক।

৪৬০২। মিশন। শত্রুর নিকটবর্তী হয়ে তাকে সমূলে ধ্বংস করা (To close with and destroy the enemy)।

৪৬০৩। সক্ষমতা।

(ক) সীমিত পরিসর ভূমি দখল করা (Capturing Terrain)।

(খ) যে কোন আবহাওয়া ও জলবায়ুগত পরিসিহতিতে দিনে অথবা রাতে বিভিন্ন ধরনের অভিযানে অংশগ্রহণ করা (Taking part in different types of operations by day or by night under any climatic or weather conditions)।

(গ) সীমিত সময়ের জন্য স্বতমভাবে যানবাহনে অারোহণ অথবা অবরোহণ অবসহায় অপারেশন পরিচালনা করা (Conducting mounted or dismounted operation independently for a limited period)।

(ঘ)সাঁজোয়া বাহিনীর সহায়তায় দীর্ঘসহায়ী অপারেশন পরিচালনা করা (Conducting sustained operation in conjunction with Armor)।

(ঙ) নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য সীমিত অাকারে বিমান প্রতিরক্ষা প্রদান (Providing limited Air Defence for own protection) ।

(চ)সীমিত ট্যাংক বিরোধী রক্ষণ প্রদান করা (Providing limited anti-tank protection) ।

(ছ)স্বল্প পাল্লার পর্যবেক্ষণ এবং সীমিত নিরীক্ষণ প্রদান করা (Providing close range reconnaissance and limited surveillance)।

৪৬০৪। ম্যাকানাইজড পদাতিক বাহিনীর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ

- ক। গতিশীলতা (Mobility)।
- খ। নমনীয়তা (Flexibility)।
- গ। রক্ষা বর্ম (Armour Protection)।
- ঘ। গোলাবর্ষণ ক্ষমতা (Fire Power)।
- ঙ। যোগাযোগ (Communication)।

৪৬০৫। ম্যাকানাইজড পদাতিক বাহিনীর কাজ। বিভিন্ন অত্রুমণাঙ্ক ও প্রতিরক্ষামূলক অপারেশনে ম্যাকানাইজড পদাতিক বাহিনী নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করেঃ

ক। অত্রুমণাঙ্ক অপারেশন।

(১) অগ্রাভিযান।

- (ক) অাবরণী সেনাদল হিসাবে কাজ করা।
- (খ) নিকটবর্তী বা দূরবর্তী ফায়ার সহায়তা দেয়া।
- (গ) শত্রুর অবসহান দখল করা।
- (ঘ) পর্যবেক্ষণ করা।
- (ঙ) পার্শ্বরক্ষী হিসেবে কাজ করা।

(২) অত্রুমণ।

- (ক) পর্যবেক্ষণ করা।

- (খ) স্বাধীনভাবে বা সঁজোয়া বাহিনীর সাথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমি দখল করা ।
 - (গ) শত্রুর উপর চাপ অব্যাহত রাখা।
 - (ঘ) লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করা ।
 - (ঙ) ফায়ার বেজ এর নিরাপত্তা বিধান করা ।
- (চ) ডিসমাউন্ট হয়ে এন্টি ট্যাংক প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করা ।
- (ছ) অত্রুমণের পূর্বে সমাবেশ এলাকা ও বিন্যাস ভূমির নিরাপত্তা বিধান করা ।

(৩) পানি বাঁধা অতিদ্রুম ।

- (ক) পর্যবেক্ষণ করা ।
- (খ) নিকটবর্তী তীর এর নিরাপত্তা বিধান করা ।
- (গ) বাঁধা অতিদ্রুম করা ও বীরজ হেড তৈরী করা।
- (ঘ) অন্যান্য সেনাদলের পানি বাঁধা অতিদ্রুমে সহায়তা করা ।

খ। প্রতিরক্ষামূলক অপারেশন ।

(১) প্রতিরক্ষা ।

- (L) অবরণী দল হিসাবে কাজ করা ।
- (M) প্রতিরক্ষার পার্শ্বরক্ষী হিসেবে কাজ করা ।

- (L) গতিশীল সংরক্ষিত দল (Mobile Reserve) হিসেবে কাজ করা।
- (M) সাময়িকভাবে ভূমি দখল করা।
- (N) পাল্টা অত্রুমণ (Counter Attack) ও ফায়ার সহায়তা।
- (O) প্রতিভেদন (Counter Penetration) অবসহান দখল করা।
- (P) শত্রুর হেলি/বিমান/ছত্রীসেনা ধ্বংস করা।

(২) রণকৌশলগত পুনঃ মোতায়েন।

- (ক) অাবরণী সেনাদল হিসেবে কাজ করা।
- (খ) পশ্চাৎ রক্ষীর (Rear Guard) কাজ করা।
- (গ) পার্শ্ব প্রহরীর (Flank Guard) কাজ করা।

৪৬০৬। ম্যাকানাইজড পদাতিক বাহিনীর সীমাবদ্ধতা নিম্নরূপঃ

- ক। ভূমি ও আবহাওয়ার প্রতি স্পর্শকাতরতা (Sensitivity to ground and weather)
- খ। নাজুকতা (Vulnerability)।
- গ। দর্শন ক্ষমতা (Visibility)।
- ঘ। বধিরতা (Deafness)
- ঙ। নিয়মিত যামিএক রক্ষণাবেক্ষণ (Regular Maintenance)।
- চ। প্রশাসনিক চাহিদা (Administrative Requirement)।
- ছ। দ্রুদের ক্লামিত (Crew Fatigue)।

পরিচ্ছেদ-৪৭
ম্যাক কোম্পানীর সংগঠন

মেকানাইজড কোম্পানী (১৬২)

কোম্পানী সদর

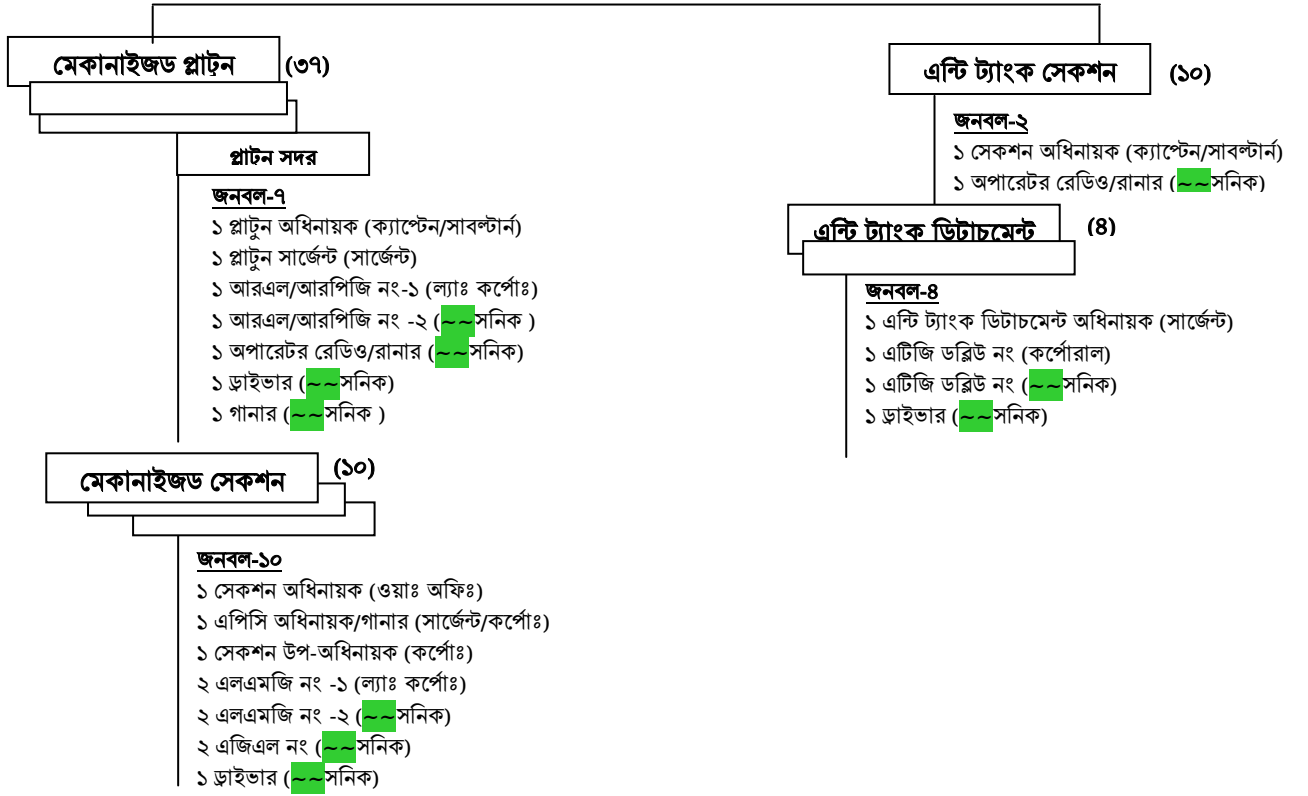
জনবল-৩২

- ১ কোম্পানী অধিনায়ক (মেজর),
- ১ কোম্পানী উপ-অধিনায়ক/এডি সমন্বয়ক (ক্যাপ্টেন)
- ১ কোম্পানী এসজেসিও (সিনিঃ ওয়াঃ অফিঃ)
- ১ কোম্পানী টেকনিক্যাল জেসিও (সিনিঃ ওয়াঃ অফিঃ)
- ১ সিএসএম (সার্জেন্ট)
- ১ সিকিউএমএস (সার্জেন্ট)
- ১ কোম্পানী টেকনিক্যাল এনসিও (কর্পোরাল)
- ১ কোত এনসিও (কর্পোঃ)
- ৯ ড্রাইভার (১ কর্পোঃ, ২ ল্যাঃ কর্পোঃ, ৬ ~সনিক)

- ৩ গানার (~সনিক)
- ২ রানার/অপারেটর (~সনিক)
- ২ এসবি (~সনিক)
- ২ রিকভারী ব্রু (~সনিক)
- ১ অফিস সহকারী
- ৫ পাচক (ইউ)

এডি সেকশন-

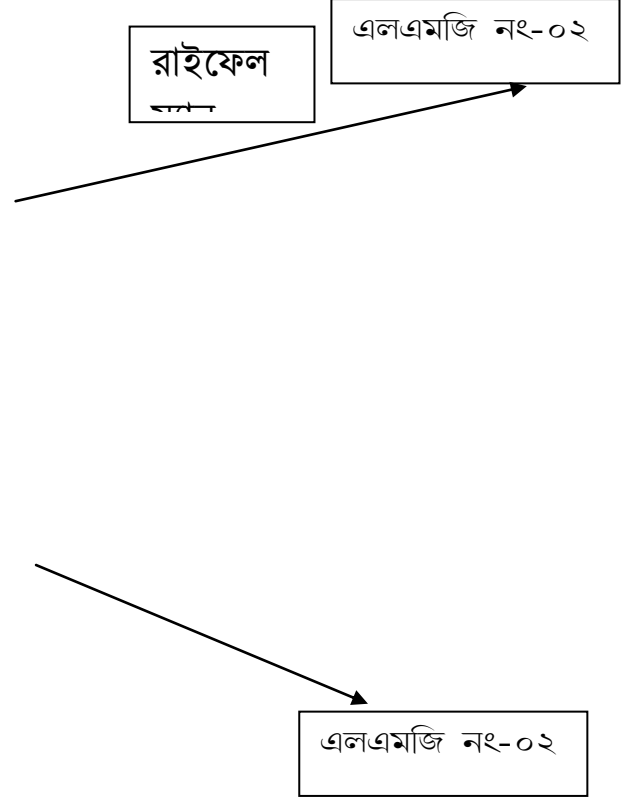
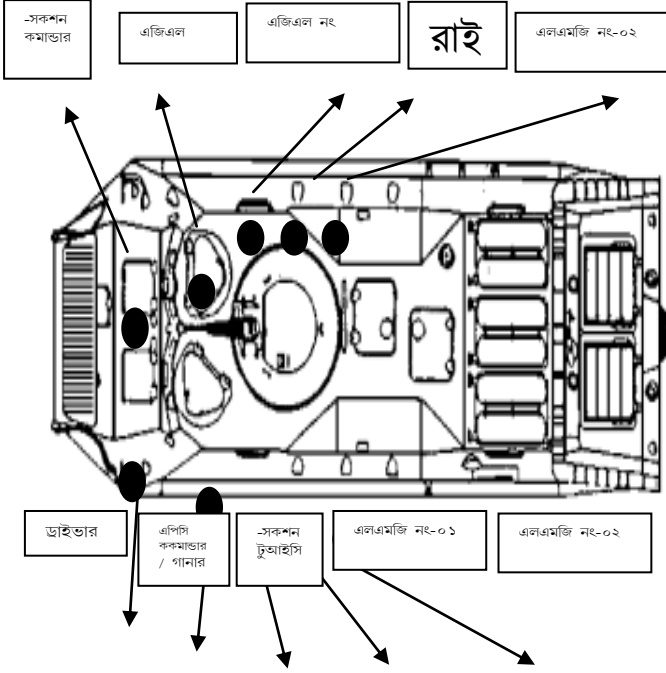
- ১ এডি সেকশন অধিনায়ক (সার্জেন্ট)
- ৬ মিজাইল অপারেটর (১ কর্পোঃ, ২ ল্যাঃ কর্পোঃ, ৩ ~সনিক)



ম্যাক সেকশনের ত্রু ও স্টিকদের দায়িত্ব

৪৮০১। সাধারণ। ম্যাকানাইজড পদাতিক ব্যাটালিয়নের ত্রু ও স্টিক প্রত্যেকের দক্ষতা, যোগ্যতা এবং নিবিড়ভাবে সু-সম্পর্কিত একটি দল হিসাবে কাজ করার ক্ষমতার উপর ব্যাটালিয়নের যুদ্ধ ক্ষমতা, দক্ষতা ও কার্যোপযোগিতা নির্ভর করে। এপিসির রক্ষণাবেক্ষণ, যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং যুদ্ধ করার সময় তাদেরকে একটি সুসংঘবদ্ধ দল হিসাবে কাজ করতে হয়। ত্রুদের সমষ্টিগত দক্ষতাই ব্যাটালিয়নের সামগ্রিক দক্ষতা হিসেবে বিবেচিত।

৪৮০২। ত্রু ও স্টিক। ম্যাকানাইজড পদাতিক ব্যাটালিয়নের একটি এপিসির সংগঠন পদাতিক ব্যাটালিয়নের একটি সেকশনের ন্যায়। এ সেকশনের সদস্যদের তাদের কাজ ও নিয়োগ অনুযায়ী ত্রু ও স্টিক এ দু ভাগে ভাগ করা যায়। গানার, ড্রাইভার কমান্ডার এপিসির অপারেটর এ চারজনকে বলা হয় ত্রু। আর ট্রুপস কম্পার্টমেন্টে অবসহানকারী সেনাদলকে বলা হয় স্টিক। স্টিকগণ সেকশন অধিনায়কের নেতৃত্বে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।



উল্লেখ্য যে, ম্যাকানাইজড পদাতিক ব্যাটালিয়নের সকল সদস্য কোন না কোন ত্রুু হিসাবে নিয়োজিত থাকে। প্রতিটি সেকশনে যেন সমানুপাতিক হারে ত্রুু থাকে, সংগঠন তৈরীর সময় এ বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে। কেননা যুদ্ধক্ষেত্রে কোন ত্রুু অাহত বা নিহত হলে ষ্টিকগণের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পদের ত্রুু উত্তু দায়িত্ব পালন করতে পারে।

৪৮০৩। এপিসি কমান্ডারের কারিগরী এবং রণকৌশল সম্পর্কীয় কর্তব্য।

ক। এপিসির যামিএক কৌশলের সামগ্রিক দক্ষতা। এপিসি কমান্ডার এপিসির যুদ্ধ উপযোগিতা রক্ষণাবেক্ষণ ও যুদ্ধের জন্য এপিসির প্রযুক্তিগত যোগ্যতার জন্য দায়ী। তাকে পদ্ধতিগত ভাবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে। তিনি সর্বদা সনিগকটবর্তী থেকে রক্ষণাবেক্ষণের কর্তব্য পালন করবে এবং এপিসি অন্যান্য ব্রুগণ সমসত যমএপাতি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হবেন।

খ। এপিসি রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত। যদি কোন কারণে কোন বিষয়ে দক্ষ প্রকৌশলীর সাহায্য ছাড়া কিংবা বিশেষ যমএপাতির সাহায্য ছাড়া কোন বিশেষ মেরামত কাজ সম্পন্ন করা না যায় তবে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তা মেরামত না হওয়া পর্যন্ত তাকে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে।

গ। অন্যান্য ব্রুদের কর্তব্য সমূহ তত্ত্বাবধান। কখনও যদি এপিসির প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্রু না থাকে তবে এপিসি কমান্ডার অনুপস্থিত ব্রুর দায়িত্ব কতব্যসমূহ অন্যান্য ষ্টিকদের মধ্যে সুসমভাবে ভাগ করে দিবেন।

ঘ। ব্রুদের দক্ষতা ও কল্যাণ। এপিসি কমান্ডার এপিসি ব্রুদের দক্ষতা সৃষ্টিতে সহায়তা এবং তাদের কল্যাণ সুনিশ্চিত করবেন।

ঙ। এপিসির কাগজপত্র। টেকনিক্যাল অফিসার ছাড়াও, এপিসি কমান্ডার এপিসি, রেডিও এবং গানের কাগজপত্র যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পূরণ বা এন্ট্রির দায়িত্ব পালন করবেন।

চ। সহাপন। এপিসি কমান্ডার এপিসি সঠিক সহানে সহাপন করবেন।

ছ। রণকৌশলগত পরিচালনা। এপিসি কমান্ডার এপিসি সঠিকভাবে রণকৌশলগত পরিচালনা করবেন।

জ। ফায়ার নিয়মএণ। এপিসি কমান্ডার এপিসির ফায়ার নিয়মএণ করবেন।

৪৮০৪। অন্যান্য এপিসি ত্রুুদের কর্তব্যসমূহ। অন্যান্য ত্রুুদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে এপিসির সমসত যমএপাতি সঠিকভাবে পরিচালনা বা হ্যান্ডেলিং করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং টেকনিক্যাল ম্যানুয়েলে উল্লেখিত নির্দেশ এবং নিয়মাবলী অনুসরণে যামিএক উপযুক্ততা বহাল রাখার ব্যবসহা করা। তা ছাড়াও এপিসির যমএপাতিগুলো পর্যবেক্ষণ করা ও কোন দোষত্রুটি দেখা দিলে তা সঠিক ও যথা সময়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।

৪৮০৫। চালকের (ড্রাইভারের) কর্তব্য।

ক। কারিগরী।

(১) এপিসির যমএকৌশল। এপিসির ইঞ্জিন, ট্রান্সমিশন, সাসপেনশন এবং এপিসির গতিশীলতার সংগে সংশ্লিষ্ট সমসত যমএপাতি এবং সংরক্ষিত বা স্প্যার পার্টস ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা।

(২) অতিরিক্ত যমএপাতি রক্ষণাবেক্ষণ। চালকের কম্পার্টমেন্টের সমসত যমএপাতি যেমনঃ সংযুক্ত ফায়ার ফাইটিং যমএপাতি যথাযথ পরীক্ষা করা, যথাযথ যতণ রাখা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

(৩) এপিসি অধিনায়ককে অবহিত করা। এপিসি সম্পর্কে যেকোন ধরনের বিষয় অধিনায়ককে অবহিত করা।

খ। রণকৌশল সম্পর্কীয়।

(১) রণকৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ সহান দখল এবং পরিত্যাগ করার যথার্থ ড়িল পরিচালনা করা।

(২) রণকৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ সহানের ভূমির যথার্থ ব্যবহার করা।

(৩) এপিসি চলাকালীন সময়ে গানার ফায়ার করতে থাকলে গান যেন তার প্লাটফর্মে সিহর থাকে তার ব্যবসহা করা।

(৪) অধিনায়কের ইশারায় এপিসি চালনায় সমর্থ হওয়া।

(৫) শত্রুর ফায়ার দ্রুত ও উদ্যমশীল ভাবে প্রতিরোধ করা।

৪৮০৬। গানারের কর্তব্য।

ক। কারিগরী।

(১) এপিসির প্রধান যুদ্ধাসএ, কো-এক্সিয়াল মেশিন গান, রেঞ্জ ফাইন্ডার ইকুইপমেন্ট এবং সাইট সহ এপিসির সাথে সংশ্লিষ্ট ও সংযুক্ত অন্যান্য সমসত ক্ষুদ্রাসএ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে।

(২) সমসত দর্শন যমএপাতি বা অপটিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট, সাইটিং যমএদি এবং ফায়ার নিয়মএণ যমএপাতি রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

(৩) প্রয়োজনবোধে সমসত দর্শন যমএপাতি বা সাইটিং এবং কন্ট্রোল যমএপাতি পরীক্ষা করবে।

(৪) গানের সাথে সম্পর্কিত যমএপাতি রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং সচল রাখতে সচেষ্ট থাকবে।

খ। রংকৌশল সম্পর্কীয়।

(১) দ্রুতত টার্গেট নিরূপণ করবে।

(২) এপিসি অধিনায়কের ন্যূনতম ইশারায় বা নির্দেশে এবং সাহায্য সহযোগিতায় ফায়ার করতে সমর্থ হতে হবে।

৪৮০৭। অপারেটরের কর্তব্য।

ক। কারিগরী।

(১) এপিসির বেতার যমএ আমতঃ যোগাযোগ বা ইন্টার কমিউনিকেশন যমএপাতি এবং অন্যান্য অানুষঙ্গিক যমএপাতি রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

(২) বেতার সেটের স্পয়ার পার্টস এবং টুলস রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

(৩) বেতার সেটের এবং অন্যান্য অানুষঙ্গিক যমএপাতির সামান্য দোষত্রুটি নিরূপণ করে তা মেরামত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(৪) এপিসির ব্যাটারী রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

খ। রংকৌশল সম্পর্কীয়।

(১) বেতার যমেএর নেট সহাপন এবং যোগাযোগ সহাপন করবে।

(২) সর্বদা এবং সকল পরিসিহতিতে নিরবচ্ছিন্ন বেতার যোগাযোগ নিশ্চিত করবে।

- (৩) বেতার ডায়াগ্রাম, যোগাযোগ কোড ইত্যাদির নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।
(৪) অধিনায়ক এর অনুপস্থিতিতে বেতার যমএ ব্যবহার করা।

৪৮০৮। চলাচলের পূর্বে এপিসি অধিনায়কের কর্তব্য।

ক। বিবেচ্য বিষয়।

- (১) সম্ভাব্য পরবর্তী গমতব্য এবং অবসহান।
(২) শত্রুর সম্ভাব্য অবসহান।
(৩) উত্তম অাবরণী পথ।
(৪) চলমত অবসহায় সম্ভাব্য লক্ষ্যবসণ্ডর প্রতি নজর রাখা।

খ। যে সমসত বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

- (১) চালক এবং অন্যান্য ব্রুদের সুসহতা নিশ্চিত হওয়া।
(২) সমসত ক্ষুদ্রাসএ বা অর্মামেন্টের ফায়ারিং উপযুক্ততা।

৪৮০৯। চলমত অবসহায় গানারের ভূমিকা।

- ক। শত্রুর অাগ্রাসী এলাকার দিকে সর্বদা গান তাক করে রাখবে।
খ। সর্বদা আশেপাশের এলাকা পর্যবেক্ষণ করবে।

৪৮১০। চলমত অবসহায় চালকের ভূমিকা।

- ক। নতুন অবসহানের দিকে গমন পথে দ্রুতত কভার এ্যাপ্রোচের জন্য যুক্তিসংগত উত্তম পথ নির্বাচন করে চলবে।
খ। যথাসাধ্য ধুলি এবং ধোঁয়া উৎক্ষেপণ পরিহার করে চলার চেষ্টা করবে।

৪৮১১। সাধারণ নিয়মাবলী।

- ক। যদি মৃত বা ডেড গ্রাউন্ড দিয়ে যাওয়া যায় তবে কখনও দিগমত রেখা বা স্কাই লাইন অতিক্রম করে চলবে না।
খ। শত্রুতর সম্ভাব্য অবসহানে তাদের জ্ঞাত এলাকায় কখনও বড় পার্শ্ব বা ব্রডসাইট প্রদর্শন করবে না।
গ। কখনও এক অবসহান থেকে সোজা চূড়ার উপরের ধারে যাবে না। সেখান হতে ফিরে গিয়ে মৃতভূমি বা ডেডগ্রাউন্ড ব্যবহার করবে। যদি সম্ভব না হয় তবে সতর্কতা ও দ্রুততার সাথে অতিক্রম করে যাবে।
ঘ। যতটুকু সম্ভব এপিসি উঁচু ভূমিতে সহাপন করবে তবে তার জন্য শত্রুতদের দিকে টারেট ডাউন অবসহায় রাখবে, চূড়ার দিকে দৃষ্টি দেবে এবং প্রয়োজনে অগ্রাভিযান বহাল রাখার জন্য চূড়ার নিচে নেমে আসবে।

৪৮১২। যুদ্ধক্ষেত্রে ফ্যারিং ব্রুদের কর্তব্য।

- ক। এপিসি অধিনায়ক। এপিসি অধিনায়ক এপিসির সমসত ব্রুদের কর্তব্যসমূহ পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। তাছাড়া সে নিজেই এক জন ব্রু সদস্য হওয়ায় তাকেও নিম্নের কর্তব্যগুলো পালন করতে হবেঃ
(১) এপিসি চলাচল বা মুভমেন্ট নিয়মএণ করবে।

- (২) অন্য অন্য এপিসির সাথে এবং নিজের এপিসি ব্রুদের সাথে যোগাযোগ নিশ্চিত করবেন।
- (৩) চোখে দেখে অথবা এপিসিতে যুক্ত রেঞ্জ ফাইন্ডার এর সাহায্যে টার্গেটের দূরত্ব বা রেঞ্জ নির্ধারণ করবে।
- (৪) ফায়ার অবসহান নির্বাচন করবে।
- (৫) প্রাথমিক ফায়ার অর্ডার প্রদান করবে।
- (৬) প্রয়োজনে ফায়ারের জন্য গানারকে ফায়ার সংশোধনী নির্দেশ দিবে।

৪৮১৩। গানার। ব্রু সদস্যদের মধ্যে গানার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তার পেশাগত দক্ষতার উপর সমসত মিশনের সফলতা বহুলাংশে নির্ভরশীল। সে এপিসির সমসত ফায়ার পাওয়ার পরিচালনা করে। তার কর্তব্য সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- ক। টার্গেট নির্বাচনের জন্য পর্যবেক্ষণ করবে।
- খ। এপিসির জন্য প্রদত্ত দায়িত্ব পরিধির মধ্যে গান সঠিকভাবে সহাপন করবে।
- গ। ডাইরেক্ট ফায়ার সাইট অথবা অক্সিলারী ফায়ার কন্ট্রোল ইকুইপমেন্টের সাহায্যে লক্ষ্যসিহর এবং ফায়ার করবে।
- ঘ। প্রধান গান এবং কো-এক্সিয়াল মেশিনগানের ফায়ার পর্যবেক্ষণ করবে এবং উহার কার্যকারিতা বুঝবে।

৪৮১৪। চালক বা ড্রাইভার। চালকের কর্তব্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- ক। এপিসি চালনা করবে।
- খ। ফায়ার অবসহান নির্বাচন করবে এবং উপযুক্ত সহান গ্রহণ করবে।
- গ। শত্রুর উপর কার্যকরী ফায়ার অর্জনে পারে এমন সহানে ট্যাংক সহাপন করবে।

এপিসির রণ কৌশলগত অবসহান ও চলাচল

৪৯০১। সাধারণ। শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য এবং প্রয়োজনে ফায়ারের সাহায্যে শত্রুকে ব্যসত রাখার জন্য কৌশলগত অবসহান নেয়া হয়ে থাকে। সাধারণত সুযোগ ও সুবিধা মত শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। সুতরাং পর্যবেক্ষণের প্রত্যেকটি সহান এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন প্রয়োজনে সেই সহানটিকেই ফায়ার অবসহান হিসাবে ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া শত্রু সৈন্যদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বা সংঘর্ষে লিপ্ত হলে, কি ভাবে প্লাটুন চলাচল করতে হয় বা কি ধরনের পরিচালনা কৌশল প্রয়োগ করতে হবে তা সকলের জানা একামত প্রয়োজন।

রণকৌশলগত অবসহান

৪৯০২। রণকৌশলগত অবসহানের প্রয়োজনীয়তা। প্রত্যেক কৌশলগত অবসহানে নিম্নলিখিত মৌলিক বিষয়গুলো থাকা উচিতঃ

ক। এই অবসহানটি দৃষ্টির অর্ডা এবং যদি সম্ভব হয় গুলির অর্ডাসম্পন্ন হতে হবে।

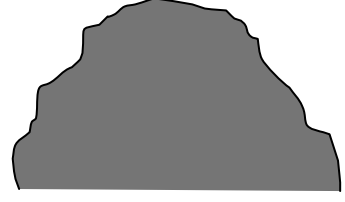
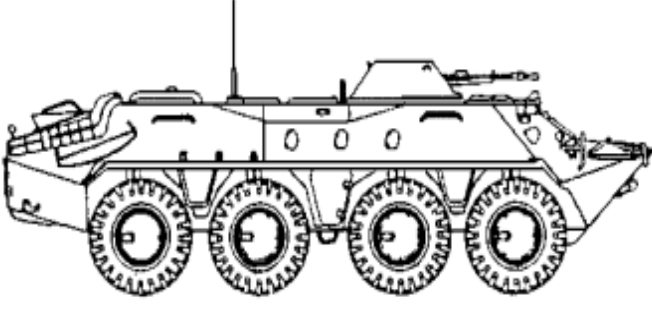
খ। এই অবসহান হতে এপিসির অসএ সমূহ পরিচালনার সুযোগ থাকতে হবে। অর্থাৎ এপিসি এমন কোন অসুবিধাজনক ঢালু সহানে রাখা উচিত নয় যেখান হতে শত্রুর উপর সরাসরি ফায়ার করা যায় না। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গানার বা অধিনায়কের পর্যবেক্ষণে বা গান চতুর্দিকে ঘুরতে কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হয়।

৪৯০৩। করণীয়/শর্ত সমূহ। উপরোক্ত মৌলিক প্রয়োজনসমূহ ছাড়াও কতগুলো করণীয় বা শর্ত আছে, যেগুলো সব সময় সহজলভ্য নাও হতে পারে। শর্তগুলো এপিসি অধিনায়ককে মনে রেখে যতদূর সম্ভব রণকৌশলগত অবসহান নির্বাচন করার চেষ্টা করতে হয়। এই শর্তগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- (ক) কৌশলগত অবসহানের রাসতায় যতদূর সম্ভব অাড় থাকতে হবে।
- (খ) এপিসি এমন ভাবে রাখতে হবে যেন শত্রুর দৃষ্টি এড়ানো যায়। প্রয়োজনে খাদে বা অপেক্ষাকৃত নীচু পার্শ্বে এপিসি সহাপন করতে হয়। কোন অবসহাতেই উন্মুক্ত উঁচু সহানে এপিসি সহাপন করা সমীচীন নয়।
- (গ) অবসহান কোন বিশিষ্ট ভূমি চিহ্নের কাছাকাছি হওয়া উচিত নয়, কারণ তাহলে শত্রুর পূর্ব নির্ধারিত আর্টিলারী ফায়ারের লক্ষ্য বস্তু হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।
- (ঘ) শত্রুদের সহায়ী প্রতিরক্ষায় অত্রুমণকালে সুষ্ঠু ফায়ার করার মত সুবিধাজনক সহানে শত্রুরা মাইন পুঁতে রেখেছে কিনা তা লক্ষ্য করে ঐগুলো এড়িয়ে চলতে হবে।

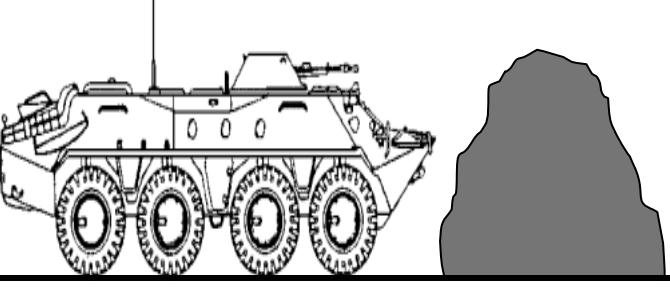
৪৯০৪। কৌশলগত অবসহানের ধরন সমূহ।

ক। হালডাউন/হাল লুকানো। এই অবসহায় এপিসির হালকে অবরণের পশ্চাতে রাখা হয় এবং যানের বাকী অংশ দৃশ্যমান থাকে। প্রত্যক্ষ ফায়ার করে শত্রুকে ব্যসত রাখার জন্য হাল ডাউন বা হাল লুকানো অবসহান নেয়া হয়।



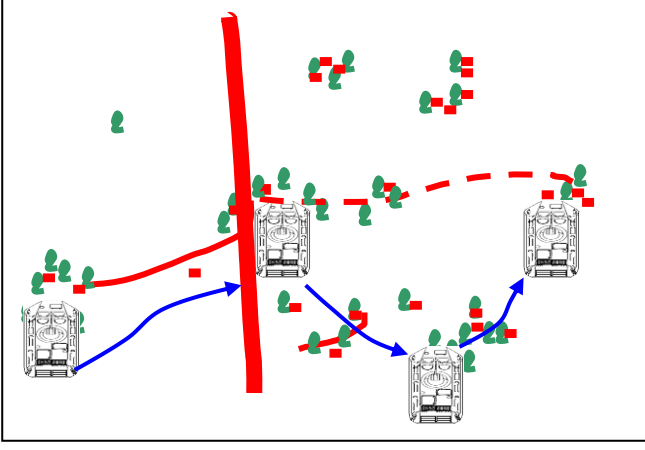
চিত্রঃ হাল ডাউন অবসহান

খ। **টারেট লুকানো/টারেট ডাউন অবসহান।** এই অবসহায় এপিসির টারেট সহ এপিসির সম্পূর্ণ অংশ অাডের পিছনে থাকে। এই অবসহায় গানার এবং কমান্ডার এপিসিকে লুকায়িত অবসহানে রেখে তাদের পর্যবেক্ষণের জন্য সফলভাবে ব্যবহার করে এই অবসহান শত্রুতদের গাইডেড মিসাইল হতে সফল অাঅরক্ষায় সাহায্য করে। টারেট ডাউন অবসহায় প্রত্যক্ষ/অর্ধপ্রত্যক্ষ ফায়ার পরিচালনা করা যায়।



চিত্রঃ টারেট ডাউন অবসহান

৪৯০৫। জকিং। এপিসি নিজ অবসহানে সিহর না রেখে ডানে, বামে, সামনে ও পিছনে চলাচলের মাধ্যমে শত্রুতর উপর পর্যবেক্ষণ ও ফায়ার করার পদ্ধতিকে জকিং বলে ।



চিত্রঃ জকিং চলাচল

৪৯০৬। সব অবসহানের জন্য সাধারণ নিয়মাবলী।

- ক। শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট দিকে এপিসি হাল লুকানো, অথবা টারেট লুকায়িত অবসহায় রাখা যায়।
- (খ) এপিসি টারেট লুকায়িত অবসহায় সহাপন করার সময় এমনভাবে সহাপন করতে হয় যেন শত্রুতকে ফায়ার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে যেন সহজে হাল লুকায়িত অবসহায় সহাপন করা যায়।

কৌশলগত অবসহান গ্রহণের ড়িল

৪৯০৭।এপিসি রণকৌশলগত প্রয়োগের জন্য যখন কোন সহানে অবসহান গ্রহণ করতে হয় তখন এপিসি কমান্ডার এপিসিকে সেই দিকে ঘুরাবে এবং যখন সে বুঝবে যে, তাদের প্রত্যাশিত লক্ষ্যবস্তু চালকের দৃষ্টি সীমার মধ্যে এসে পড়েছে তখন সে উক্ত সহানের বর্ণনা বা ধরণ উল্লেখ করে এপিসি পরিচালনার নির্দেশ প্রদান করবে এবং বলবে **"টীলা ডানদিকে হাল ডাউন পজিশন"** ইত্যাদি।

৪৯০৮। যে সহানে অবসহান গ্রহণ করতে হবে সে সহান সম্বন্ধে পরিচিত হওয়ার পর যে পথে গেলে কৌশলগত সুবিধা হবে সেই পথে চালককে যতদূর সম্ভব দ্রুতত অগ্রসর হবে। ভূমির দূরত্বের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ প্রত্যাশিত অবসহানের ২৫-৫০ মিটার দূরে থেকেই প্রয়োজনে এপিসির গতি মমহর ও পরিবর্তন করতে হবে এবং অাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত মসহর গতিতে চলতে থাকবে। গানার এই সময়ে তার গান সমামতরাল রাখবে যাতে চালক তার এপিসি হাল লুকায়িত অবসহায় বা নির্দেশিত অবসহায় অবসহান গ্রহণ করতে পারে।

৪৯০৯। এপিসি যথোপযুক্ত সহানে অবসহান গ্রহণের দায়িত্ব এপিসি কমান্ডারের। এপিসি কমান্ডার চালককে এপিসি এর ইঙ্গিত অবসহানের ধরণ (হাল লুকায়িত/টারেট লুকায়িত) এবং থামিয়ে দিবার নির্দেশ দিবে।

৪৯১০। কৌশলগত অবসহান পরিত্যাগ ড়িল ।

- ক। শত্রুতর সাথে সংঘর্ষ অাসনণ নয় । এই সময়ে অধিক পর্যবেক্ষণের জন্য এপিসির অবসহান পরিত্যাগ করে পিছিয়ে গিয়ে অাড়া পরিত্যাগ করে নতুন অাড়ের (কভার) পিছনে অবসহান গ্রহণ করে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- খ। সংঘর্ষে লিপ্ত হলে । যখন সংঘর্ষ অাসনণ হয়ে পড়ে কিংবা সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয় তখন অবসহান ত্যাগ করে সামনে চলা খুবই বিপদজনক। কারণ শত্রুত হয়ত তার এপিসির অাড়া এর দিকে তাক করে রয়েছে। অাড়া হতে বের হয়ে দেখা দিলেই ফায়ার করতে পারে । সেই ক্ষেত্রে পূর্বের অাড়া ছেড়ে প্রয়োজনমত ডানে বামে ঘুরে উত্তম অাড়ের পিছনে অাশ্রয় গ্রহণের জন্য পিছু হটে সুবিধামত সহানে অবসহান নিতে হবে ।

রণকৌশলগত চলাচল

৪৯১১। ম্যাক ব্যাটালিয়নের সদস্য হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে সফলভাবে কার্য সম্পাদনের জন্য প্রচুর চলাচলের প্রয়োজন । সফল চলাচল অর্জন করতে নিম্নলিখিত বিষয় প্রয়োজন ।

- ক। মানচিত্র এবং পূর্ববর্তী গোয়েন্দা সংবাদের প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে একটা সুষম মূল্যায়ন তৈরী করা ।
- খ। অগ্রাভিযানের গতি, সঠিক ফরমেশনের ব্যবহার ও চলার প্রকারভেদ।
- গ। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ।

৪৯১২। মূলনীতি। এপিসি অধিকতর চলনক্ষমতার মাধ্যমে মেঠো পথে চলতে পারে। সকল প্রকার চলাচলে নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলি অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবেঃ

ক। এপিসি সমূহ রক্ষণ ও গোপনীয়তার জন্য ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার করে যত দ্রুত সম্ভব চলাচল করবে। দুটো এপিসি যেন একবারে শত্রুর শিকারে পরিণত না হয় সে জন্য পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রেখে চলবে।

খ। সিহর এপিসি সমূহ চলমত এপিসি সমূহকে অবরণ দিবে। সিহর এপিসি সমূহ সম্ভাব্য শত্রু অবসহানের উপর তাদের মনোযোগ দিবে।

গ। চলাচল সাধারণতঃ এক ধাপ বাউন্ড থেকে অন্য ধাপে বাউন্ড হবে।

ঘ। যদি মৃত ভূমি পাওয়া যায় তবে দিগমত রেখা কখনও অতিক্রম করবে না।

ঙ। জ্ঞাত অথবা সম্ভাব্য শত্রু অবসহানে সমসত এপিসি একদিকে রাখা উচিত নয়।

চ। কখনও কোন অবসহান থেকে চূড়ার উপর দিয়ে চালাবে না। মৃত ভূমি দিয়ে যাবে অথবা এটা অসম্ভব হলে মূল অবসহান থেকে দূরে দ্রুত গতিতে অতিক্রম করতে হবে।

ছ। এপিসি যতদূর সম্ভব উচ্চ ভূমিতে রাখবে। প্রয়োজন হলে চূড়ার উপরে আরোহণ করে পর্যবেক্ষণ করবে এবং পুনরায় নীচু ভূমি দিয়ে অগ্রাভিযান শুরুর করবে।

জ। অাকস্মিকতা অবশ্যই রক্ষা করতে থাকবে। সম্ভব হলে প্রধান সড়ক পরিহার করতে হবে এবং এপিসির চলন ক্ষমতাকে পুরো মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে এমনভাবে যেন গোপনীয়তা বজায় রাখা যায় ও ফাঁদ এড়ানো সম্ভব হয়।

৪৯১৩। চলাচলের সময় ও পূর্বে ত্রুদের করণীয়। রণকৌশলগত ভাবে চলাচলের পূর্বে ত্রুদের অবশ্যই নিম্নলিখিত কাজ গুলি করা উচিতঃ

ক। চলাচলের পূর্বে প্লাটুন অধিনায়ক অবশ্যইঃ

(১) সিদ্ধান্ত নিবেন।

(ক) তার পরবর্তী ফায়ার অবসহান।

(খ) কোথায় শত্রু থাকতে পারে।

(গ) সর্বোত্তম রাসতা যা বিমান ও ভূমির
পর্যবেক্ষণ এবং ফায়ার থেকে আবারণ
দিবে।

(ঘ) চলার সময়ে শত্রুর ফায়ার হলে করণীয়।

(২) পরীক্ষা করবেন।

(ক) যেন চালক জানে কোথায় যেতে হবে এবং কোন রাসতায় যেতে হবে।

(খ) সকল অস্ত্র ও সরঞ্জাম কার্যের জন্য প্রস্তুত।

(গ) চলাকালীন তিনি অবশ্যই সার্বক্ষণিক চতুর্মুখি পর্যবেক্ষণ বজায় রাখবেন।

খ। গানার চলাচলের সময় অবশ্যইঃ

(১) সবচেয়ে সম্ভাব্য শত্রুর হুমকি পথে গান রাখবেন।

(২) পর্যবেক্ষণ করবেন।

গ। চালক। চলাকালীন গাড়ী চালকদেরকে অবশ্যইঃ

(১) নতুন অবসহানে দ্রুত প্রবেশের জন্য সর্বোত্তম পথ নির্বাচন করতে হবে।

(২) কম ধূলিকণা এবং ধোয়ার কুন্ডলী সৃষ্টি করা।

(৩) দ্রুতদের চলার পথে যথাসম্ভব অারাম দেয়া।

৪৯১৪। চলাচল রাসতা নির্বাচন। প্লাটুন অধিনায়ক বাউন্ড নির্বাচন করে দিবেন। এপিসি অধিনায়কের দায়িত্ব হবে যুদ্ধের সাফল্যের জন্য যে সহানে অবসহান গ্রহণ ফলপ্রসূ হবে, সেখানে রণকৌশলগতভাবে অবসহান গ্রহণ করা এবং সেই অবসহানে অবসহান গ্রহণের গতিপথ নির্বাচন করা। গতির পথ নির্বাচন সম্বন্ধে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করা একামত অপরিহার্যঃ

ক। যে গতিপথে এপিসি চলাচল করে সেই গতিপথের দিকে সাহায্যকারী এপিসি সজাগ দৃষ্টি রাখবে।

খ। গতিপথ এমন রণকৌশলগত হতে হবে যেন পথিমধ্যে শত্রুর অাদ্রুমন অাসলে নিজেকে অাড়াল/লুকিয়ে রেখে অাত্মরক্ষা ও যুদ্ধ পরিচালনা করা যায়।

গ। সংক্ষেপ এবং সোজা গতিপথ সব সময়ই উত্তম এবং যুক্তিযুক্ত নাও হতে পারে। যদি অানুষঙ্গিক সুবিধা বিদ্যমান থাকে তাহলে গতিপথ দীর্ঘ এবং ঘুরানো বা অাঁকাবাঁকা হলে দ্বিধা সংকোচ না করে ঐ পথেই চলাচল করা উত্তম। নির্বাচিত গতিপথে নিচের সুবিধাগুলো বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয়ঃ

(১) অাড় (কভার) আছে এমন জায়গায় দিয়ে গতিপথ হওয়া।

(২) গতিপথ সুগম বা বাধামুক্ত হওয়া।

(৩) এই গতিপথ দিগমত রেখা বা (স্কাইলাইন) বরাবর বা সম্মুখ এপিসি বরাবর না হওয়া বাঞ্ছনীয়

৪৯১৫। চলাচলের প্রণালী (মেথড অব মুভমেন্ট)। রণকৌশলগত চলাচল নিচের প্রণালীগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকেঃ

ক। পর্যবেক্ষণ চলাচল (অবজারভেশন মুভমেন্ট)।

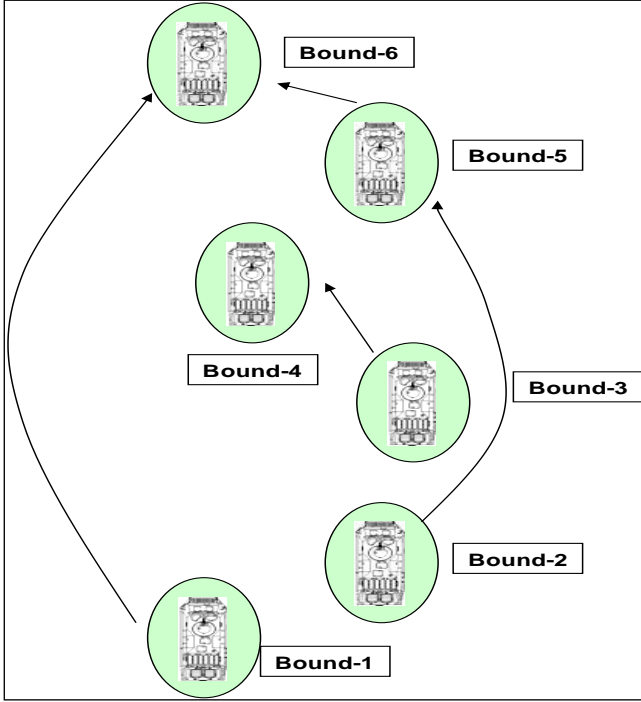
খ। ক্যাটার পিলার মুভমেন্ট।

গ। লিপ ফ্রগ মুভমেন্ট।

ঘ। স্নেক পেট্রোল মুভমেন্ট।

ক। পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে প্লাটুন কোন এক বাউন্ডের মধ্যে অবসহান করে পর্যবেক্ষণ করে। যদি প্লাটুন অধিনায়ক পর্যবেক্ষণ করে সুনিশ্চিত হতে পারে যে, সবই পরিষ্কার ও ঠিকঠাক আছে। তবে সে তার প্লাটুনকে অগ্রাভিযানের নির্দেশ দিবে। এই নির্দেশ পাওয়ার সংগে সংগে অগ্রগামী এপিসি অমততঃ ২০০-৪০০ মিটার গেলে বা ভূমির গঠন প্রকৃতি অনুসারে সুবিধামত দূরে গেলে অন্যান্য এপিসি উহাকে অনুসরণ করবে। এই পদ্ধতিতে লক্ষ্য করতে হবে যে, সাহায্যকারী এপিসি অগ্রগামী এপিসির পরবর্তী বাউন্ডে পৌঁছার জন্য অপেক্ষা না করে যেন পরিচালিত না হয়। পরবর্তী বাউন্ডে পৌঁছে অগ্রগামী এপিসি রণকৌশলগত পূর্ণ অবসহানে সহান গ্রহণ করবে এবং অন্যান্য এপিসির সংগে যোগাযোগ করবে। তারপর সব এপিসি বাউন্ড দখল করবে। এই পদ্ধতি প্রত্যেক বাউন্ডেই অনুসৃত হবে।

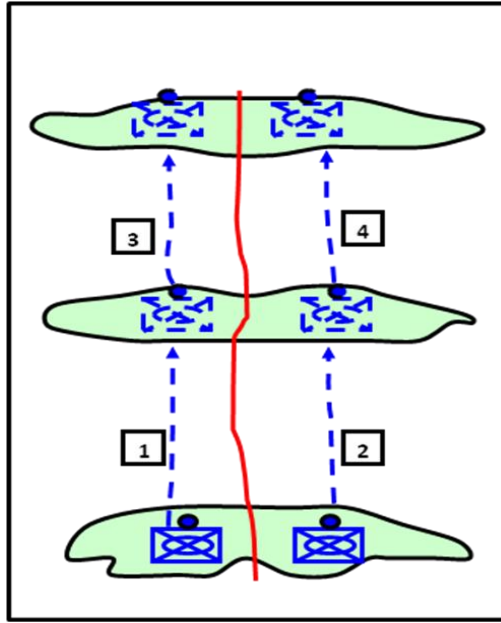
চিত্র ০৪ পর্যবেক্ষণ চলাচল



খ। বৈশিষ্ট্য। এই পদ্ধতিতে প্লাটুন তার বরাদ্দকৃত বাউন্ড পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পায় এবং তাতে কিছু নিরাপত্তা নিয়মএণ ব্যবসহা গ্রহণ করতে হয় বলে অগ্রাভিযান ধীর ও মন্থর হয়।

গ। ব্যবহার। অগ্রাভিযানের সময় কোম্পানীর অগ্রগামী প্লাটুন হিসাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

৪৯১৭। ক্যাটারপিলার (শুয়োপোকা)। এ পদ্ধতিতে অগ্রগামী দুটো এপিসি পিছনের এপিসির অাবরণ নিয়ে অগ্রাভিযান করে এবং প্রথম ধাপে অবসহান গ্রহণ করে। পিছনের এপিসিদ্বয় দ্রুততম গতিতে পিছন থেকে সামনে এসে প্রথম ধাপে সুবিধা জনক হালডাউন/টারেট ডাউন অবসহান গ্রহণ করে। এরপর অগ্রগামী এপিসি দুটো পুনরায় সামনে যায় এবং ২য় ধাপে হাল ডাউন/টারেট ডাউন অবসহান নেয়। পুনরায় পিছনের এপিসিদ্বয় ২য় ধাপে দ্রুততম গতিতে অবসহান নেয়। প্রত্যেক বাউন্ডের জন্য এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে চলাচল করে।



চিত্রঃ ক্যাটার পিলার

ক। বৈশিষ্ট্য।

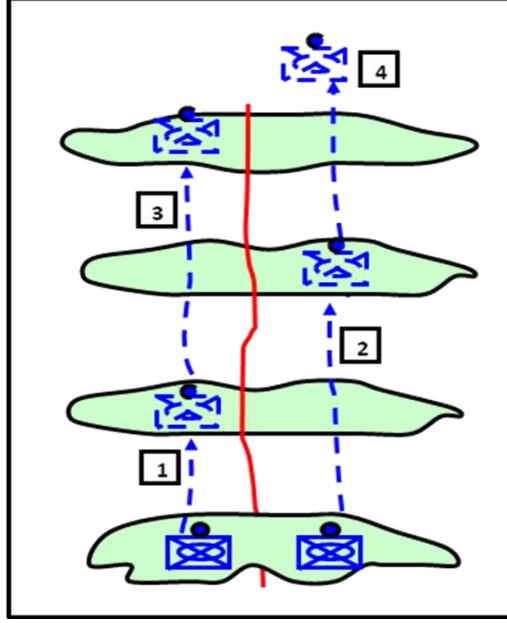
- (১) এই পদ্ধতিতে খুব সহজে প্লাটুন নিয়মএণ করা যায়।
- (২) উনণত নিরাপত্তা।
- (৩) চলাচল অপেক্ষাকৃত ধীর ও মমহর।

খ। ব্যবহার। যখন যোগাযোগ বা মোকাবিলা অাসনণ হয়ে পড়ে ফায়ার এন্ড মুভ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন এই চলাচল প্রণালী অনুসরণ করা হয়।

৪৯১৮। লিপ ফ্রগ মুভমেন্ট (ডিগবাজি)। এটা হলো মেঠো পথে অগ্রাভিযানে সবচেয়ে দ্রুততগামী মাধ্যম এবং এটা প্রযোজ্য হবে, যখন সতর্কতার চেয়ে গতিক প্রাধান্য দেয়া হয় বেশী। একটা প্লাটুনের অংশ বিশেষ যখন অন্য অংশের মধ্য দিয়ে অতিব্রুম করে, যারা তাদেরকে পরবর্তী ধাপে অাবরণী ফায়ার দিতে প্রস্তুত থাকবে। প্রথমে দুটো এপিসি অগ্রবর্তী প্রথম ধাপে হাল/টারেট ডাউন অবসহান নেবে। এর পিছনের এপিসিদ্বয় দ্রুততম গতিতে ২য় ধাপে হাল/টারেট অবসহান নেবে। তারপর পশ্চাৎ এপিসিদ্বয় পুনরায় সামনে অগ্রসর হয়ে ৩য় ধাপে হাল/টারেট ডাউন অবসহান নেবে, এভাবে চলতে থাকবে।

ক। বৈশিষ্ট্য।

- (১) অধিক গতি ও সংকল্পবদ্ধ হয়ে যাওয়া হয় বলে এ পদ্ধতিতে শত্রুর উপর অধিক চাপ সৃষ্টি সম্ভব হয়।
- (২) এই পদ্ধতিতে এপিসি অধিনায়ক বাউন্ডের বাহিরে কিছু দেখে না বলে তাদেরকে অদেখা অবসহানে যেতে হয়।
- (৩) প্লাটুনের উপর প্লাটুন অধিনায়কের নিয়মএণ কম বলে সংযোগ শিথিল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

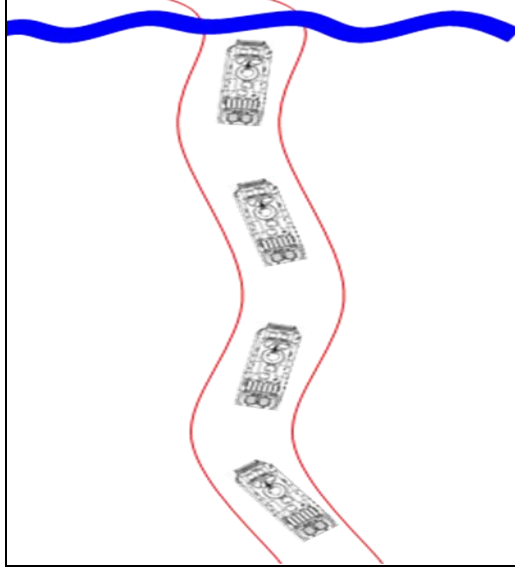


চিত্রঃ লিপ ফ্লপ মুভমেন্ট (ডিগবাজী)

খ। ব্যবহার । কোম্পানী/প্লাটুনের মধ্যে ফায়ার ও চলাচলের জন্য ইহা বিশেষ ভাবে কার্যকর ।

৪৯১৯। সেগক পেট্রোল মুভমেন্ট।

চওড়া রাসতার অভাবে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ পথে চলাকালে একটি করে প্লাটুন পিছনের এপিসির ফায়ার কভারের সাহায্যে সম্মুখ গমন করে।



চিত্রঃ সেগক পেট্রোল মুভমেন্ট

ক। বৈশিষ্ট্য।

(১) একটি এপিসি সর্বদা অপর এপিসির দৃষ্টি সীমার মধ্যে থাকে ।

(২) উত্তম পর্যবেক্ষণের জন্য মাঝে মাঝে কোন কোন এপিসি রাসতার এক পাশ থেকে অপর পাশে সহান পরিবর্তন করতে হয় ।

খ। ব্যবহার। প্রয়োজন অনুযায়ী চওড়া রাসতার অভাবে সংকীর্ণ রাসতার মধ্য দিয়ে উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সময় ইহা ব্যবহৃত হয় ।

৪৯২০। উপসংহার। এপিসি চলাচলের সময় যদি কৌশলগত চলাচল না করে তবে যে কোন মুহূর্তে এপিসি বা প্লাটুন ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে । তাই এই বিষয়ের প্রতি সবাই গুরুত্ব সহকারে তাড়িৎক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন ।

পরিচ্ছেদ-৫০
ফায়ার ও চলাচল

৫০০১। ফায়ার ও চলাচল হলো আত্মরক্ষার একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে আত্মরক্ষাকারী সেনাদলের একটি অংশ অন্য একটি অংশের প্রত্যক্ষ ফায়ার সমর্থনে সামনের দিকে অগ্রসর হয়।

৫০০২। ফায়ার ও চলাচল মেকানাইজড প্লাটুনের চলাচলের মূল ভিত্তি। শত্রুতাকে ফায়ার দ্বারা ধ্বংস করা হয়, তবে চলাচলবিহীন শুধু ফায়ার সম্পূর্ণ রূপে কোন আত্মরক্ষা বিজয় নিশ্চিত করতে পারে না। এজন্য চলাচল অবশ্যই সঠিক সময়ে ও সঠিক জায়গায় প্রয়োজনীয় ফায়ার প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত। যখন শত্রুতর সাথে সংঘর্ষ হয়, প্লাটুন তখন ফায়ার ও চলাচলের মাধ্যমে শত্রুতর নিকটবর্তী হয়ে শত্রুত অপেক্ষা সুবিধাজনক সহানে অবসহান নেয়। এতে সহজেই শত্রুতকে সমূলে ধ্বংস করতে পারা যায়। চলাচলবিহীন শুধু ফায়ার দ্বারা কখনই কাভার্ড লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। আবার ফায়ার সমর্থন ব্যতীত শুধু চলাচল আত্মরক্ষাকারী সেনাদলের জন্য অত্যন্ত বিপদজনক। এতে করে একটি সেনাদল শত্রুতর ফায়ারের বিরুদ্ধে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে থাকে। অতএব, ফায়ার ও চলাচল মূলত একটি অপরটির পরিপূরক। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে কাভার্ড লক্ষ্য অর্জনে ফায়ার ও চলাচলের কোন বিকল্প নেই।

৫০০৩। **ফায়ার ও চলাচলের পদ্ধতি।** সাধারণত মেকানাইজড প্লাটুন আত্মরূপে দ্রুততার সাথে লক্ষ্যবস্তুকে দখল করে থাকে। তবে যখন শত্রুর বাধার মুখে তা সম্ভব না হয়, তখন ফায়ার ও চলাচলের মাধ্যমে সামনে অগ্রসর হতে হয়। ফায়ার ও চলাচলে একটি এপিসির ফায়ার সমর্থনে অন্য এপিসি সামনের দিকে অগ্রসর হবে, তবে বাধ্য না হলে আত্মরূপের শুরত থেকেই ফায়ার ও চলাচল করা উচিত নয়। এতে করে আত্মরূপের গতি কমে যেতে পারে। শুধুমাত্র নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আত্মরূপের শুরততে ফায়ার ও চলাচল করা যেতে পারে ঃ

ক। যখন ভূমির গঠন দ্রুত বেগে লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছাতে এপিসিকে বাধা দেয়।

খ। যখন নিজস্ব ফায়ার বেস হতে প্রদত্ত ফায়ার যথেষ্ট না হয়।

গ। যখন আত্মরূপের সময় এফ ইউ পি ও লক্ষ্যবস্তুর মধ্যবর্তী কোন শত্রু অবসহান আত্মরূপের শুরততেই এপিসিকে দ্রুত বেগে চলাচলে বাঁধার সৃষ্টি করতে থাকে।

৫০০৪। প্লাটুন পর্যায়ে নিম্নলিখিতভাবে ফায়ার ও চলাচল সংঘটিত হয়ঃ

ক। শত্রুর সাথে সংঘর্ষ হওয়ার সাথে সাথে প্লাটুন কমান্ডার, তার প্লাটুনের সমস্ত ফায়ার শত্রুর অবসহানের উপর বর্ষণ করবে ও শত্রুকে ধ্বংস করার চেষ্টা করবে।

খ। বর্তমান অবসহান থেকে শত্রু অবসহানের যতখানি ধ্বংস করা সম্ভব তা শেষ করে প্লাটুন দ্রুত সামনে অগ্রসর হয়ে অন্য একটি অবসহান গ্রহণ করবে যেখান থেকে বাকী শত্রুদের ধ্বংস করা যায়।

- গ। নতুন অবসহানে যাওয়ার পূর্বে প্লাটুন কমান্ডার নিশ্চিত করবে যে, ঐ অবসহানে যাওয়ার পথে শত্রুত দ্বারা যেন আত্মহত না হয়। এমন সম্ভাবনা থাকলে ঐ শত্রুত অবসহানকে আগেই ধ্বংস করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে মর্টার/আর্টিলারির পরোক্ষ ফায়ার সমর্থন নিতে হবে।
- ঘ। প্রয়োজনীয় ফায়ার সমর্থন নিশ্চিত করে প্লাটুন কমান্ডার প্লাটুনকে নিম্নলিখিত বিষয়ে আদেশ প্রদান করবেন ঃ

(১) চলাচলের উপাদান (এপিসি ঃ পরবর্তী অবসহান এবং নতুন অবসহানে কাজ)।

(২) নতুন অবসহানে যাওয়ার রাসতা।

(৩) সাহায্যকারী উপাদান (টাংক, এপিসি, আর্টিলারি ঃ বিস্তারিত ফায়ার সমর্থন সম্পর্কে ধারণা প্রদান)।

(৪) নতুন অবসহানে গমনের জন্য আদেশ প্রদান।

- ঙ। যখন প্লাটুন পর্যায়ে ফায়ার ও চলাচল পরিচালনা করা হয় তখন অগ্রসরমান এপিসি পরবর্তী অবসহানে পৌঁছে ফায়ার সমর্থন প্রদান করবে। এই ফায়ার সমর্থনের কভার নিয়ে পূর্বে ফায়ার প্রদানকারী এপিসি নতুন অবসহানে মিলিত হবে। এরপর প্লাটুন একত্রিত হয়ে বাকী শত্রুত অবসহানে ফায়ার প্রদান করে ধ্বংস করবে। শত্রুত সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস বা বন্দী না হওয়া পর্যন্ত এই পদ্ধতি পুনরাবৃত্তি চলতে থাকবে।

যদি ভূমির গঠনের জন্য এপিসি লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছে আর অগ্রসর না হতে পারে, তখন প্রয়োজনবোধে সেকশন অনুযায়ী এপিসি হতে ডিসমাউন্ট হয়ে লক্ষ্যবস্তুতে আত্মমগ্ন করবে ও ধ্বংস নিশ্চিত করবে।

চ। যখন প্লাটুন পর্যায়ে ফায়ার ও চলাচল করা হয় তখন ক্যাটার পিলার চলন বা শূয়োপোকাকার ন্যায় চলন অনুসরণ করা উচিত।

৫০০৫। ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে ফায়ার ও চলাচল করতে হবে। কারণ ঃ

ক। ভূমি পর্যবেক্ষণ ও অসেসের পাল্লা অনুযায়ী ফায়ারে শত্রুর বিরতদ্ধে সুবিধা দিতে পারে।

খ। ভূমি শত্রুর ফায়ার ও দৃষ্টিসীমা থেকে আড় দিতে পারে।

গ। ভূমি আড় নিয়ে চলাচলে সহায়তা করতে পারে।

৫০০৬। **উপসংহার।** ফায়ার ও চলাচল প্লাটুন পর্যায়ে আত্মমগ্নের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ড্রিল শামিতকালীন সময়ে সঠিকভাবে ও নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে মেকানাইজড প্লাটুন এ বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে। যেহেতু যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবেলায় বিভিন্ন সামরিক অভিযানে এর বিকল্প নেই, কাজেই প্লাটুনের প্রতিটি সদস্যকে এ বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী হওয়া বাঞ্ছনীয়।